পান্না।

ঐতিহাসিক নাটক।

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ
প্রণীত।

প্রকাশক :—
শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য,

সারস্বত লাইব্রেরী ;
১৯৫।২ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

[মূল্য এক টাকা।

উৎসর্গ।

মা,

এ সংসারে এসে ত্যাগকেই তুমি জীবনের মূলমন্ত্র ক'রেছিলে, সেইজন্য ত্যাগের জ্বলন্ত আদর্শ "পান্নার" এই চরিত্র-গাথা তোমারই পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে অর্পণ ক'ল্লু'ম।

তোমার স্নেহের
শৈল।

সঙ্কেত।

লেখার ভাল মন্দ বিচারের ভার—যাঁরা প'ড়্‌বেন তাঁদের ওপর। সে সম্বন্ধে আমার কৈফিয়ৎ দেবার কিছুই নেই। যে জিনিস নাটকে লেখা সম্ভব নয় কেবল সেইটুকুই টড্‌সাহেবের রাজস্থান থেকে এখানে তুলে দিলুম্। একজনও যদি ভাল বলেন, তাহ'লে আমার শ্রম সফল জ্ঞান ক'র্ব্ব।

(১) নাটকে লিখিত কতকগুলি রাজপুতদের জাতীয় কথার অর্থ :—বাইজী-রাজ—রাজমাতা। জুনা—রাজার উচ্ছিষ্ট প্রসাদ। রসোরা—ভোজন-গৃহ। রাওয়ালা—রাজান্তঃপুর। ছেঁঙ্গি—রাজচিহ্ন। কিরণ—রাজছত্র। দরীখানা—সভাগৃহ। বিদাওনা—বিদায়-গীতি। সুহেলা—আনন্দ গীতি। শ্রাবক—জৈন পুরোহিত। মোর—রাজ-মুকুট। বীরা—তাম্বুল।

(২) রাজসভা :—A huge painted sun......with gilded rays adorns the hall of audience and in front is the throne.

(৩) অস্ত্রশস্ত্রাদি :—(a) Khanda or double-edged sword. (b) Matchlocks...are often highly finished and inlaid with mother-of-pearl and gold. (c) The shield of the rhinoceros-hide......is often ornamented with animals, beatifully painted and enamelled in gold and silver. (d) The bow is of buffalo-horn, and the arrows of reed, and barbed in a variety of fashions, as the cresent, the trident, the snake's tongue, and other

fanciful forms. Besides these there are spear, dagger, knife and others.

(৪) রাজচিহ্ন :—The changi, the chief insignia of regality in Mewar, is a sun of gold in the centre of a disc of black ostrich feathers or felt, about three feet in diameter, elevated on a pole, and carried close to the prince.

(৫) বিবাহের একটি পদ্ধতি :—The torun is the symbol of marriage. It consists of three wooden bars, forming an equilateral triangle···having the apex crowned with the effigies of a peacock, it is placed over the portal of the bride's abode. The bridegroom on horseback, lance in hand, proceeds to break the torun, which is defended by the damsels of the bride, who......assail him with......a crimson powder......at the same time singing songs fitted to the occasion. At length the torun is broken......when the fair defenders retire.

(৬) বাদ্যযন্ত্র :—The Rana......has a small band of musicians, whose only instrument is the shehna or hautboy (সানাই). A species of bag-pipe so common to all the Celtic races of Europe and kettle-drum are not unknown to the Rajpoots.

(৭) সঙ্গীত :—The Rajpoots are all partial to music. The tuppa is the favourite measure.

(৮) পোষাক পরিচ্ছদ :—

পুরুষের :—Trousers of every shape and calibre; a tunic guirded with a...scarf...The turban is the most important of the dress. Their shoes are mere slippers and sandals are worn by the common classes. Boots are yet used in hunting or war, made of chamois leather, of which material the warrior often has a doublet.

স্ত্রীলোকের :—The ghagra or petticoat ; the kanchli or corset ; and the dopati or scarf ; which is occasionally thrown over the head as a veil. Ornaments are without number.

(৯) গৃহসজ্জা :—No chairs, no couches adorn their sitting apartments, though the painted and gilded ceiling may be supported by columns of serpentine, and the walls one mass of mirrors, marble or china ;— nothing but a soft carpet, hidden by a white cloth, on which the guests seat themselves according to the rank.—Lt. Col. James Tod.

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ।
২রা আশ্বিন, ১৩৩১ সাল।

গ্রন্থকার প্রণীত—

ভাবে ও ভাষায় অতুলনীয় ঘটনা-বৈচিত্রময়

পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক

কপিলের তেজ

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

মূল্য এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :—সারস্বত লাইব্রেরী।
১৯৫।২ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

উক্ত নাটক সম্বন্ধে মতামত।

"Kapiler Tej"—This is a mythological drama in five acts in Bengali by Babu Sailendra Nath Ghosh It is written both in prose and blank verse. The author seems to have taken much care in painting characters and in many cases he has been successful and what pleases us most is the absence of all impossible and unnatural scenes which are generally thrust into the present-day Bengali dramasilibies.... "Bengalee"

......লেখকের লিখনশক্তি যে যথেষ্ট আছে তাহা পুস্তক পাঠে বেশ পরিষ্কার উপলব্ধি করা যায়।...নাটকের কোথাও, 'আদালত-গৃহে প্রসন্ন গোয়ালিনীর ধেই ধেই করিয়া নাচ,' বা ঝাঁটা হাতে ঝাড়ুওয়ালী ও ভিখারীর ভিক্ষা করিতে করিতে নাচ বা গানের মত অসম্ভব ও বিসদৃশ ঘটনার সমাবেশ নাই। ইহাই নাটকখানির বিশেষত্ব। চরিত্রগুলি ফুটাইবার চেষ্টা বেশ সুপরিস্ফুট হইয়াছে। মোটের উপর নাটকখানি আজকালকার থিয়েটারে অভিনীত অধিকাংশ পুস্তকের মত নহে। ইহা বাস্তবিকই নাটক, অভিনয় করিবার যোগ্য।.. "বাঙ্গালী।"

শ্রীযুক্ত বাবু শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত "কপিলের তেজ" নামক পুস্তক পাঠ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলাম।...ইহার ভাব উন্নত ও ভাষা প্রাঞ্জল। এরূপ নাটকের অভিনয় ও প্রচার প্রার্থনীয়।

"শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।"

গ্রন্থকারের আর একখানি ঐতিহাসিক নাটক "ভোগ-মন্দিরা" যন্ত্রস্থ।

চরিত্র পরিচয়।

পুরুষ।

বনবীর	মেবারের রাণা।
উদয়সিংহ	মেবারের ভূতপূর্ব্ব রাণা সঙ্গের কনিষ্ঠ পুত্র।
যশোবর্ম্ম	মেবারের রাজমন্ত্রী।
অখিলরাও ঐশকর্ণ জগমল সহিদাস সঙ্গ পৃথ্বীরাজ মালোজী মাহোলী	মেবারের সামন্তরাজগণ।
আশা শা	কমলমীরের জৈন-পুরোহিত।
সহদেব	পান্নার পুত্র।
সুদর্শন বারি	উদয়সিংহের উচ্ছিষ্ট পরিষ্কারক ভৃত্য।
মাহু	ভীল-সর্দ্দার।

আশা শার ভৃত্য, প্রহরী, পারিষদগণ, ভীলগণ,
জৈনগণ, সৈনিকগণ, মেবারবাসীগণ,
বাদ্যকরগণ ও চারণগণ।

স্ত্রী

শীতলসেনী	মেবারের রাজমাতা।
বিজলী	বনবীরের কন্যা।
কমলা	আশা শার মাতা।
মীরা	অখিলরাওয়েব কন্যা।
পান্না	উদয়সিংহের ধাত্রী।

পরিচারিকা, ভীলনারীগণ, নর্ত্তকীগণ, জৈনরমণীগণ, রাজপুত-মহিলাগণ কমলমীর ও মেবারবাসিনী রমণীগণ এবং চামরধারিণীদ্বয়।

পান্না।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

চিতোর—রাজ-ভবন ; উদয়সিংহের শয়ন-কক্ষ।

পালঙ্কোপরি উদয়সিংহ ও সহদেব বসিয়া উন্মুক্ত বাতায়নের দিকে চাহিয়া গান করিতেছিল।

(গীত)

(আমরা) দুটি ফুল একটি বোঁটায় ফুটে আছি ভাই,
দুটি পাখী সুখে থাকি', প্রাণ খুলে গান গাই।
নাই আর মোদের খেলার জুটী, দিবানিশি আমরা দুটি,
মনের মিলে, হেসে খেলে, এক সাথে বেড়াই।
শোয়া, বসা, খাওয়া পরা, করি এক সাথে মোরা,
ছাড়াছাড়ি হই না কভু, দিনে কি রাতে—
তুই আমায় বাসিস্ ভাল, আমি তোরে বাস্‌বো ভাল,
আর তো মোরা চাই না কিছু এ জগতে ভাই।

দ্বিতীয়বার গাহিতে গাহিতে হঠাৎ পান্নাকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া উদয় বলিয়া উঠিল "এসেছ ধাইমা! এইবার গল্প বল।—বল!"

পান্না। দাঁড়া, মনে করি, তবে তো ব'ল্‌বো! (পালঙ্কে বসিয়া

কিয়ৎক্ষণ ভাবিবার পর) আচ্ছা শোন্, তোমাদেরই বংশে পদ্মিনী বʼলে এক পরমাসুন্দরী রাণী ছিলেন। যবনরাজ আলাউদ্দিন কি রকম কʼরে তাঁর রূপের কথা শুনতে পেয়ে তাঁকে দেখ্‌তে চায়।

উদয়। তারপর ?

পান্না। তাকে অনেক মানা করা গেল, কিছুতেই যখন সে শুন্‌লে না, তখন রাণী দূরে দাঁড়িয়ে রইলেন, একখানা খুব বড় আয়নাতে তাঁর ছায়া পʼড়্‌লো—

উদয়। তারপর ?

পান্না। আয়নাতে রাণীর, রূপ না, দেখে, আলাউদ্দিন একেবারে পাগলের মত বʼল্লে "রাণীকে আমি না পেলে যুদ্ধ্ কʼর্ব্বো।" কিন্তু রাণীর খুব বুদ্ধি ছিল, তিনি বʼল্লেন "আচ্ছা—আমি আলাউদ্দিনের কাছে যাব, তবে আমি রাণী, আমার সাতশো সখী আমার সঙ্গে পাল্কী কʼরে যাবে"— আলাউদ্দিন তাইতেই রাজী হʼল। কিন্তু যখন দেখ্‌লে পাল্কীর ভেতর সব অস্ত্রধারী যোদ্ধা বʼসে রʼয়েছে, তখনই তো তার প্রাণ উড়ে গেল। এই দুইদলে খুব যুদ্ধ্ বেধে গেল। সেই সৈন্যদের মধ্যে রাণীর এক বারো বছরের ভাইপো ছিল, তার নাম "বাদল"। তার বীরত্বে আলাউদ্দিন শুদ্ধ্ ভয় পেয়েছিল। শুন্‌ছিস্ ? উদয়, উদয়, ঘুমিয়েছে ! আহা, বীর-বালক "বাদলের" কথা শুনলি না ! (নেপথ্যে আর্ত্তনাদ)

পান্না। ওকি, কিসের আর্ত্তনাদ ! এ গভীর নিশীথে অন্তঃপুরে কে কাঁদে ! (শয্যা হইতে উঠিবার উপক্রম ও সুদর্শন বারির প্রবেশ)

পান্না। কে ? সুদর্শন !

সুদ। (নিম্নস্বরে) চুপ্, চুপ্, সর্ব্বনাশ হʼয়েছে—

পান্না। এঁ্যা ! এঁ্যা ! কি হʼয়েছে ? কি হʼয়েছে সুদর্শন ?

সুদ। বনবীর রাণা বিক্রমজিৎকে হত্যা কʼরেছে।

পান্না। এঁ্যা, বল কি ?

সুদ। কি আর ব'ল্‌বো পান্না, রাণা যদি উদ্ধত-প্রকৃতি না হ'তেন—

পান্না। উঃ, কি কঠোর নিয়তি ! মেবারপূজ্য রাণা সঙ্গের পুত্রের মৃত্যু হ'ল কিনা একটা বেশ্যাপুত্রের হস্তে ! সুদর্শন, যখন বিচক্ষণ, প্রবীণ সামন্তগণ রাণা বিক্রমকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে, সেই সিংহাসনে গণিকা শীতলসেনীর পুত্র বনবীরকে অভিষিক্ত করে, তখনই বুঝেছিলুম্ মেবারের ভবিষ্যৎ বড়ই অশুভ ; এতশীঘ্র যে এতদূর হবে—তা'. একবার স্বপ্নেও ভাবি নি। আজ প্রভাতে সবেমাত্র তার অভিষেক হ'য়েছে, দ্বিতীয় প্রভাত যে এখনও তাকে সিংহাসনে ব'স্‌তে দেখে নি!

সুদ। রাক্ষস ! রাক্ষস ! পান্না, বনবীর যখন রাণা বিক্রমকে হত্যা ক'র্ত্তে পেরেছে, তখন তার অসাধ্য আর কিছুই নেই।

পান্না। এঁ্যা ! যথার্থ ব'লেছ সুদর্শন ! হত্যাকারীকে বিশ্বাস নেই। সে যখন একটা হত্যা ক'র্ত্তে পেরেছে, আর একটা হত্যা ক'র্ত্তেও তখন—সুদর্শন, অনেকদিন রাণা সঙ্গের অন্ন খেয়েছ—আজ তাঁর একটা উপকার কর !—এখনও রাণা সঙ্গ নির্ব্বংশ হয় নি, এখনও তাঁর পিণ্ডলোপ হয় নি, (উদয়কে দেখাইয়া) এই ক্ষীণ দীপশিখাটিকে এখনও যদি রক্ষা ক'র্ত্তে পার, তবে আশা থাক্‌বে, একদিন দাবানল হ'য়ে, সে বনবীরকে ধ্বংস ক'র্ব্বে,—নইলে আজ সকল আশারই অবসান হ'য়ে যাবে।

সুদ। কি ব'ল্‌ছো পান্না ! রাক্ষস কি উদয়কেও—

পান্না। হত্যাকারীকে বিশ্বাস নেই সুদর্শন ! আমি বাছাকে এই ফলের ঝুড়ির মধ্যে শুইয়ে দিচ্ছি (নিদ্রিত উদয়সিংহকে একটী বৃহৎ ফলের ঝুড়িতে স্থাপিত করিয়া) তুমি খুব সাবধানে, খুব সন্তর্পণে এটি নিয়ে এখনই এ দুর্গ থেকে পালিয়ে যাও। দেখ', খুব সন্তর্পণে নিয়ে যেয়ো— দুর্গের মধ্যে যেন বাছার ঘুম না ভাঙ্গে—

সুদ। কোথায় অপেক্ষা ক'র্বো ?

পান্না। বেরীশ নদীর তীরে। (সুদর্শন উদয়কে লইয়া চলিয়া গেল, সুদর্শনের সঙ্গে দ্বার পর্য্যন্ত গিয়া পান্না শয্যার নিকট ফিরিয়া আসিল এবং উদয়ের স্থানে সহদেবকে শায়িত করিতে করিতে বলিতে লাগিল) মা হ'য়ে ছেলেকে যমের মুখের কাছে রেখে দিচ্ছি, দেখিস্ মা ভবানি, মুখ রাখিস্—উদয়কে যেন রক্ষা ক'র্ত্তে পারি !

(শয্যা হইতে উঠিবার উপক্রম ও রক্তাক্ত
কলেবরে বনবীরের প্রবেশ)

বন। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ ! একটা কণ্টক ঘুচেছে, পথের একটা বিঘ্ন সরিয়েছি. আর একটা—(দৃঢ়স্বরে) ধাত্রি, উদয়সিংহ কোথা' ? কি, চুপ ক'রে রইলি যে ! উত্তর দে'—জানিস্ আমি মেবারের রাণা ! শীঘ্র বল্, উদয়সিংহ কোথা' ?

(পান্না সহদেবের দিকে নীরবে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল, বনবীর সহদেবের বক্ষে ছুরিকাঘাত করিল, সহদেব একবার আর্ত্তনাদ করিয়াই স্থির হইল, পান্না শিহরিত হইয়া হস্ত দ্বারা মুখ আবৃত করিল)

বন। উদয়সিংহ! ম'রেছ! ব্যস্, এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হ'লুম্। বনবীর, এইবার নিশ্চিন্তে মেবার উপভোগ কর। মেবার তোমার,—আজ হ'তে তুমিই মেবারের একচ্ছত্র অধিপতি। (প্রস্থান)

পান্না। (সহদেবের বক্ষের উপর পড়িয়া) উঃ, বাপ্‌রে আমার !

দ্বিতীয় দৃশ্য।

চিতোর—রাজপ্রাসাদের অলিন্দ।

(রক্তাক্ত হস্তে বনবীর এবং একটী জলপূর্ণ পাত্র হস্তে শীতলসেনীর প্রবেশ)

শীতল। হাত ধুয়ে ফ্যাল্ বনবীর, হাত ধুয়ে ফ্যাল্।

বন। দাঁড়াও মা, এ রক্ত আমার শত্রুর রক্ত। বড় আদরের—বড় প্রিয়। শত্রু যেমন সকল আনন্দকে নিরানন্দ ক'রে দেয়, শত্রুর শোণিত তেম্নি সকল নিরানন্দের মাঝখান্ থেকে আনন্দ জাগিয়ে তোলে। দেখ, এই হাতে বিক্রমের রক্ত;—এই হাতে উদয়ের রক্ত। উঃ, কি উত্তাপ দেখেছ! দেখ, দেখ, এখনও গরম র'য়েছে—(শীতলসেনীর হস্ত লইয়া নিজ হস্ত স্পর্শ করাইল) রাণা সঙ্গের রক্ত কি না! এ রক্ত তাদের দেহের মধ্যে আবদ্ধ থাক্‌লে কি আমি নিশ্চিন্তে মেবার ভোগ ক'র্ত্তে পার্ত্তুম্! যাক্, আর কোন চিন্তা নেই। মা, সকলে তোমাকে দাসী ব'ল্‌তো, আমাকে দাসীপুত্র ব'ল্‌তো; আজ চাকা ঘুরিয়ে দিয়েছি। কাল থেকে সমগ্র মেবার তোমার আমার পায়ে লুটিয়ে সেলাম ক'র্ব্বে। তুমি মেবারের বাইজী-রাজ—আমি মহারাণা।

শীতল। বৎস, সবই ভবানীর ইচ্ছা—

বন। ভবানীর ইচ্ছা? না, তোমার আমার প্রাণের ইচ্ছা? ভবানী তো তোমার আমার মাথায় বিশ্বের কলঙ্ক, সমাজের ঘৃণা, সংসারের বাঙ্গ যথেষ্ট পরিমাণে চাপিয়ে দিয়েছিল। তোমার আমার এইরূপ প্রবল আন্তরিক ইচ্ছা না থাক্‌লে কি এই পাষাণ-ভার ঠেলে উঠ্‌তে পার্ত্তম্! মা, আমরা মাতাপুত্রে চিরদিন নিগ্রহ ভোগ ক'রে এসেছি,—আজ সকলে আমাদের

কাছে অনুগ্রহ ভিক্ষা ক'র্ব্বে,—একি কম শ্লাঘা, কম গৌরব, কম আনন্দ!

শীতল। আচ্ছা, চল বাবা, শীগ্‌গীর হাত ধুয়ে ঘরে ব'সে এ সব কথা কইবে চল,—আবার কে শুন্‌বে!

বন। হাঃ হাঃ হাঃ! মা, এখনও তোমার হৃদয়ের দৌর্ব্বল্য গেল না! কে শুন্‌বে, সে ভয় আর আমার নেই মা! এখন আমি মেবারের দণ্ডমুণ্ডবিধানের কর্ত্তা। এখন আর আমি সেই সমাজঘৃণিত, সংসারের উপেক্ষিত, মানবব্যঙ্গজর্জ্জরিত, দলিত, মর্দ্দিত, নিষ্পেশিত বনবীর নই।

শীতল। তা' জানি বৎস, আশীর্ব্বাদ করি, তোমার প্রতাপ অক্ষুণ্ণ থাকুক্। এখন চল, হাত ধুয়ে ঘরে একটু বিশ্রাম ক'র্ব্বে চল। রাত্রি গভীর।

বন। আচ্ছা দাও, হাতে জল দাও। (শীতলসেনী বনবীরের হস্তে জল দিতে লাগিল) দাও, দাও, আরও জল দাও। একি, কিছুতেই যে এ রক্তের দাগ উঠ্‌ছে না!

(বিজ্‌লীর প্রবেশ)

বিজ। ও দাগ কি সহজে উঠ্‌বে মনে ক'রেছ? সপ্তসমুদ্রের জল ঢেলে দিলেও ও দাগ উঠ্‌বে না, হাত পুড়িয়ে হাতের ছাল তুলে ফেল্লেও ও রক্তের দাগ উঠ্‌বে না।

বন। কে, বিজ্‌লী?

বিজ। বিজ্‌লী ভিন্ন তোমার কাছে আসে, তোমার সঙ্গে কথা কয়,—মেবারে আজ এমন সাহস কার আছে, রাণা!

বন। কি ব'ল্‌ছিস্ বিজ্‌লী?

বিজ। যা' সত্য তাই ব'ল্‌ছি। বাবা, কি ক'রে একবার ভেবেছ?

বন। কি ক'রেছি ?

বিজ। কি ক'রেছি! এঁ্যা, অম্লান বদনে ব'ল্লে কি ক'রেছি! বাবা, পশুতেও যে এমন কাজ ক'র্ত্তে পারে না! একটা প্রেরণা, একটা বিবেক তাদেরও যে বাধা দেয়! কিন্তু তুমি কি ক'ল্লে বাবা! একটু হাত কাঁপ্‌লো না! মনুষ্যত্ব এ পাপ ইচ্ছার টুঁটি টিপে ধ'র্ত্তে পার্লে না! বিবেক, এ পৈশাচিক কার্য্যের অন্তরায় হ'ল না!

বন। বিজ্‌লী, তুই ছেলেমানুষ, রাজনৈতিক ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাস্‌নি—মাথা ঠিক রাখ্‌তে পার্ব্বি না, গুলিয়ে ফেল্‌বি। রাজনীতি বড় কঠিন, বড় দুর্ব্বোধ্য। তার মধ্যে প্রবেশ কর্ব্বার চেষ্টা ক'রিস্ নি। তোর সাম্রাজ্য হাসি, খেলা, গান, গল্প। তুই তাই নিয়েই থাক্। তার গণ্ডীর বাইরে আসিস্ নি—জীবন মরুভূমি হ'য়ে যাবে।

বিজ। হ'তে পারে রাজনীতি বড় কঠিন—আমি বুঝ্‌তে পারি না। কিন্তু তুমি বল দেখি বাবা, কোন্ রাজনীতিতে নরহত্যার বিধান আছে ?

বন। কেন, তুই তো গীতা প'ড়েছিস্। তোরা তো ব'লিস্ গীতা স্বয়ং ভগবানের উক্তি—তা'তে কি লেখা আছে ?

বিজ। কি লেখা আছে! গভীর নিশীথে ঘুমন্ত মানবকে এই রকম নৃশংসের মত হত্যা করা! গীতা প'ড়েছ! ভাল ক'রে যদি একবার গীতাখানা প'ড়্‌তে তাহ'লে এ হীন কার্য্যে তোমার প্রবৃত্তি আস্‌তো না।

শীতল। বনবীর, আমি তোমাকে বরাবর ব'লে এসেছি মেয়ে-ছেলেকে লেখাপড়া শিখিও না—ধেই ধেই ক'রে নাচ্‌বে৷ এখন তো দেখ্‌ছো সেদিনকার সেই রক্তের ডেলাটা এসে তোমাকে উপদেশ দিচ্ছে।

বিজ। ভুল হ'য়েছে, তোমার মত সর্ব্বনাশিনী হ'তে পারিনি। ছেলে খুন ক'রে এসেছে—তুমি মা, কাছে এসে, হেসে হেসে তার হাত ধুইে

দিচ্ছো! বলিহারি তোমাকে দাদী! তোমার মত আর দুটি চারটি মা থাকলে উৎসন্নের পথে যেতে এ পৃথিবীর বেশী বিলম্ব হয় না।

শীতল। বনবীর, দেখ্‌ছো তোমার মেয়ে আমাকে কিরূপ অপমান ক'চ্ছে।

বন। বিজ্‌লী, যা' ব'ল্‌তে চাস্‌ আমাকে বল্‌। আমার মাকে কোনো কথা ব'লিস্‌ নি। প্রাণ থাক্‌তে মার অপমান সহ্য ক'র্ত্তে পার্ব্বো না। মার অপমানের প্রতিশোধ নিতে, মাকে রাজমাতার সম্মান দিতেই আজ এই কার্য্য ক'রেছি। আমার মার অপমান ক'রিস্‌ নি বিজ্‌লী, মাকে দেবীর মত ভক্তি ক'র্ব্বি।

বিজ। তোমার মা—তুমি ক'র—আমি পার্ব্বো না। অন্তরের ভাব গোপন ক'রে, আমি এ পিশাচীকে ভক্তি ক'র্ত্তে পার্ব্বো না।

বন। বিজ্‌লী—(ছুরী বাহির করিল)

বিজ। কি, আমাকে হত্যা ক'র্ব্বে! কর বাবা, হত্যা কর। আমার রক্ত দিয়ে রাণাবংশের রক্ত ধৌত কর।

শীতল। (বনবীরের হস্তধারণ করিয়া) বনবীর, উন্মত্ত হ'য়ো না। চল বাবা, ঘরে চল।

(শীতলসেনী ও বনবীরের প্রস্থান)

বিজ। ওঃ, কি হ'ল! ভগবান্‌ কি ক'র্লে! আমার যে ডাক্‌ ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে হ'চ্ছে।

তৃতীয় দৃশ্য।

বেরীশ নদীর নিভৃত তীর।

(একটি বৃক্ষতলে সুদর্শন উপবিষ্ট, সম্মুখে ঝুড়িটি রক্ষিত)

সুদ। এখনও আস্‌ছে না কেন! কি হ'ল! ছেলে নিয়ে কি তবে পান্না পালিয়ে আস্‌তে পার্লে না! তাহ'লেই তো মুস্কিল! আমি একা কি ক'র্ব্বো! ভয়ে গা ছম্ ছম্ ক'চ্ছে! উঃ, কি অন্ধকার! গুরুবল এখনও কুমার নিদ্রিত; জাগ্‌লে যে কি বিপদেই প'ড়্‌বো, তা' ভগবানই জানেন! ওকি, কিসের শব্দ! ঐ বুঝি পান্না আস্‌ছে। কই, না! শুক্‌নো পাতার ওপর দিয়ে বোধ হয় কোনো জন্তু জানোয়ার চ'লে গেল! তাইতো, বড় যে ভয় ক'চ্ছে!

(সত্যস্নাতা পান্নার প্রবেশ)

পান্না। সুদর্শন!

সুদ। (ভীত ভাবে) পান্না?

পান্না। একি, অমন ক'চ্ছো কেন, ভয় পেয়েছ?

সুদ। বড্ড ভয় পেয়েছি, পান্না! অন্ধকারে তো কিছুই দেখ্‌বার বো নেই; তারপর কোথাও ক'চ্ছে কট্ কট্, কোথাও ক'চ্ছে খুট্ খুট্, কোথাও হ'চ্ছে গোঁ গোঁ, কোথাও হ'চ্ছে শোঁ শোঁ—এতক্ষণ যে কি ক'রে কাটিয়েছি তা' মা ভবানীই জানেন। তুমি আর খানিকক্ষণ না এলেই আমি বোধ হয় ভয়ে ম'রে যেতুম্!

পান্না। ছি, সুদর্শন! তুমি না পুরুষ মানুষ! পুরুষের এত ভয়! যাক্, এখন উদয় কোথা'! বেশ ঘুমোচ্ছে? একবারও জাগে নি?

সুদ। না, সেইটুকুই গুরুবল। কুমার জাগ্‌লে যে আমি কি বিপদেই প'ড়্‌তুম্ তা' ভগবানই জানেন!

পান্না। দেখিস্ মা ভবানি! আর একটু রক্ষা ক'রিস্, চিতোরের মধ্যে যেন বাছার ঘুম্ না ভাঙ্গে।

সুদ। পান্না, তোমার কাপড় চোপড় এ রকম ভিজে কেন? তোমার ছেলে কই?

পান্না। (পূর্ব্বাপেক্ষা গম্ভীর হইয়া) তার জন্য চিন্তা নাই সুদর্শন, তাকে বেশ নিরাপদ স্থানে রেখে এসেছি।

সুদ। কি ব'ল্‌ছো পান্না, কিছুই বুঝ্‌তে পার্চ্ছি, না। সহদেবকে কোথায় রেখে এলে?

পান্না। খুব নিকটে। দেখ্‌বে সুদর্শন! দেখ্‌বে? না না, এখন আর দেখে কাজ নেই; এখন চল, শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর পা চালিয়ে চল, উদয়কে রক্ষা ক'র্ত্তে হবে।

সুদ। পান্না, আমার বড় ভয় হ'চ্ছে। তোমার চক্ষু লাল হ'য়েছে, সর্ব্বাঙ্গ ভিজে গেছে। বল পান্না, কি ক'রে তুমি ছেলেকে নিয়ে পালিয়ে এলে? বনবীর, কুমারকে হত্যা ক'র্ত্তে আসে নি? (হঠাৎ পান্নার বক্ষঃস্থল দেখিয়া) একি পান্না, তোমার বুকের কাপড়ে রক্ত কেন? পান্না, পান্না, দোহাই পান্না, লুকিও না। শীগ্‌গীর বল, তোমার ছেলে কৈ?

পান্না। তার কথা আর আমাকে কেন জিজ্ঞাসা ক'র্চ্ছ সুদর্শন! ঐ দেখ (বলিয়া মুখ নত করিল; পট পরিবর্ত্তন—বনমধ্যে জ্বলন্ত চিতা; সুদর্শন একদৃষ্টে চিতার দিকে চাহিয়া রহিল)

(পুনরায় পুর্ব্ব দৃশ্য)

সুদ। পান্না!

পান্না। কি সুদর্শন?

সুদ। তুমি কে?

পান্না। আমি রাক্ষসী!

সুদ। তুমি দেবী! তোমার পায়ের ধূলো দাও, আমার জীবনটা পবিত্র হ'ক্।

পান্না। কি কর, কি কর, সুদর্শন! আমি মহাপাপিনী, আর আমার মাথায় পাপের বোঝা চাপিয়ে দিও না।

সুদ। তুমি পুণ্যাত্মা কি পাপিনী—আমি মূর্খ্যু, সে বিচার কর্ব্বার শক্তি আমার নেই, পান্না! তবে আমার ইচ্ছে হ'চ্ছে ভবানী ঈশানীকে পূজো না ক'রে তোমার পায়ে ফুল বিল্বিপত্তর ঢেলে দিই।

পান্না। ছি, ও কথা ব'ল্তে নেই।

সুদ। পান্না, তোমায় বল্বার আর আমার কিছু নেই।

পান্না। আচ্ছা, চল, সুদর্শন, এখানে আর মিছে দেরী ক'রে কাজ নেই। প্রভাত হ'লে উদয়সিংহকে রক্ষা করা একটু কঠিন হ'য়ে প'ড়্বে।

সুদ। কুমারের রক্ষার জন্য আর ভাবনা নেই, পান্না! তুমি যখন কুমারকে রক্ষা কর্ব্বার জন্য নিজের ছেলেকে বলি দিয়েছ, তখন জেনো, কুমার রক্ষা পেয়েছে।

পান্না। তোমার কথাই সত্য হ'ক্। চল, পা চালিয়ে চল। আবার রাতারাতি ফিরে আস্তে হবে; নইলে বনবীর সন্দেহ ক'র্ত্তে পারে।

সুদ। ও! রাক্ষস বনবীর! দেখে যা' কি ক'রেছিস্! এই নাও পান্না, তুমি আমার উষ্ণীষটা গায়ে চাপা দাও। বুকের রক্ত দেখে আবার কেউ সন্দেহ ক'র্ব্বে।

(উভয়ের প্রস্থান)

—•—

চতুর্থ দৃশ্য।

ডুন্গারপুর—বিলাস ভবন।

ঐশকর্ণ, পারিষদগণ ও নর্ত্তকিগণ।

(নর্ত্তকিগণের গীত)

(এমন) আঁধার গভীর শর্ব্বরী !
নীরব চারিধার—সুপ্ত নরনারী শয়নোপরি।
(শুধু) ঝিল্লিমন্দ্র-মুখরিত কুঞ্জে,
থেকে থেকে পিক পাপিয়া পুঞ্জে,
শিহরি' পরাণ, গেয়ে ওঠে গান,
পিয়া পিউ পিয়া পিউ করি'।
এ হেন নিশাতে, প্রেমের তৃষাতে
আকুল বঁধুয়া ভাসি' আঁখিজলে,
লুটাবে কি তুমি শয়ন-তলে,
তপ্ত বিরহ হৃদয়ে ধরি' !
তাইতো এসেছি মোরা, ল'য়ে প্রেম-সুধা-ধারা,
যতনে পিয়াব তোমা' কণ্ঠ ভরি'।

ঐশ। বাহবা কি বাহবা পেয়ারী ! কেয়াবাৎ ! ঢাল, ঢাল, সরাব ঢাল। (পারিষদগণ তাড়াতাড়ি মদ্য ঢালিয়া মুখের নিকট ধরিল)

সকলে। এই যে, এই যে, আসুন—

ঐশ। না, তোমাদের হাত বড় কড়া, ও হাতে সরাব ঢাল্‌লে ওর তার থাক্‌বে না। দাও তো পেয়ারী, তোমরা এক পাত্তর। (নর্ত্তকিগণ মদ্য ঢালিয়া দিল) আঃ, আঃ, কেয়া তোফা ! কেয়া বড়িয়া !

প্রথম পা। যেন আঙ্গুরের চাট্‌নী, না রাওলজী ?

দ্বিতীয়। দুর মনোক্কার সরবৎ, না হুজুর ?

তৃতীয়। দূর, পেস্তার হাপসী, না জনাব?

ঐশ। তোমাদের মাথা!

প্রথম। আজ্ঞে না হুজুর, তা হ'লে আপনার গলা দিয়ে এমন টুক্ ক'রে গ'লতে পার্ত্তো না তো—

ঐশ। কি, আমার কথার ওপর কথা!

প্রথম। আজ্ঞে সেকি? আপনার কথা শেষ হ'লে তবে—

ঐশ। আমার কথার শেষ হ'য়েছিল! শুন্‌ছো হা, শুন্‌ছো হা, এ বেল্লিক বলে কি! কথা কয়বার পরও দুঘণ্টা আমার কথার রেস্ থাকে।

দ্বিতীয়। গাধা, গাধা, রাওলজী, গাধা—

প্রথম। রাওলজী! আপনাকে গাধা ব'ল্‌ছে।

ঐশ। তোমার কি! এই, খুব বল,—ওকে শুনিয়ে শুনিয়ে বল। বেল্লিক বলে কি না আমার কথার শেষ হ'য়েছে—

তৃতীয়। আজ্ঞে, তা' কি হ'তে পারে! আপনি হ'লেন রাওলজী,—এত বড় ডুন্‌গারপুর আপনার মুটোর মধ্যে—

ঐশ। হা হা হা হা, এ কারুর ঠেঙ্গে ঠকিয়ে নিই নি, যুদ্ধ ক'রে নিইনি, রাণা সঙ্গ আমার বাবাকে দিয়েছিল—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ এ আমার পৈতৃক সম্পত্তি। যুদ্ধ ক'রে লোকের বিষয় কেড়ে নোব? সে রকম অভদ্দর আমি নই।

প্রথম। নিশ্চয়, নিশ্চয়, সেকি ভদ্দর লোকের কাজ!

দ্বিতীয়। যুদ্ধ হাঙ্গামা, ও সব ডাকাতেই ক'রে থাকে—

তৃতীয়। ভদ্দরলোকে মেয়েমানুষের মুখে দুখানা গান শুন্‌লে—একটু সরাব খেলে—

দ্বিতীয়। দু'পাঁচজন ইয়ার বন্ধুকে খাওয়ালে—

প্রথম। তবে না ভদ্দর লোক!

ঐশ। কেমন, আমি সেই রকম করি না?

দ্বিতীয়। আপনি! আপনার মত খাঁটি ভদ্দরলোক মেবারে—

প্রথম। শুধু মেবারে কেন, দুনিয়াতে কজন আছে!

ঐশ। সংসারে এই-ই থাক্‌বে, আর সবই যাবে,—কি বল?

তৃতীয়। সে আর ব'ল্‌তে!

ঐশ। আচ্ছা, আর একখানা গান চ'লুক্। গাও তো সেই গান খানা,—কি নলিনী ফলিনী—

(নর্ত্তকিগণের গীত)

নলিনী মলিনী রজনী এলে,
কুমুদিনী বিষাদিনী রজনী গেলে।
মোরা রমণী, দিবস রজনী,
হাসি মোদের অধরে খেলে।
অঙ্গে লাবণ্যজল নিতি করে ঢল ঢল,
আঁখিকোণে কামানল রেখেছি জ্বেলে।
চ'লে যাই মোরা, চমকে চপলা,
কথা কই, তাহে, বিশ্ব বিভোলা,
হেসে চাই যদি, ত্রিলোক শিহরে,
কত রাজা মহারাজা চরণে ধরে,
রাজ্য বিভব ফেলে।

সঙ্গীতকালে পান্না ও সুদর্শনের পার্শ্বস্থিত উদ্যান মধ্যে প্রবেশ ও বিলাসভবনের বাতায়নের দিকে চাহিয়া চুপি চুপি কথা কহিতে কহিতে প্রস্থান; সঙ্গীতশেষে ঐশকর্ণ বলিয়া উঠিল "বহুৎ আচ্ছা বিবিজান!"

(ধীরে ধীরে অবগুণ্ঠিতা পান্নার প্রবেশ)

ঐশ। কে বাবা, বড়াইবুড়ীর মত আগাপাশতলা মুড়ি দিয়ে কে বাবা তুমি ?

প্রথম পা। এঁ্যা, কে তুমি ? কে তুমি ? রাওলজী, কথা কয় না যে—

ঐশ। পেত্নী না কি ?

দ্বিতীয়। এঁ্যা! বলেন কি! দোহাই বাবা পেত্নী, স'রে পড়—এখানে কেউ আইবুড়ো ছেলে নেই,—আমাদের সব বিয়ে হ'য়ে গেছে।

পান্না। (অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া) আমি বিপন্ন হ'য়ে এখানে এসেছি—আপনারা আমার সঙ্গে ব্যঙ্গ ক'র্বেন না।

ঐশ। বাহবা কি বাহবা! এ যে ছাইচাপা আগুন! মেঘঢাকা রদ্দুর! এ যে সাত রাজার ধন মাণিক! কি চোক্, কি মুখ, কি নাক—

প্রথম। কি কাণ!

দ্বিতীয়। কি দাড়ী!

তৃতীয়। কি থুঁত্নি!

ঐশ। আহা! সুন্দরি, তোমার অসীম অনুগ্রহ—

পান্না। ভগবান্, এ কি ক'র্লে! এ আমায় কোথায় নিয়ে এলে!

ঐশ। কেন, বেশ ভাল জায়গায় এসেছ তো বিবি! বোস, বোস—একটু জিরোও—(হস্তধারণ করিবার চেষ্টা)

পান্না। রাওলজী! কার সঙ্গে কথা কইছেন—জানেন ?

ঐশ। আহা, তা আর জানি না! নেশা ক'রেছি ব'লে কি মেয়ে মানুষ পুরুষমানুষ চিন্তে পারি না!

পান্না। ওঃ! সামন্তরাজ, তোমাদের এতদূর অধঃপতন হ'য়েছে! রাণা সঙ্গের মেবার—বীরত্বের, মনুষ্যত্বের, সভ্যতার লীলাভূমি মেবার—

যেখানে রমণী,—রাজরাণী থেকে ভিখারিণী পর্য্যন্ত দেবীর মত ভক্তি পেয়ে এসেছে,—আজ সেই মেবারে রমণীকে এত হেয় মনে ক'র্চ্ছ? তোমাদের পতনের আর বেশী বিলম্ব নেই! তোমাদের রাজা বেশ্যাপুত্র—তোমরা বেশ্যার দাস!

ঐশ। পাপীয়সি! কি ব'ল্ছিস্! রাণা সঙ্গের পুত্রকে বেশ্যাপুত্র ব'ল্ছিস্!

পান্না। আশ্চর্য্য! কে দেশের রাজা সে সংবাদও বুঝি তোমরা রাখ না?

ঐশ। কেন, রাণা তো বিক্রমজিৎ—

পান্না। কাল ছিলেন বটে, কিন্তু আজ,—তিনি সংসারের পরপারে। বক্ষের রক্তে ঘাতকের তীক্ষ্ণ অস্ত্র রঞ্জিত ক'রে মহারাণা মহাঘুমে নিদ্রিত হ'য়েছেন।

ঐশ। এ্যাঁ, কে তুই? কি ব'ল্ছিস? রাণা হত হ'য়েছেন? কে তাঁকে হত্যা ক'র্লে? (পারিষদ ও নর্ত্তকিগণের প্রতি) তোমরা এখন যাও। (পান্না ও ঐশকর্ণ ব্যতীত সকলে চলিয়া গেলে ঐশকর্ণ পুনরায় পান্নাকে বলিল, "এ্যাঁ, কে তাঁকে হত্যা ক'র্লে"?

পান্না। বনবীর,—যিনি এখন মেবারের রাণা।

ঐশ। এ্যাঁ, বনবীর রাণা! সে বিক্রমকে হত্যা ক'রেছে! কি সর্ব্বনাশ! সে তো কমলমীরে ছিল—রাণাকে কি ক'রে হত্যা ক'র্লে!

পান্না। রাণা বিক্রমের উদ্ধত-প্রকৃতির জন্য সামন্তরা তাঁর উপর ক্রুদ্ধ হ'য়ে আজ প্রভাতে তাঁকে সিংহাসনচ্যুত ক'রে বনবীরকে রাণা করেন। উঃ, কি নিয়তি! প্রভাতে রাজ্যহারা হ'লেন, নিশার প্রথম প্রহর শেষ হ'তে না হ'তেই ইহজীবনের লীলা অবসান হ'য়ে গেল!

ত্রৈশ। কে তুই, তুই এত কথা কি ক'রে জান্‌লি ?

পান্না। রাওলজী, কখনও পান্নার নাম শুনেছিলেন? আমি সেই রাজধাত্রী পান্না।

ত্রৈশ। এঁ্যা, এঁ্যা! আমায় ক্ষমা কর পান্না, আমি তোমায় চিন্‌তে না পেরে তোমার প্রতি অনেক অকথ্য ভাষা প্রয়োগ ক'রেছি ; আমায় ক্ষমা কর পান্না !

পান্না। রাওলজী, আমি দাসী—আমি আপনাকে কি ক্ষমা ক'র্ব্বো! যদি আপনার অনুতাপ হ'য়ে থাকে, তাহ'লে আপনি মানুষ হ'তে চেষ্টা করুন, অপর স্ত্রীলোক দেখ্‌লে ভবিষ্যতে তার সঙ্গে আর এ রকম ব্যবহার ক'র্ব্বেন না।

ত্রৈশ। পান্না, তুমি আমার শিক্ষাদাত্রী জননী। তোমার শিক্ষা গ্রহণ ক'র্ব্বো। আমি মানুষ হ'তে চেষ্টা ক'র্ব্বো। তবে একদিনে হবে না—আমি এ পথে অনেকটা অগ্রসর—

পান্না। একদিনে না হয়, দশদিনে হবে,—দশদিনে না হয়, দশ বছরে হবে। এখন আমার কথা শুনুন—

ত্রৈশ। কি বল ?

পান্না। রাণাসঙ্গের শিশুপুত্র উদয়সিংহকে পাছে বনবীর হত্যা করে, সেই ভয়ে আমি তাকে নিয়ে পালিয়ে এসেছি। আপনি তাকে আশ্রয় দিন—রাণা সঙ্গের বংশ রক্ষা করুন।

ত্রৈশ। কই, কোথায় কুমার ?

পান্না। একজন বিশ্বস্ত ভৃত্য তাকে নিয়ে আপনার উদ্যানে অপেক্ষা ক'চ্ছে, আপনি আশ্বাস দিলে আমি তাকে নিয়ে আসি।

ত্রৈশ। (কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া) দেখ পান্না, আমার আশ্রয় নিরাপদ হবে না। আমি চরিত্রহীন, সুতরাং আমার মানসিক বলের সম্পূর্ণ

অভাব। আমার কাছে কুমার আছে—বনবীর যদি কোনোক্রমে একবার সন্ধান পায়, আমায় সবংশে ধ্বংস ক'র্ব্বে। আমার ক্ষমতা নাই যে আমি তার বিক্রম প্রতিরোধ ক'র্ব্বো।

পান্না। তবে আমায় অন্যত্র চেষ্টা দেখ্‌তে হবে?

ঐশ। কি ক'র্ব্বো! আমার একান্ত ইচ্ছা যে কুমারকে আশ্রয় দিই; কিন্তু,—তুমি এক কাজ কর পান্না, এই আরাবল্লীর পথ ধ'রে বরাবর চ'লে যাও, ভীলেদের আবাস দেখ্‌তে পাবে; আমার বোধ হয় তাদের আশ্রয় কুমারের পক্ষে সম্পূর্ণ নিরাপদ। চল, আমি তোমায় খানিকদূর এগিয়ে দিচ্ছি—

পান্না। (দীর্ঘনিঃশ্বাস সহ) না, আপনাকে আর কষ্ট ক'র্ত্তে হবে না।

ঐশ। না, না, চল, চল।

(উভয়ের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

আরাবল্লী—গিরিসঙ্কট।

(গাহিতে গাহিতে মাহু ও অন্যান্য ভীল নরনারীগণের প্রবেশ)

(গীত)

সীতারাম সীতারাম ফুকার্ না সীতারাম!
আঁধার আশ্‌মান্ সাফাই হোতা, লেনা রঘুরাম্‌কি নাম।
পেঁড় কি পত্তর হাওয়া'মে ডোলে,
পেঁড় পর্ বৈঠ্‌কে চিড়িয়া বোলে,
ছোড়্‌কা বিছ্‌না, খোল্‌না নয়না, বোল্‌না সীতারাম।

(পান্না, সুদর্শন ও উদয়সিংহের প্রবেশ)

পান্না। বাবা, আমাদের রক্ষা কর।

মান্থু। আরে তোরা কে রে ?

পান্না। বাবা, তোমাদের অপেক্ষাতেই আমরা এখানে দাঁড়িয়ে আছি।

মান্থু। কেনো মায়ি, হামাদের তুহার কোন্ দরকার আছে ?

পান্না। বাবা, আমরা বড় বিপদে প'ড়েছি।

মান্থু। বিপদ্! তুহার কোন্ বিপদ আছে মায়ি? বোল্, জলদী বোল্; হাম্মি সব ভীললোক তুহার আস্তে জান্ দেবে। বোল্ মায়ি, তুহার কোন্ বিপদ আছে ?

পান্না। তবে শোন সর্দ্দার—একটু আড়ালে এস, আমি ব'লছি।

(পান্না ও মান্থুর কিঞ্চিৎ দূরে গমন ও চুপি চুপি কথোপকথন)

মান্থু। হা হা জগদীশ! এ তুহার কেমন্ কাজ হ'ল! আহা, হা! রাণা সঙ্গজীকা লেড়্কাকা এইসা হাল্ কর্ দিয়া! আহা, চাঁদাপানা লেড়্কা! লেকিন্ ধাই, হামাদের ঘরে এ বাচ্চাকো বড্ড তকলীফ হ'বে। ভাল ভাল বিছ্ওয়ানা মিল্‌বে না, ভাল খানা পিনা দেনে সেক্‌বো না। হামিলোক চাম্‌কো বিছ্ওয়ানা পর্ নিদ্ যাতা; শীকার মে যো জানোয়ার মিল্‌তা, ওহি থোড়া আগ্‌মে পুড়াকে খাতা। রাজার বেটা তো এ সব সহি ক'র্ত্তে পার্ব্বে না ধাই, দু রোজ্‌মে মর্ যাবে; তুহার এতোটা কোশিশ্ সব বর্‌বাদ্ হ'বে।

পান্না। সর্দ্দার, তুমিও বিরূপ হ'লে? তবে আর কোথায় যাবো! রাজকুমারকে কি তবে রক্ষা ক'র্ত্তে পার্‌লুম্ না! রাণা সঙ্গের নির্ব্বংশ হওয়াই কি তবে ভগবানের অভিপ্রেত! কুমারকে রক্ষা কর্ব্বার জন্য—আমার হৃদয়-পাদপের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কুসুম,—যাকে প্রস্ফুটিত কর্ব্বার জন্য দিনরাত্রি অক্লান্তভাবে দেহের সমস্ত রুধির ঢেলেছি,—সেই আমার

সর্ব্বোৎকৃষ্ট কুসুমটিকে পদদলিত ক'র্ত্তে নির্ম্মম হ'য়ে দানবের পায়ের তলায় ফেলে দিয়েছি—তবুও কি আমার রাজা রক্ষা হবে না!

মাহু। রাজা রক্ষা হ'বে না? রাজা তুহার রাজা,—হামাদের রাজা নেই?

পান্না। তবে, তোমরা তাকে তোমাদের আশ্রয়ে রাখ্‌তে চাইছো না কেন?

মাহু। হামি রাজাকে ভাল আশ্রা দিবে—ভাল আশ্রা দিবে। শোন্ ধাই, কম্বল্‌মীর্‌কা নাম শুনেছিস্?

পান্না। কমলমীর? শুনেছি।

মাহু। ইথান্ থেকে ও থোড়া দূর আছে। ঐ কম্বল্‌মীর্‌মে আশা শা ব'ল্‌কে এক জৈন্ আছে,—ও বড্ড ভাল আদ্‌মী। উহার কাছে চল্ ধাই, হামি ভি তুহার সাথে যাচ্ছে; হামি উহারে সব কথা বলিয়ে দেবে, ওহিখানে রাজার বেটাকে রাখিয়ে দেবো। বেশ খাসা থাক্‌বে। হামিলোক সব রোজ রোজ যাকে, রাজাকে দেখিয়ে আস্‌বে।

(পান্নার চিন্তা)

মাহু। ধাই, তু কি ভাব্‌ছিস্! চল্, বিহান্ হ'য়ে গেল, আশ্‌মান্‌মে সুরজ ঝিক্‌মিক্ ক'র্ত্তে লাগ্‌লো। চল্ ধাই, বেলা হ'লে রাজার লেড়্‌কাকো ব'ড় তক্‌লীফ্ হ'বে।

পান্না। তবে, চল সর্দ্দার।

মাহু। এ—বে, তোরা কাম্‌মে যা'। হামি কম্বল্‌মীর্‌মে যাবে। থোড়ি দের্ আ-কে তুঁহুলোক্‌কি সাথ্ ভেট্ ক'র্ব্বে। (সীতারাম সীতারাম ইত্যাদি গাহিতে গাহিতে ভীলনরনারীগণের প্রস্থান)

মাহু। চলিয়ে মায়ি, চলিয়ে। (সকলের প্রস্থান)

—

ষষ্ঠ দৃশ্য।

চিতোর—রাজপ্রাসাদের প্রাঙ্গণ

(যশোবর্ম্ম, সহিদাস, জগমল, সঙ্গ, পৃথ্বীরাজ ও অখিলরাও)

জগ। বনবীরের এই কাজ! দুঃখিত হবেন না মন্ত্রিবর, আপনার কথাটা বেশ বিশ্বাস হ'চ্ছে না।

যশো। বিশ্বাস না কর—নাচার!

জগ। বিশ্বাস করি কি ক'রে! কাল প্রভাতে তাঁকে সিংহাসন দেবার জন্য সর্দ্দারমণ্ডলী কত অনুরোধ ক'রেছিল, কিছুতেই তিনি রাজী হন্‌নি। আমরা শুধু জোর ক'রে না তাঁকে সিংহাসনে ব'সিয়েছি। কাল রাণার জন্য কত দুঃখ, কত খেদ জানিয়েছিলেন, আর আজ তাঁকে হত্যা ক'র্‌লেন! আপনি যদি ব'ল্‌তেন রাণা, বনবীরকে হত্যা ক'রেছেন, তা' হ'লে বরং কথাটা বিশ্বাস ক'র্ত্তে পার্ত্তুম্‌। রাণা সিংহাসনচ্যুত—বনবীর সেই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত; এ স্থলে কে কার হত্যাকারী হওয়া সম্ভব—তোমরাই সে বিষয়ে বিচার কর। একটা হত্যা হ'য়েছে নিশ্চয়। কিন্তু, আমার বোধ হয়, হত ও হত্যাকারীর মধ্যে আপনি গোলমাল ক'রে ফেলেছেন।

যশো। হবে! অত্যন্ত বৃদ্ধ হ'য়েছি, কাজেই স্মরণশক্তির অভাব হ'য়েছে! রাওসাহেব, অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে, স্বর্গাদপি গরীয়সী মেবারের সিংহাসনে বেশ্যাপুত্রকে ব'সিয়েছ, নন্দন-কাননে বিষতরু রোপণ ক'রেছ; বিষগাছে ফল ধ'রেছে। আর বেশী বিলম্ব নেই, রাওসাহেব, এ ফল অচিরেই তোমাদেরও ভক্ষণ ক'র্ত্তে হবে।

সঙ্গ। আমরা যদি ভক্ষণ না করি—

পৃথ্বী। জোর ক'রে ভক্ষণ করাবে,—কি বলেন মন্ত্রিবর!

যশো। ব্যঙ্গ ক'চ্ছ?—বেশ কর।

সঙ্গ। সে কি, আপনার সঙ্গে ব্যঙ্গ ক'র্ত্তে পারি! আপনি হ'লেন—

যশো। আর কাজ কি! তোমরা আমার অধীন কর্ম্মচারী নও,—আমাকে এত খাতির দেখাবার প্রয়োজন কি?

সঙ্গ। আজ্ঞে, সে কি কথা! আপনি হ'লেন মেবারের প্রাচীন মন্ত্রী—আপনাকে খাতির ক'র্ব্বো না!

যশো। হ্যাঁ, ক'র্ব্বে বই কি! দু দশ ঘা দিয়ে ক'র্ত্তে পাল্লে আরও ভাল হ'ত।

অখিল। ছিঃ, আপনি বিজ্ঞ,—এ সব বাচালদের কথায় আপনি ক্রুদ্ধ হবেন না। যুবক, তোমরা নিরস্ত হও; উদ্ধত হ'য়ো না, মানীর সম্মানে আঘাত ক'র না। এই ঔদ্ধত্যের জন্যই, মানীর মর্য্যাদা না রাখার জন্যই না রাণা বিক্রমজিৎকে সিংহাসনচ্যুত করা হ'য়েছিল? পরকে শাস্তি দেবার আগে একবার ভাবা উচিত, সেই শাস্তি তুমি পাবার যোগ্য কি না। মন্ত্রিবর, বনবীর যদি হত্যাকারী হয়, তাহ'লে তাকে সিংহাসনে রাখ্‌বার প্রয়োজন কি! কি বল, সহিদাস!

সহি। নিশ্চয়! রাণাকে শিক্ষা দেবার জন্যই, অত্যাচার-স্রোত প্রতিহত কর্ব্বার উদ্দেশ্যেই তাকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা হ'য়েছে; সে যদি সেই অত্যাচার স্রোত রোধ না ক'রে, দ্বিগুণমাত্রায় বাড়িয়ে তোলে, তাহ'লে তাকে নিয়ে আমাদের লাভ কি! একটা অত্যাচার আমাদের গা' সওয়া হ'য়েছিল, তার পরিবর্ত্তে আমরা তো আর নূতন অত্যাচার চাইনি!

জগ। তোমরা কি ক'র্ত্তে চাও?

অখিল। যদি প্রমাণ হয়, বনবীর রাণা বিক্রমজিৎকে হত্যা ক'রেছে,

তাহ'লে এই দণ্ডে তাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে,—সেই সিংহাসনে শিশু উদয়সিংহকে বসাবো।

যশো। হা অদৃষ্ট! রাওসাহেব, বনবীর তাকেও হত্যা ক'রেছে।

জগ। এঁ্যা, কি ব'ল্‌ছেন্? উদয়কে—

অখিল। এঁ্যা, এক সঙ্গে রাজহত্যা!—শিশুহত্যা!

(বনবীরের প্রবেশ)

সকলে। বন্দেগি রাণা!

বনবীর। আপনারা এখানে? আশা করি কাল্‌কের দুর্ঘটনার বিষয় সব শুনেছেন।

জগ। একটা অস্পষ্ট গুজব শুনেছি বটে। আসল ব্যাপার কিছুই অবগত নই।

বন। এই জন্যই আমি রাজসিংহাসন গ্রহণ ক'র্ত্তে চাইনি, এই জন্যই আপনাদের সমবেত প্রার্থনা প্রথমে অগ্রাহ্য ক'রেছিলুম্। আমি বেশ ছিলুম্—কেন আপনারা আমার সেই সুখের স্বপ্ন ভেঙ্গে দিলেন?

অখিল। আপনার অসংবদ্ধ ভাষা বুঝ্‌তে পার্চ্ছি না।

বন। আমি নিজেই আমার নিজের অবস্থা সম্যক্ উপলব্ধি ক'র্ত্তে পার্চ্ছি না। কালকের ঘটনা বাস্তব কি স্বপ্ন, এখনও আমার বিশ্বাস হ'চ্ছে না।

অখিল। আপনি স্পষ্ট ক'রে বলুন রাণা!—ব্যাপারটা আমাদের উপলব্ধি ক'র্ত্তে দিন।

বন। শুনুন, কাল রাত্রিতে পান ভোজন সম্পন্ন ক'রে আমি আমার কক্ষে শয়ন ক'ল্লু'ম্। গভীর চিন্তায় আমার নিদ্রাকর্ষণ, হ'চ্ছিল না। আমার জীবনের অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ ভাব্‌তে ভাব্‌তে একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হ'য়ে প'ড়্‌লুম্, হঠাৎ তন্দ্রাভঙ্গে চেয়ে দেখি, রাণা

আমার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে আমায় মল্লযুদ্ধে আহ্বান ক'চ্ছে'ন। আমি তাঁকে বিরত কর্ব্বার অনেক চেষ্টা কল্লু'ম্; কিন্তু তিনি কিছুতেই শুন্‌লেন্ না—আমাকে আক্রমণ ক'ল্লে'ন—

জগ। রাণা আপনাকে আক্রমণ ক'ল্লে'ন? তারপর?

বন। কাজেই, আমি আত্মরক্ষা ক'র্ত্তে গিয়ে—

জগ। বুঝেছি আপনি নির্দ্দোষ। রাণা নিজের মৃত্যুকে নিজেই নিমন্ত্রণ ক'রে এনেছিলেন। আমি বরাবরই জানি, এ রাণার দোষ।

অখিল। উদয়সিংহকে হত্যা ক'ল্লে' কে?

বন। এঁ্যা, সেকি! উদয়সিংহকে আবার কে হত্যা ক'ল্লে'?

অখিল। আপনি জানেন না?

বন। না সামন্ত, আমি জানি না।

সহি। কিন্তু, উদয়সিংহকে হত্যা ক'ল্লে' কে?

অখিল। একটা ভাব্‌বার কথা!

জগ। আর ভাব্‌বে কি! বুঝ্‌তে পাচ্ছ' না? বিক্রমজিৎ নিজেই উদয়কে হত্যা ক'রেছে, তারপর এঁকে আক্রমণ ক'রেছিল, কৃতকার্য্য হ'লে আজ সে আবার নিষ্কণ্টকে মেবার-সিংহাসন অধিকার ক'র্ত্তে পার্ত্তো।

অখিল। তুমি উন্মাদ। বিক্রমজিৎ যাই হ'ন্—তিনি রাণা সঙ্গের পুত্র; এরূপ হীনকার্য্যে তাঁর কথনও মতি আস্‌বে না।

বন। আপনি কি আমার কথা বিশ্বাস ক'চ্ছে'ন না?

অখিল। যাক্, আর সে কথার প্রয়োজন নেই। এখন রাণা সঙ্গের পুত্রদের যা'তে উপযুক্ত সৎকার হয়, তার ব্যবস্থা করুন রাণা!

বন। আসুন, তবে। ওহো, আমার রাজত্বের সূচনাতেই এই দুর্ঘটনা হ'ল—এ অনুতাপ আমার জীবনে যাবে না। (সকলের প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য ।

কমলমীর—আশা শার বিশ্রাম কক্ষ ।

(আশা শা ও জৈনগণ ধর্ম্মচর্চ্চায় ব্যাপৃত ; একজন ভৃত্য পার্শ্বে বসিয়া আশা শাকে ব্যজন করিতেছিল)

১ম জৈন। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে যে চারযুগ।

আশা। তোমাদের ঐ কেমন দোষ! হ'চ্ছে জৈনধর্ম্মের কথা, ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের চারযুগ হ'ক্ আর চৌষট্টি যুগই হ'ক্, তাতে আমাদের দরকার কি! বল তো, বল তো হ্যা!

২য় জৈন। তাইতো।

৩য় জৈন। বটেই তো।

আশা। কি হে, বল না, প্রশ্নকর্ত্তা চুপ্ ক'রে রইলে কেন?

১ম জৈন। আজ্ঞে, জিনিস্টা বেশ সম্‌ঝে নোব না?

২য় জৈন। বটেই তো।

৩য় জৈন। বটেই তো।

আশা। তোমরাও যে ওরই কথায় সায় দিলে দেখ্‌ছি হে! তাহ'লে উনিই বলুন, আমার কাছে আস্‌বার দরকার কি।

১ম জৈন। হেঁ হেঁ, আপনি হ'লেন সাক্ষাৎ জিন্,—আপনি এরূপ নির্ম্মম হ'লে—

আশা। আমি নির্ম্মম? নাও কথা! আমি একটা খাট্‌মল্ কি চিঁউটি পর্য্যন্ত মারি না,—আমি হ'লুম্ নির্ম্মম!

ভৃত্য। অমন কথাটি কইবেন না। মহারাজ্‌জী একদিন—অনেক-দিন আগে একটা মচ্ছড় মেরে ফেলেছিলেন, তারপর থেকেই আমি এই

পাখা হাঁকানোর কাজে বাহাল হ'য়েছি। পাছে, পোকা মাকড় নাকে কাণে ঢুকে যায়, সেইজন্যে মহারাজ্‌জী দিনরাত্তির মুখে ফেট্টি বেঁধে ব'সে থাকেন, আর আপনারা বলেন কিনা—

আশা। আবার তুই অত বক্‌ বক্‌ ক'চ্ছিস্‌ কেন? মুখ বাঁধা নেই, যদি দৈবাৎ একটি ক্ষুদ্র জীব হাওয়ার সঙ্গে উড়ে এসে, তোর মুখের ভেতর প্রবেশ ক'রে মারা যায়—

১ম জৈন। যমের দূতকে তাহ'লে আবার ক্ষুদ্র শবদেহটিকে বার কর্ব্বার জন্য, তোমার মুখের মধ্যে প্রবেশ ক'র্ত্তে হবে।

ভৃত্য। (মুখে হাত চাপা দিয়া) এ্যাঁ, বল কি মশাই? আমার মুখের ভেতর যমের দূত ঢুক্‌বে! তাই বটে, মহারাজ্‌জী ঢুষ্টু গরুর মত মুখ বেঁধে ব'সে থাকেন! আমায় এদ্দিন তো কই কিচ্ছু বলেন নি! ওরে বাবারে, মুখের ভেতর যমের দুত ঢুক্‌বে! আমি এক্ষুণি চ'ল্লুম্‌,—মুখে ফেট্টি বেঁধে আসি গে'।

আশা। ওরে, দৌড়্‌ দিস্‌ নি, দৌড়্‌ দিস্‌ নি। পায়ের চাপে অনেক ক্ষুদ্র জীব ম'রে যেতে পারে।

ভৃত্য। এ তো বড় মুস্কিলে পড়া গেল! হাঁ ক'ল্লে জীব ম'র্ব্বে—পা ফেল্লে জীব ম'র্ব্বে—তাদের কি আর জায়গা নেই? আমার পায়ের তলায়, আমার মুখের ভেতর ম'র্ত্তে আস্‌বে? (দ্রুত প্রস্থান)

আশা। হাঃ, হাঃ, জিন্‌নাথ, কবে এ অর্ব্বাচীনেরা অহিংসা ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝ্‌তে পার্ব্বে! হ্যাঁ, যে কথা হ'চ্ছিল—আমাদের জৈনধর্ম্মের দুই যুগ—উৎসর্পিণী আর অবসর্পিণী।

১ম জৈন। কেন মহারাজ্‌জী?

আশা। নাও কথা, এ কথার আমি কি উত্তর দিই বলতো! তুমি একটা আস্ত গাধা।

১ম জৈন। আজ্ঞে, গাধা আমি দেখেছি,—সে তো ঠিক আমার মত নয়।

আশা। তুমি তো বড় তার্কিক দেখ্‌ছি! সকল কথায় তর্ক! এত তর্ক ক'র্লে কিছুই শিক্ষা ক'র্ত্তে পার্ব্বে না।

১ম জৈন। না মহারাজ, তর্ক করি নি—তবে—

আশা। এই তো ক'চ্ছ—এই তো ক'চ্ছ। আমি ব'ল্‌ছি তুমি তর্ক ক'চ্ছ, আর তুমি ব'ল্‌ছো "না তর্ক করি নি"—এই তো তর্ক! তর্কের কি আবার হাত পা আছে!

১ম জৈন। তর্ক কি তবে খঞ্জ?

আশা। না, এ তো বড় বেয়াড়া লোক দেখ্‌ছি! দেখ বাপু, জীবকে কোনরূপ দৈহিক বা আন্তরিক ক্লেশ দেওয়া আমাদের ধর্ম্মবিরুদ্ধ—তাই,—নইলে এখনই তোমাকে গলাধাক্কা দিয়ে বের ক'রে দিতুম্।

১ম জৈন। না মহারাজ,আর আমি কোনো কথা কইবো না; বুঝ্‌তে না পারি ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে থাক্‌বো, তবু আর কোনো কথা জিজ্ঞাসা ক'র্ব্ব না।

আশা। জিজ্ঞাসা ক'র্ব্বে না কেন, জিজ্ঞাসা ক'র্ব্বে না কেন। আগে স্থির হ'য়ে সবটা শুনে নাও, তারপর প্রশ্ন ক'র। কথা কয়বার আগে থাক্‌তেই তুমি যদি প্রশ্ন ক'র্ত্তে থাক—

১ম জৈন। না, না, আপনি বলুন না, আমি আর কোনো কথা কইবো না।

আশা। শোন, অবসর্পিণীতে কালের অবস্থা উত্তম হ'তে আরম্ভ হ'য়ে ক্রমে অধম হয়, তারপর উৎসর্পিণী যুগের আরম্ভ হ'য়ে কালের উন্নতি হয়।

১ম জৈন। কিন্তু—

২য় জৈন। আবার!

১ম জৈন। হেঁ হেঁ, ভুলে গেছি দাদা, ভুলে গেছি।

আশা। প্রত্যেক যুগে চব্বিশজন জিন্, দ্বাদশ চক্রবর্ত্তী, নয় বলদেব এবং নয় বাসুদেব আবির্ভূত হবেন।

১ম জৈন। এখন আমাদের কোন্ যুগ, মহারাজ?

আশা। অবসর্পিণী।

১ম জৈন। তারপর উৎসর্পিণী? তারপর কি এ দুনিয়া লয় প্রাপ্ত হবে?

আশা। দুনিয়া লয় হবে! লয় কর্ব্বার জন্যই কি ভগবান্ সৃষ্টি ক'রেছেন!

১ম জৈন। বুঝেছি জৈনধর্ম্মের মতে জগতের লয় নেই। হ'লে কিন্তু হ'ত ভাল,—একটা রকমফের হ'ত। উৎসর্পিণী আর অবসর্পিণী তাহ'লে চিরকালই কি নাকোদ্দোল্লার মত ঘুর্‌তে থাক্‌বে?

আশা। এই না প্রতিজ্ঞা ক'র্লে, চুপ্ ক'রে থাক্‌বে?

১ম জৈন। ভুলে গেছি—ভুলে গেছি।

আশা। প্রতিজ্ঞাভঙ্গ একটি মহাপাপ। চুরি করা, মিথ্যা কথা বলা, জীবকে বধ করা বা ক্লেশ দেওয়া, চিন্তা, বাক্য ও কার্য্যে ন্যায়পরায়ণ না হওয়া, অনুপযুক্ত আশা করা আমাদের ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ।

(মুখে ফেট্টি বাঁধিয়া ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। মহারাজ্‌জী! একটি আধাবয়সী স্ত্রীলোক, দুইটী জোয়ান্ পুরুষ, আর একটী ছোট্ট ছেলে আপনার সঙ্গে দেখা কর্ব্বার জন্য দাঁড়িয়ে আছে।

আশা। তুই যে একেবারে তাদের বংশাবলী-পত্র মুখস্থ ব'লে ফেল্লি। যা' তাদের ডেকে আন্।

ভৃত্য। (যাইতে যাইতে ফিরিয়া) আমি কেমন ফেটি বেঁধেছি—দেখেছেন ?

আশা। হ্যাঁ, দেখেছি। যা', ঐ রকম সর্ব্বদা বেঁধে রাখ্‌বি।

ভৃত্য। কিন্তু প্রাণটা যে হাঁপু হাঁপু করে, ঠাকুর জী।

১ম জৈন। ও নতুন নতুন ক'র্ব্বে। কখনও মনে হবে দম বন্ধ হ'য়ে গেছে—

ভৃত্য। এঁ্যা, বল কি! না ঠাকুর, তোমার কাছে আর আমি কাজ ক'র্ব্বো না।

আশা। যা' যা' ব'কিস্‌ নি। কে দাঁড়িয়ে আছে,—তাদের নিয়ে আয়।

ভৃত্য। না বাবা, এ ফেটি বাঁধা আমার দ্বারা পোষাবে না। এ রকম খানিকটা আর থাক্‌লেই অক্কা পেয়ে যাব। (ভৃত্যের প্রস্থান এবং কিয়ৎক্ষণ পরে পান্না, সুদর্শন, মাহু ও উদয়সিংহকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

আশা। আরে, কেও মাহু ? এঁরা তোমার সঙ্গে কে ?

মাহু। রাণা সঙ্গ্‌জীকা লেড়্‌কা—এহি উহার ধাই আছে।

পান্না। (আশা শার ক্রোড়ে উদয়সিংহকে বসাইয়া দিয়া) আপনার রাজার প্রাণ রক্ষা করুন।

আশা। এঁ্যা ? এঁ্যা ? একি ! একি !

পান্না। নির্ম্মম বনবীর এই দুগ্ধপোষ্য শিশুকে হত্যা ক'র্ত্তে এসেছিল; বাছাকে নিয়ে আমরা পালিয়ে এসেছি। সারা রাত্রি ধ'রে লোকের দ্বারে দ্বারে আশ্রয়ের জন্য ফিরেছি—কোথাও আশ্রয় পাই নি। দেবলের সিংহরাওয়ের কাছে গেছ্‌লুম, তিনি আশ্রয় দিলেন না; দুন্‌গারপুরের ঐশকর্ণ—তিনিও আমাদের অম্লান বদনে ফিরিয়ে দিয়েছেন। শেষে এই দয়ালু ভীলের সাহায্যে আপনার কাছে এসে

উপস্থিত হ'য়েছি। আমি আপনাকে মিনতি ক'চ্ছি—আপনার রাজাকে রক্ষা করুন।

আশা। এঁ্যা ? এঁ্যা ? কি ব'ল্ছো—বনবীর শত্রু ? এঁ্যা ! আমি—তা—আমি—

(কমলার প্রবেশ)

কমলা। কাপুরুষের মত তোমার একি ব্যবহার, আশা ?

আশা। মা ?

কমলা। হ্যাঁ। আমি আড়ালে দাঁড়িয়ে আগাগোড়া সব দেখেছি, সব শুনেছি। এ তোমার কিরূপ ব্যবহার, আশা ? জৈন হ'য়ে আজ শরণাগতরক্ষণে পশ্চাদ্‌পদ হ'চ্ছ ?

আশা। মা, এরা যে বনবীরের শত্রু।

কমলা। বনবীর ? সে তো অতি তুচ্ছ। এরা যদি স্বয়ং জিনদেবের শত্রু হয়, তাহ'লেও তোমার এদের আশ্রয় দেওয়া উচিত;—এরা তোমার শরণাগত। শুধু তাই নয়, রাণা সঙ্গের পুত্র—তোমার রাজা। তোমার মত সামান্য প্রজার দ্বারে আজ বিপদে প'ড়েই আশ্রয়ের জন্য এসেছেন ; ওঁকে আশ্রয় দিলে কখনও তোমার অমঙ্গল হবে না। আমি তোমার মা—আমার কথা শোন—ভাল হবে।

আশা। মা, আর ব'ল্তে হবে না। বুঝেছি আমি অন্যায় ক'রেছি। এস রাজা, আশা শার প্রাণ যতক্ষণ, ততক্ষণ তুমি নিরাপদ।

মাহু। জয় ভবানী ! জয় ভবানী ! জয় ভবানী !

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

আবু পর্ব্বতের কূটপন্থা।

চারণবেশী ঐশকর্ণ একটি শিলাতলে উপবিষ্ট।

ঐশ। কি সুযোগই হারিয়েছি! ইহকালের গর্ব্ব, পরকালের স্বর্গ মুটোর মধ্যে পেয়েও মূঢ় আমি,—কাপুরুষ আমি,—তাকে ত্যাগ ক'রেছি! এ অনুতাপ, এ মর্ম্মদাহ আমার জীবনে যাবে না। সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রেছি,—পথের ভিখারী হ'য়েছি; শান্তি পেয়েছি। কিন্তু সে শান্তির মাঝে থেকেও একটা ক্ষুদ্র কুশাঙ্কুরের মত অশান্তি নিশিদিন আমার হৃদয় ক্ষতবিক্ষত ক'রে দিচ্ছে। আজ এই দীর্ঘদিবস ধ'রে কত অন্বেষণ ক'ল্লুম্,—কুমারের সন্ধান কোথাও পেলুম্ না। যে রাজধাত্রী,—জগদ্ধাত্রীর মত এসে, আমার পাপকলুষিত নয়নসমক্ষে এক মাহেন্দ্র-যোগের জ্যোতিঃ উদ্ভাসিত ক'রে দিয়েছিল; যে দেবীর একটা কথায় আমার জীবনের পট পরিবর্ত্তন হ'য়ে গেছে,—সে দেবীরও কোনো সন্ধান ক'র্ত্তে পা'ল্লুম্ না। তড়িৎরেখার মত একবার দেখা দিয়ে, শিক্ষাদাত্রী মা আমার যে কোথায় লুকোলো—(পর্ব্বতোপরি অশ্বপদধ্বনি) একি, আবুগিরির এই কূটপন্থায় এমন সময় অশ্বারোহণে কে আসে! (অশ্বারোহণে বনবীরের পর্ব্বত হইতে অবতরণ) চমৎকার! চমৎকার শিক্ষা! অদ্ভুত আসোয়ার! এমন বন্ধুর পর্ব্বতে এইরকম ঘোড়া

ছুটোচ্ছে! না জানি সমতল ক্ষেত্র পেলে—ওকি সর্ব্বনাশ! নিম্নে যে গভীর খাৎ! (গিরিগাত্র হইতে গড়াইতে গড়াইতে অশ্বসহ বনবীরের নিম্নস্থিত খাতে পতন; ঐশকর্ণ দ্রুত গিয়া বনবীরের চোখে মুখে জল দিয়া স্বীয় উষ্ণীষ দ্বারা বাতাস করিতে লাগিল)

বন। (কিয়ৎক্ষণ পরে জ্ঞান লাভ করিয়া) একটু জল—

ঐশ। (একটি পাতার ঠোঙ্গায় তাড়াতাড়ি ঝর্ণার জল আনিয়া) এই যে, পান করুন।

বন। (জল পান করিয়া) আঃ! আমার ঘোড়া?

ঐশ। আপনি আগে স্থির হ'ন্, তারপর ঘোড়ার কথা ভাব্বেন্।

বন। আমি স্থির হ'য়েছি—আমার ঘোড়া? (উঠিবার চেষ্টা)

ঐশ। থাক্, থাক্, আপনার উঠ্তে হবে না—আমি দেখ্ছি—

(অশ্বটি কিঞ্চিৎ দূরে পড়িয়াছিল, অশ্বসমীপে ঐশকর্ণের গমন এবং অল্পক্ষণ পরেই প্রত্যাবর্ত্তন)

ঐশ। ঘোড়াটী আপনার—

বন। কি, ম'রে গেছে?

ঐশ। আজ্ঞে—হ্যাঁ।

বন। এঁ্যা! ম'রে গেল! (ব্যস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল)

ঐশ। তার আর কি ক'র্ব্বেন বলুন—উপায় নেই।

বন। যাক্, আপনি আমার যথেষ্ট উপকার ক'রেছেন;—এখন আমাকে যেতে দিন, সন্ধ্যা হ'য়ে আস্ছে।

ঐশ। চলুন, আমি আপনার গৃহ অবধি পৌঁছে দিয়ে আস্ছি।

বন। না, আমি একা বেশ যেতে পার্ব্বো, আমার আঘাত তেমন সাংঘাতিক নয়।

ঐশ। যদি আমাকে প্রয়োজন না হয়—যান।

(নেপথ্যে) কালসাপ্‌কে মুঠোর মধ্যে পেয়ে ছেড়ে দিয়ো না। বধ কর, বধ কর। এ রাজ্যচোর বনবীর।

ঐশ। এঁ্যা! তুমি বনবীর! তুমিই রাষ্ট্রাপহারক বনবীর! তুমিই রাজঘাতী বনবীর! তুমিই মেবার-নন্দন-কাননের বিষতরু! মা ভবানীই তোমাকে আমার হাতের মধ্যে এনে দিয়েছেন, আর তোমার নিস্তার নেই। প্রস্তুত হও।

(নেপথ্যে) না, না, মৃত্যুমুখ থেকে রক্ষা ক'রে মানুষকে হত্যা করা মানুষের কাজ নয়।

ঐশ। সত্য। যাও, তুমি আমার সম্মুখ থেকে দূর হও; পার তো পরে এসে আমাকে সাজা দিয়ো। (নতশিরে বনবীরের প্রস্থান)

ঐশ। এই বনবীর! বনবীরের নাম শুনেছিলুম্ মাত্র, জীবনে তো কখনও তাকে চোখেও দেখি নি। কে আমাকে ব'ল্লে, "এ বনবীর, একে বধ কর",—কে-ই বা আমাকে নিষেধ ক'র্ল্লে! কিছুই যে বুঝ্‌তে পার্চ্ছি না! এ কি একটা প্রহেলিকা! (সুদর্শন ও পান্নার প্রবেশ)

সুদ। প্রহেলিকা নয় রাওলজী, সবই সত্য। আমি বনবীরকে বধ ক'র্ত্তে ব'লেছিলুম্, ইনি নিষেধ ক'রেছিলেন।

ঐশ। কে, পান্না! তোমরা কি এইখানেই থাক?

পান্না। না রাওলজী, বনবীরের কার্য্যাবলী নিরীক্ষণ কর্ব্বার জন্য আমরা তার বিশ্বাসভাজন হ'য়ে রাজগৃহেই বাস করি।

ঐশ। তবে এমন সময়ে, এখানে?

পান্না। আজ আমরা আবুর জৈন-মন্দির দর্শন ক'র্ত্তে গেছ্‌লুম্। দূর থেকে অশ্বসহ একজন মানুষকে প'ড়ে যেতে দেখে কাছে এসেই বনবীর ব'লে চিন্‌তে পার্ল্লুম্। প্রথমে আপনাকেও বনবীরের বন্ধু ব'লে সন্দেহ ক'রেছিলুম—

ঐশ। তারপর তাকে বধ ক'র্ত্তে উদ্যত দেখেই, আমাকে বুঝি তার শত্রু ব'লে জান্‌তে পার্লে ?

পান্না। হ্যাঁ, সেইজন্য তো আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্ত্তে এসেছি। বনবীরের বন্ধু হ'লে আপনি কি আর আমাদের দেখ্‌তে পেতেন! তা' যাক্, আপনার এরূপ সন্ন্যাসীর বেশ কেন ?

ঐশ। তুমিই তো আমাকে এই বেশ উপহার দিয়েছ মা! তুমিই তো আমায় সেদিন ব'লেছিলে, "মানুষ হ'তে চেষ্টা কর"। আমি তার চেষ্টা ক'র্চ্ছি। সেইজন্যই যে বনবীরের নাম শুন্‌লে শিউরে উঠ্‌তুম্, আজ তাকে বধ ক'র্ত্তে উদ্যত হ'য়েছিলুম্! চরিত্র সংশোধনের সঙ্গে সঙ্গেই মানসিক বল ফিরে পেয়েছি। কি শুভযোগেই তোমার সঙ্গে দেখা হ'য়েছিল, মা!

সুদ। আপনার অদৃষ্টের বড় জোর, তাই এই দেবীর দেখা পেয়েছিলেন।

পান্না। ছি, ও কথা ব'ল্‌তে নেই, সুদর্শন!

সুদ। ব'ল্‌তে নেই ? যদি দিন পাই পান্না, তাহ'লে ঢাক পিটে পিটে ব'ল্‌বো ; চারণদের দলে মিশে মেবারের পাহাড়ে পাহাড়ে বেড়িয়ে তোমার কীর্ত্তিগান ক'র্ব্বো। মনিবের জন্য অনেক দাস দাসী অনেক ক'রেছে,—কিন্তু তোমার মত ছেলে বলি কেউ দিতে পারে নি।

ঐশ। একি শুন্‌ছি মা! প্রভুর রক্ষার জন্য তুমি পুত্র বলি দিয়েছ ? ধন্য, ধন্য পান্না, তোমার কীর্ত্তি অসীম।

পান্না। কালের সাগরে যে কাহিনী ডুবিয়ে দিয়েছি, আবার কেন তাকে ভাসিয়ে তুল্‌ছেন্ ?

সুদ। আমরা কি ভাসাবো! কাল আপনি লোকের সাম্‌নে তোমার সে কথা ভাসিয়ে তুলবে।

ঐশ। রাণাকে কোথায় রেখেছ, মা ?

পান্না। রাণা উপস্থিত নিরাপদ।

ঐশ। রাণাকে দেখ্‌বার জন্য আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল,—একবার আমাকে দেখাবে ?

পান্না। মা ভবানী যদি মুখ তুলে চান, তাহ'লে শুধু আপনি কেন—সমস্ত মেবারবাসীই একদিন তাঁকে দেখ্‌তে পাবে। আচ্ছা, এখন তবে আমরা আসি, সন্ধ্যে হ'য়ে এল।

ঐশ। তোমার সঙ্গে আবার কোথায় দেখা হবে ?

পান্না। তা' কি ক'রে ব'ল্‌বো! যদি বেঁচে থাকি, তাহ'লে মেবারের কোথাও না কোথাও কোনোদিন আমাকে দেখ্‌তে পাবেন।

(পান্না ও সুদর্শনের প্রস্থান)

ঐশ। অদ্ভূত চরিত্র! (প্রস্থান)

(বনবীরের পুনঃপ্রবেশ)

বন। ছি, ছি, কি মূর্খ আমি! ভেবেছিলুম্ বিক্রম উদয় গেলেই আমি নিষ্কণ্টক। কই, তাতো নয়। এ যে আমি কণ্টকারণ্যের মাঝ্‌খানে বাস ক'চ্ছি। পান্না, সুদর্শন আমার শত্রু! তাতো এতদিন জান্‌তুম্ না! এ লোকটাই বা কে ? এ-ও তো দেখ্‌ছি আমার শত্রু! অগ্রে এর বাসস্থানের সন্ধান নিই—সুযোগ বুঝে কার্য্য ক'র্‌বো। পান্না, সুদর্শন—তারা তো আমার মুটোর মধ্যে; শুধু গৃহে ফেরার অপেক্ষা। বড় দুঃখ রইলো, কথাগুলো ভাল ক'রে শুন্‌তে পেলুম্ না।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

চিতোর—রাজান্তঃপুরস্থ কক্ষ।

শীতলসেনী ও পরিচারিকা।

শীতল। যা' দেরী ক'রিস্ নি। আমার দেওয়ালীর দীপ যেন আগে মা ভবানীর মন্দির আলোকিত করে। (পরিচারিকার প্রস্থান) মা ভবানী! তুমিই আমার রাজমাতা হবার সাধ পূর্ণ ক'রেছ,—দেখ' মা, কন্যার এ গৌরব চিরদিন অক্ষুণ্ণ রেখ' মা!

(বনবীরের প্রবেশ)

শীতল। একি, হাত পা এমন ছ'ড়ে গেল কি ক'রে?

বন। প'ড়ে গিয়েছিলুম্।

শীতল। কোথা' থেকে?

বন। আবু গিরির শিখরের ওপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ ঘোড়ার পা পিছ্‌লে যাওয়ায় একেবারে নীচের খাতে প'ড়ে গিয়েছিলুম্।

শীতল। এ্যাঁ! কি ক'রে উদ্ধার পেলে বাবা?

বন। একজন লোক সেই সময়ে—

শীতল। আহা, ভবানী তার মঙ্গল করুন।

বন। ভবানীর সাধ্য নেই তার মঙ্গল করে—

শীতল। সেকি, কি ব'ল্‌ছো বাবা?

বন। সে আমার জীবনদাতা সত্য, কিন্তু সে যখন আমাকে বধ ক'র্ত্তে উদ্যত হ'য়েছিল, তখন তেত্রিশ কোটী দেবতা একসঙ্গে এলেও কেউ তার মঙ্গল ক'র্ত্তে পার্ব্বে না।

শীতল। তোমার জীবন রক্ষা ক'রে, আবার তোমাকে বধ ক'র্ত্তে উদ্যত হ'ল? কেন, তোমাকে কি রাণা ব'লে চিন্‌তে পারে নি?

বন। যতক্ষণ চিন্‌তে না পেরেছিল, ততক্ষণ আমার সঙ্গে যথেষ্ট সদ্ব্যবহার ক'রেছিল। তারপর পর্ব্বতের অন্তরাল হ'তে কে চীৎকার ক'রে ব'ল্লে "এ বনবীর, একে বধ কর"। অম্‌নি সে রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ ক'রে আমাকে বধ ক'র্ত্তে উদ্যত হ'ল। ঠিক সেই সময়ে আবার কে ব'লে উঠ্‌লো "জীবন রক্ষা ক'রে মানুষকে হত্যা করা মানুষের কাজ নয়"। আর সে আমাকে হত্যা ক'ল্লে না,—লাঞ্ছিত ক'রে তাড়িয়ে দিলে।

শীতল। তুমি মেবারের রাণা, একটা সামান্য লোকের কাছে অবমানিত হ'য়ে, প্রতিশোধ না নিয়ে, অম্‌নি অম্‌নি চ'লে এলে?

বন। কি ক'র্ব্বো মা, ক্ষেত্র বুঝে কার্য্য ক'র্ত্তে হয়। তখন আমি একা, অশ্বহীন, আহত; আর তারা পর্ব্বতের অন্তরালে কতজন ছিল, কে জানে! প্রতিশোধ সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে আসি নি বটে, তবে প্রতিশোধ নেবার উপায় ক'রে এসেছি;—তার বাসস্থানের সন্ধান নিয়ে এসেছি।

শীতল। আর দুজন? যারা পাহাড়ের আড়াল থেকে কথা কইছিল, তারাও কি তারই দলের লোক?—তারাও কি সেই এক জায়গায় থাকে?

বন। তার দলের লোক নিশ্চয়; তবে বাস করে তার সঙ্গে নয়; এই রাজ-অন্তঃপুরে—আমার বুকের ওপর। আমি জোরে নিঃশ্বাস ফেল্লে তারা শুন্‌তে পায়,—হাই তুল্লে দেখ্‌তে পায়।

শীতল। এঁ্যা, বল কি? কে তারা?

বন। একজন পান্না আর একজন সুদর্শন;—যাদের তুমি বড় বিশ্বাস

কর। ডাকো, ডাকো দেখি তাদের। আমি তাদের ষড়যন্ত্র টের পেয়েছি জান্‌তে পার্লে তারা পালিয়ে যাবে।

শীতল। পান্না, সুদর্শন তোমার শত্রু ?

বন। হ্যাঁ, আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। শত্রু বোধ হয় আরও আছে। ডাকো, ডাকো, দেরী ক'র না। কি ব'ল্‌বো মা, আমার ইচ্ছে হ'চ্ছে, যদি প্রতি লোমকূপে আমার দৃষ্টিশক্তি থাক্‌তো !

(বিজ্‌লীর প্রবেশ)

বিজ। মানুষের সব ইচ্ছা কি পূর্ণ হয়, বাবা !

বন। কি বিপদ্‌, তুই আবার এ সময়ে এখানে কেন ?

বিজ। কি জানি, বোধ হয় মা ভবানীই তোমায় রক্ষা কর্ব্বার জন্য আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। নইলে আমি তো—

বন। যা', এখন এখান থেকে যা'—আমি একটু বিশেষ কাজে ব্যস্ত আছি।

বিজ। তোমার কি বিশেষ কাজ, আমি তা' জানি। সেইজন্যই আমি এখানে এসেছি। কিন্তু তোমার সে কার্য্যসিদ্ধি কিছুতেই হবে না।

বন। কি ব'ল্‌ছিস্‌ ?

বিজ। পান্না আর সুদর্শন প্রাসাদ ত্যাগ ক'রে চ'লে গেছে।

শীতল। এ্যাঁ !

বন। সে কি ! তুই কি ক'রে জান্‌লি ?

বিজ। তোমার মুখে তাদের হত্যা কর্ব্বার সংকল্প অন্তরাল থেকে শুনে আমিই তাদের পলায়নের পরামর্শ দিয়েছি।

(বনবীর ও শীতলসেনী স্তম্ভিতভাবে বিজ্‌লীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল)

তৃতীয় দৃশ্য।

আশা শার বাটীর পশ্চাদ্ভাগ।

আশা শা প্রাচীরের ধারে ধারে চিনি ছড়াইতেছিল;
গাহিতে গাহিতে জৈনরমণীগণের প্রবেশ ও প্রস্থান।

(গীত)

জিনদেও, জিনদেও, জয় জয় দেও জিন্;
পাপ-আঁধার মিটাওয়ে, পুণ রোস্‌নিমে ভর মেরি দিন।
বিষয় বিথ্‌সে মন য্যায়সে মেরে নেহি মজে,
দুখ কি বাদর শিরোঁ, য্যায়সে মেরে নেহি গাজে,
সব সমানা হো যায়, য্যায়সে মস্‌নদ্ ইয়ে জমীন্!
মচ্ছড় মক্ষী, চিঁউটি পক্ষী, যেত্‌না জেন্দা দুনিয়ামে,
কেয়া চরন্দা, কেয়া পরন্দা, শিখ্‌লাও সব্‌কো আপন বোল্‌নে,
কর্ দেও জগ্‌দীশ্ মুঝে বা-দীন্।

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। এই যে, কর্ত্তা এখানে; পিঁপ্‌ড়ের গর্ত্তে চিনি দিচ্ছেন! আচ্ছা মহারাজ্‌জী, আপনি রোজ রোজ যে পিঁপ্‌ড়েদের এত চিনি খাওয়ান—পিঁপ্‌ড়ের কামড় তো কই মিষ্টি হয় না!—যেখানটা কাম্‌ড়ায় সেখানে যেন মরীচবাটা মাখিয়ে দেয়।

আশা। ব্যাটার খালি কূট তর্ক।

ভৃত্য। কেন, কূট তর্ক কি ক'ল্লুম্ মহারাজ! আপনার কাছে কত বাইরের লোক এসে জ্ঞান শিক্ষে ক'রে নিয়ে যাচ্ছে, আর আমি আপনার বাড়ীর চাকর—আমি আপনাকে দুটো কথা জিজ্ঞেস্ ক'র্ত্তে পার্ব্বো না?

আশা। তোর যে যত সব সৃষ্টিছাড়া কথা।

ভৃত্য। আচ্ছা মহারাজ, এই কি আপনার বিচার হ'ল! আমি গরীব, লক্ষ্মীছাড়া ব'লে কি আমার কথাগুলোও সৃষ্টিছাড়া ?

আশা। আরে আহাম্মক—কামড় কি কখনও কারুর মিষ্টি হয় ?

ভৃত্য। আচ্ছা, এক কাজ ক'র্লে হয় না ?

আশা। কি ?

ভৃত্য। এই চিনি খেয়ে খেয়ে যখন পিঁপ্ড়েদের এত ঝাল বেড়ে গেছে তখন আমার বোধ হয় ঝাল খাওয়ালে পিঁপ্ড়েদের কামড় মিষ্টি হ'তে পারে।

আশা। দূর বোকারাম, এই বুঝি তোর বিদ্যে! তাহ'লে পিঁপ্ড়েরা যে ম'রে যাবে।

ভৃত্য। এ্যাঁ, বলেন কি মহারাজ্জী, কাল যে আমি মা ঠাকৃরুণের ঠেঙ্গে মরীচের গুঁড়ো চেয়ে এনে এই সারবন্দী পিঁপড়ের গর্ত্তে ছড়িয়ে দিয়েছি।

আশা। এ্যাঁ? এ্যাঁ? পাষণ্ড, কি ক'রেছিস্! কি ক'রেছিস্!

ভৃত্য। ব'ল্লুম তো—মরীচের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়েছি।

আশা। আমার মাথা ক'রেছিস্।

ভৃত্য। আজ্ঞে, সে পরমেশ্বরের তৈরি। আমার কি ক্ষমতা যে আমি আপনার মত লোকের মাথা করি।

আশা। বেরিয়ে যা'—আমার বাড়ী থেকে এখুনি বেরিয়ে যা',পাষণ্ড!

ভৃত্য। আজ্ঞে, আমি আপনার বাড়ী থেকে বেরিয়েই তো র'য়েছি। আপনি হঠাৎ এমন রাগ্লেন্ কেন? আমি কি ক'রেছি! বাবা, কি ঝকৃমারী ক'রেই কথা ক'য়েছিলুম্!

আশা। পাষণ্ড, একসঙ্গে কোটী কোটী জীব হত্যা ক'র্লি! একটা জীব রক্ষা কর্ব্বার ক্ষমতা নেই—একসঙ্গে এত জীব বিনষ্ট ক'র্লি!

ভৃত্য। এঁ্যা! এঁ্যা! পিঁপ্‌ড়েগুলো ম'রে গেল!

আশা। ম'র্ব্বে না! ম'র্ব্বে না! ক্ষুদ্র পিপীলিকা—সে কখনও মরীচের ঝাল সহ্য ক'র্ত্তে পারে! দেখ্ দেখি নির্ম্মম, কি সর্ব্বনাশ ক'রেছিস্! ওঃ, এত চিনি দিচ্ছি, তাই আজ একটাও পিপীলিকা বেরোচ্ছে না। কোথা' থেকে বেরোবে; পাষণ্ড যে তাদের সবংশে ধ্বংস ক'রেছে! হা, জিন্‌নাথ, কি ক'ল্লে!

(কমলা ও উদয়সিংহের প্রবেশ)

কমলা। কি হ'য়েছে? কি হ'য়েছে?

ভৃত্য। দোহাই মা ঠাক্‌রুণ্ আমায় রক্ষা করুন। মহারাজ্‌জী আমার ওপর বড্ড রেগে গেছেন।

কমলা। কেন, তুই কি ক'রেছিস্?

ভৃত্য। একটি বড় অপকর্ম্ম ক'রে ফেলেছি।

আশা। মা, একটি জীবের প্রাণ দিতে পারে না—পাষণ্ড কোটি কোটী জীব হত্যা ক'রেছে।

ভৃত্য। দোহাই মা ঠাক্‌রুণ্, আমি হত্যা ক'র্ব্বো ব'লে হত্যা করি নি। পিঁপ্‌ড়েরা যেখানটা কাম্‌ড়ায় সেখানটা একেবারে জ্বলিয়ে দেয়—তাই আমি মনে ক'ল্লুম্ বুঝি মিষ্টি খেয়ে খেয়ে এদের এত ঝাল বেড়েছে,—একটু একটু ঝাল খাওয়ালে এদের মুখ মিষ্টি হ'তে পারে।

উদয়। দূর আহাম্মক, বুড়ো হ'লি—তোর এ বুদ্ধি হ'ল না যে পিঁপ্‌ড়েরা ম'রে যাবে?

আশা। দেখ্ দেখি, ছেলেমানুষের যা' বুদ্ধি আছে—তোর তা' নেই।

কমলা। যাক্ বৎস, নির্ব্বোধকে ক্ষমা কর। বাস্তবিকপক্ষে ও ইচ্ছে ক'রে হত্যা করে নি;—সকলই জিন্‌নাথের ইচ্ছা।

ভৃত্য। তাইতো ব'ল্‌ছি, তাইতো ব'ল্‌ছি—আমার এমন ইচ্ছে তো

কথনও হয়নি। জিন্‌নাথ তো আচ্ছা লোক দেখ্‌তে পাই,—ইচ্ছে ক'র্ব্বেন তিনি—আর গালাগাল খাবে আর একজন। তাঁর যদি ইচ্ছে হ'য়েছিল তাঁর নিজের ক'র্ল্লে'ই হ'ত—

কমলা। তা' তোকে যে কাজের জন্য পাঠালুম্—সে কাজের কি হ'ল ?

ভৃত্য। দাঁড়ান্ না মা ঠাক্‌রুণ্, ধীরে সুস্থে সব হবে; তাড়াতাড়ি ক'র্ল্লে কি কথনও কাজ হয় ?

কমলা। না, তোকে নিয়ে অস্থির হ'লুম্। ধীরে সুস্থে হবে কি বল্ ? বাইরে ভদ্দরলোক ব'সে র'য়েছেন—

আশা। কে মা ?

কমলা। শণিগুরুসর্দ্দার অখিলরাও।

আশা। এতক্ষণ আমাকে কোন কথাই বলে নি।

ভৃত্য। এইবার তো ব'ল্‌বো মনে ক'র্চ্ছিলুম্—মা ঠাক্‌রুণ্ যে ব'লে ফেল্‌লেন্।

আশা। যা' শীগ্‌গীর উদয়কে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যা'। যাও তো বাবা উদয়, বাইরে যে ভদ্রলোক এসেছেন, তাঁকে অভ্যর্থনা ক'রে বসাও গে', আমি যাচ্ছি।

ভৃত্য। এস, দাদা এস, আমার হাত ধ'রে এস।

উদয়। কেন, আমি কি অন্ধ নাকি ?

ভৃত্য। না, ছেলেমানুষ—হোঁচোট্ খাবে !

উদয়। চল্, চল্, ন্যাকামী ক'রিস্ নি। (উদয় ও ভৃত্যের প্রস্থান)

কমলা। এতক্ষণ বসিয়ে রাখার পর ভদ্রলোকের কাছে তোমার নিজে না গিয়ে উদয়কে কি পাঠানো উচিত হ'ল ?

আশা। মা, এতগুলো জীবহত্যায় আমার মনটা বড়ই বিচলিত

হ'য়েছে, একটু প্রকৃতিস্থ না হ'লে ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কইতে পার্ব্বো না। আর উদয়কে পাঠানোর আমার আর এক উদ্দেশ্য আছে।

কমলা। কি উদ্দেশ্য, আশা?

আশা। রাণা সঙ্গের পুত্র এরূপ অজ্ঞাতবাসে আর কতদিন থাকবে! সামন্তেরা যদি আগে থেকে উদয়ের রাজগুণের পরিচয় পায় তাহ'লে তাকে লোকসমাজে পরিচিত ক'র্ত্তে পরে আর আমাদের বিশেষ কষ্ট পেতে হবে না।

কমলা। বুঝেছি বৎস, আশীর্ব্বাদ করি, তোমার এই মহৎ উদ্দেশ্য জিন্‌দেব অচিরে সফল করুন।

আশা। মা, তোমার আশীর্ব্বাদই জিন্‌দেবের আশীর্ব্বাদ।

কমলা। আচ্ছা চল, অখিলরাওয়ের সঙ্গে উদয় কিরূপ ব্যবহার করে আমরা অন্তরাল থেকে দেখি গে'।

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

আশা শার বহিঃকক্ষ।

অখিলরাও ও উদয়সিংহ।

অখিল। বৎস, তোমার আচরণে যে আমি কি পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট তা' মুখে প্রকাশ কর্ব্বার ক্ষমতা আমার নাই।

উদয়। সে আপনার সৌজন্য।

অখিল। আমার সৌজন্য? এ প্রৌঢ়বয়সেও আমার ইচ্ছা হ'চ্ছে—তোমার মত বালকের নিকট সৌজন্য শিক্ষা করি। আমি বড় আশ্চর্য্য

হ'চ্ছি—আশা শা জৈন হ'য়ে তোমাকে এরূপ রাজোচিত শিক্ষা দিলেন কি ক'রে ?

(মাহুর প্রবেশ)

মাহু। আরে ভাই, আজ হামার কি নসীব! তু এইখানে বৈঠে আছিস্।

উদয়। হ্যাঁ মাহু, কাকা একটু ব্যস্ত আছেন—তাই আমি এঁর কাছে র'য়েছি।

মাহু। বেশ, বেশ। দেখ্ ভাই, আজ তুহার আস্তে এক ভাল চিজ্ লিয়ে আস্ছে। (চর্ম্মনির্ম্মিত থলি হইতে কতকগুলি ফল বাহির করিয়া) এই দেখ্, ব'ড় তাজা তাজা ফল আছে ; হামি ভুজালি দিয়ে বেনিয়ে দি'—তু খা' !

উদয়। মাহু, তোমার ফল তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাও।

মাহু। আরে, কেনো ভাই, হামার ওপর তোর গোসা হ'য়ে গেল ! কেনোরে ভাই, হামি তুহার গোড়ে কি গুণা ক'রেছে ?

উদয়। না, তোমার কোন অপরাধ নেই। তুমি দুঃখ ক'রনা মাহু, তোমার হাতের ফল আর আমি খাব না। তুমি এ সব ফিরিয়ে নিয়ে যাও।

মাহু। কেনো দাদা, আজ তোর কি হোল ! এ বুঢ়্ঢার মনে আজ তু এত্নি তকলীফ্ দিচ্ছিস্ কেনে ভাই ? এ ভদ্দর আদ্মীর সাম্নে হামার পাশ্কে ফল লিতে কি তুহার সরম আস্ছে ?

উদয়। না মাহু, সরম নয়, ঘৃণা নয়, অবজ্ঞা নয়। এতদিন অমৃত-বোধে তোমার দেওয়া ফল খেয়েছি। যেদিন তুমি কিছু না এনে দিতে সেদিন লক্ষ ব্যঞ্জন দিয়ে আহার ক'ল্লে'ও আমার কিছুতেই পরিতৃপ্তি আস্তো না।

মাহু। হামি ভি তো ওই ব'ল্‌ছে। তু তো এমন ছিলি না দাদা! আজ তোর কি হোল?

উদয়। আমার প্রাণে বড় দুঃখ হ'য়েছে। আমি বুঝ্‌তে পারি না, সামান্য পিপীলিকার মৃত্যুতে যে লোকের চোখে অশ্রু দেখা দেয়—আমার সেই দেবোপম খুল্লতাত, তোমাকে পশুহত্যাকারী জেনেও তোমার হাতের ফল খেতে কেন আমাকে কখনও নিষেধ করেন নি! তুমি ও সব ফিরিয়ে নিয়ে যাও, মাহু, হত্যাকারীর স্পর্শিত দ্রব্য আর আমি স্পর্শ ক'র্বো না।

মাহু। তুই খাবি না? খাবি না? হামি জানোয়ার মারি, ওই আস্তে তুই হামার হাঁত্‌সে ফল খাবি না—ছুঁবি ভি না? আজ সে হামি ভবানীর নামে কসম্‌ খাচ্ছে—যেতোদিন হামার জান্‌ থাকবে হামি কখনও জানোয়ার মার্বে না! দেখ্‌ ভাই, তুহার সাম্‌নে আজ বুঢ়া মাহু ধনুক কাঁড়্‌ সব তোড়্‌ ডাল্‌ছে। (ধনুক ও তীর ভঙ্গ করিল)

অখিল। সাবাস্‌, সাবাস্‌ মাহু, সাবাস্‌ তোমার ভালবাসা!

(আশা শার প্রবেশ)

আশা। উদয় তোমার ফল খেতে চাইছে না? দাও মাহু, এ ফল আমি নিজে মাথায় ক'রে ঋষভদেবের মন্দিরে দিয়ে আস্‌বো।

মাহু। ঋষভদেবকে দিলে হামার কি হোবে! ভাই না খেলে এ ফল হামি দারিয়ামে ফিক্‌ দেবে।

উদয়। দাও মাহু, তোমার ফল খেতে আর আমার আপত্তি নেই।

মাহু। আয় ভাই, ইধারে আয়। ওরা বাত্‌ চিজ্‌ করুক্‌, হামি বেনিয়ে দি' তু খাবি আয়।

(উদয় ও মাহুর প্রস্থান)

আশা। আপনাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি, কিছু মনে ক'র্ব্বেন না—

অখিল। বিলক্ষণ। এটি কি আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র ?

আশা। কেন বলুন দেখি ?

অখিল। না, তাই জিজ্ঞাসা ক'চ্ছি।

আশা। কি ক'রে আর বলি ব'লুন।

অখিল। আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র ?

আশা। এ রকম ক'রে জিজ্ঞাসা কর্ব্বার অর্থ কি ?

অখিল। আমার বড় কৌতূহল হ'য়েছে। শান্তিপ্রিয় জৈনের মধ্যে এ ক্ষত্রোচিত তেজস্বিতা কোথা' থেকে এল ! আমি প্রথমতঃ বালকের শিষ্টাচার দেখে মুগ্ধ হ'য়েছিলুম্; তারপর তার সঙ্গে কথা ক'য়ে বিস্মিত হ'য়েছিলুম্; তারপর এই মাহুর সঙ্গে যেরূপ ধীরভাবে তেজের সহিত কথা কইলে, তা' দেখে আমি একেবারে আত্মহারা হ'য়ে গেছি। তাই আমি বালকের বিষয় আপনাকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা ক'চ্ছি, আপনি এ বিষয়ে কোনো অপরাধ নেবেন না।

আশা। সে কি কথা ! বালকের ব্যবহারে যে আপনি প্রীত হ'য়েছেন সে আমার মহা গৌরব।

অখিল। শুধু প্রীত হই নি,—বালকের মূর্ত্তি, তার ব্যবহার, তার প্রত্যেক কথাটি আমার হৃদয়ে গেঁথে নিয়েছি। এরূপ সুলক্ষণযুক্ত বালক আমি জীবনে কখনও দেখি নি।

আশা। বালক কি খুব লক্ষণযুক্ত ? কি দেখ্‌লেন্ রাওসাহেব ?

অখিল। যার চেয়ে সুলক্ষণ পুরুষের আর হয় না। বালকের কপালে রাজচিহ্ন আছে। যদি বাঁচে—একে আপনি খুব যত্নের সহিত পালন ক'র্ব্বেন।

আশা। আমার আর কি ক্ষমতা ব'লুন! জিন্‌দেবের চরণতলায় প'ড়ে আছি—তাঁর যা' ইচ্ছা তিনি তাই ক'র্ব্বেন।

অখিল। দেখুন, রাণা সঙ্গের পুত্রকে বনবীর যদি হত্যা না ক'র্ত্তো, তাহ'লে উদয়কে কুমার উদয়সিংহ ব'লে বোধ হয় সন্দেহ ক'র্ত্তুম্। শিশু রাজকুমারের মুখ এখনও আমার বেশ মনে পড়ে।

আশা। সে অতীত লোমহর্ষণ ঘটনার কথা আর তুল্‌বেন্ না রাওসাহেব! এখন আপনার আগমনের কারণ ব্যক্ত করুন।

অখিল। রাজকার্য্যে একবার আমাকে ডুন্‌গারপুর যেতে হ'য়েছিল, ফের্‌বার পথে হঠাৎ আপনার গৃহসম্মুখে আমার ঘোড়ার নাল্ খুলে যাওয়ার জন্যই আপনার এখানে আস্‌তে হ'ল।

আশা। ভাগ্যে এরূপ ঘ'ট্‌লো—নইলে তো আর আপনার সাক্ষাৎ পেতুম্ না!

অখিল। না, না, তা' কেন?

(আশা শার ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। আপনার ঘোড়ার পা ঠিক হ'য়ে গেছে। (প্রস্থান)

অখিল। আচ্ছা, আজ তাহ'লে আসি। (নমস্কার করিল) মাকে তবে আমার নমস্কার জানাবেন্।

আশা। আচ্ছা। (আশা শার কক্ষদ্বার পর্য্যন্ত অখিলরাওয়ের সহিত গমন ও প্রত্যাবর্ত্তন এবং কমলার প্রবেশ)

কমলা। কি বুঝ্‌লে আশা?

আশা। তুমি কি বুঝ্‌লে মা?

কমলা। অখিলরাওয়ের মনে বেশ সন্দেহ উপস্থিত হ'য়েছে। উদয় তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র কি না কতবার তোমায় জিজ্ঞাসা ক'র্লে দেখ্‌তে পেলে না?

আশা। এক রকম স্পষ্টই তো ব'ল্লে "বনবীর উদয়সিংহকে হত্যা না ক'র্লে, উদয়কে কুমার ব'লে সন্দেহ ক'র্ত্তুম্"।

কমলা। না, ও ঠিক বুঝেছে যে উদয় তোমার ভ্রাতুস্পুত্র নয়।

আশা। তা' হ'লেই তো মঙ্গল—সেই তো আমার প্রার্থনীয়।

(উভয়ের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

চিতোর—রাজান্তঃপুরস্থ কক্ষ।

(ভাবিতে ভাবিতে শীতলসেনীর প্রবেশ)

শীতল। না, বিজ্‌লীকে সরাতে না পার্লে, এ সংসারের কিছুতেই মঙ্গল নেই। বনবীর কন্যাস্নেহে অন্ধ; বিজ্‌লীর কাছে যেন সে একটা পাঁচবছরের শিশু,—তার সব শক্তি লুপ্ত হ'য়ে যায়। পান্না, সুদর্শনের পলায়নে সহায়তা ক'রে বিজ্‌লী বনবীরের মুখের ওপর সে কথা ব'ল্লে,—আর সে নির্ব্বাক্ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো—একটা প্রতিবাদ পর্য্যন্ত ক'র্ত্তে পার্লে না! না, এর প্রতিকার আমাকে ক'র্ত্তে হবে।

(বনবীরের প্রবেশ)

শীতল। কাকে পাঠালে, বনবীর?

বন। মালোজীকে। সে, চারণকে বন্দী ক'র্ত্তে পার্লে, পান্না, সুদর্শন আপনি ধরা প'ড়্‌বে।

শীতল। এবার থেকে তোমায় একটু সাবধান হ'তে হবে, বনবীর! তোমার শত্রুসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বন। চিন্তা নেই মা, যখন বিক্রম উদয়কে হত্যা ক'র্ত্তে পেরেছি, তখন এ সব সামান্য শত্রুকে কীটের মত পদদলিত ক'র্ব্বো।

(বিজ্‌লীর প্রবেশ)

বিজ। বাবা, এই রকম লোকের রক্ত শোষণ ক'রে, অশ্রুজলে বুক ভাসিয়ে কতদিন রাজত্ব ক'র্ব্বে! মনে রেখ', তোমার প্রত্যেক কার্য্য কড়ায় গণ্ডায় শোধ নেবার জন্য ওপরে একজন আছেন।

বন। তুই চোখ্ রাঙ্গাচ্ছিস্ কাকে? জানিস্ বিজ্‌লী, কার সঙ্গে কথা কইছিস্?

বিজ। আমার হতভাগ্য পিতার সঙ্গে। আমার যে ধর্ম্মপ্রাণ পিতাকে তার পিশাচী জননী পাপের বর্ম্ম পরিয়ে দিয়েছে, উত্তেজনায় হৃদয় মাতিয়ে যাকে দিয়ে নরহত্যা ক'রিয়েছে—আমার সেই অভাগা জনকের সঙ্গে—

শীতল। বনবীর, আমাকে রাজমাতার সম্মান দিয়েছ কি তোমার কন্যার কাছে অবমানিত হবার জন্য? যখন তখন আমাকে এই রকম টিট্-কারী দিয়ে কথা কয়। কেন, কিসের জন্য? যদি তুমি তোমার কন্যাকে শাসন ক'র্ত্তে না পার, আমাকে স্পষ্ট বল, আমি এই মুহূর্ত্তে তোমার গৃহ ত্যাগ ক'রে চ'লে যাচ্ছি। আমি তোমার কন্যার অপমান সহ্য ক'রে এ লাঞ্ছিত সম্মান আর ভোগ ক'র্ত্তে চাই না।

বন। বিজ্‌লী, তোমাকে আমি বার বার আজ্ঞা ক'রেছি না— আমার মাকে দেবীর মত ভক্তি ক'র্ব্বে?

বিজ। চোখে যাকে পিশাচী দেখছি, মুখে তাকে দেবী ব'ল্‌বো কি ক'রে বাবা!

শীতল। দেখ, দেখ বনবীর, তোমার কন্যার স্পর্দ্ধা দেখ।

বন। মা, আর দুদিন অপেক্ষা কর। আমি বিজ্‌লীর বিবাহ দিয়ে শীঘ্র ওকে তোমার কাছ থেকে সরিয়ে দিচ্ছি।

শীতল। সে তো আজ ছ' বচ্ছর ধ'রে দিচ্ছো! যেদিন প্রথম

বিজ্‌লী আমায় অপমান করে, আমি সেইদিন থেকেই তো ওর বিবাহ দিতে ব'ল্‌ছি।

বন। কি ক'র্ব্বো মা, মনোমত সম্বন্ধ কোথাও পাচ্ছি না।

শীতল। তুমি মেবারের রাণা,—তোমার কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ পাচ্ছ না?

বিজ। সত্য কথা শুন্‌বে? তোমার জন্যই আমার বিবাহ হ'চ্ছে না। দ্বিচারিণী দাসী শীতলসেনী মেবারের রাজমাতা ব'লে আজও পর্য্যন্ত আমি অনূঢ়া র'য়েছি। কার এমন বংশমর্য্যাদা-বোধ লুপ্ত হ'য়েছে যে জারজের কন্যার সঙ্গে তার পুত্রের বিবাহ দেবে! (প্রস্থান)

শীতল। উঃ, কি অপমান! বনবীর, মাথা হেঁট ক'রে রইলে?

বন। মাথা আপনি নুয়ে প'ড়ছে। কি ক'র্ব্বো মা, এ কথা শুনে মাথা যে ঠিক সিধে রাখ্‌তে পার্ল্লুম্ না।

শীতল। বুঝেছি। আমার জন্য তোমার মাথাও নুয়ে পড়ে বনবীর? বেশ, আমি যাচ্ছি, এ জগৎ থেকে চ'লে যাচ্ছি। কিন্তু একবারও কখনও মনে ক'র যে আমি তোমাকে গর্ব্ভে ধ'রেছিলুম্ ব'লে আজ তুমি মেবারের রাণা হ'তে পেরেছ। (প্রস্থানোদ্যতা হইল)

বন। অভিমান ক'র না মা! তুমি যে আমার স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী। এস মা, আমি প্রতিজ্ঞা ক'র্চ্ছি, আজ থেকে সপ্তাহের মধ্যে আজ্‌মীর, যশল্মীর, যোধপুর, জয়পুর, বিকানীর—যে কোনো স্থানের রাজপুত্রের সঙ্গে বিজ্‌লীর বিবাহ দোব। যদি কেউ তোমার পৌত্রী ব'লে পুত্রের বিবাহ দিতে অসম্মত হয়—জেন' মা, সেই দণ্ডে তার বিরুদ্ধে তরবারি ধ'র্ব্বো।

(উভয়ের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

অখিলরাওয়ের গৃহ-সম্মুখস্থ ক্ষুদ্র উদ্যান।

ধীরা দাঁড়াইয়া গান গাহিতেছিল; ফটকের বাহিরে প্রহরী প্রহরণায় নিযুক্ত।

(গীত)

কেন, এখনও এল না ফিরে!
গেছে কোন্ ভোরে উঠি', ওঠেনি দিবস ফুটি',
তখনও ধরণী ছিল তিমিরে।
ভাঙ্গেনি তখনও তপনের ঘুম, তখনও জাগেনি কমল কুসুম,
পাখীর কাকলী ওঠেনি ভাসিয়া তখনও কানন-তীরে।
মাঠে যেতে যেতে তখনও কৃষক ধরে নি ললিত মধুরে তান,
হয় নি কো শেষ প্রকৃতি সতীর তখনও নিশির শিশিরে স্নান,
যায় নি চলিয়া নিদ্রা তখনও জগৎ ছাড়িয়া বাহিরে।
তেমন সময় উঠে চ'লে গেছে, মোরে-ও বলে নি, বাধা দিই পাছে,
উঠে গেল রোদ্ ধরণী ছেয়ে, সেই থেকে আছি পথ পানে চেয়ে,
কুভাবনা কত জাগিছে আমার ক্ষুদ্র হৃদিটি ঘিরে।

(অশ্বারোহণে অখিলরাওয়ের প্রবেশ; প্রহরী তাঁহাকে অভিবাদন করিল)

অখিল। এইখানে দাঁড়িয়ে আছ মা! (অশ্ব হইতে অবতরণ)

ধীরা। কি ক'র্ব্বো! সকাল থেকে তোমার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি। কোথায় গিয়েছিলে একবার ব'লে যেতেও নেই?

অখিল। তুমি অগাধে ঘুমোচ্ছিলে ব'লে আর তোমাকে ডাকি নি।

ধীরা। তা' চাকর বাকর কাউকে কি ব'লে যেতে নেই? আজ তোমার জন্মতিথি পুজো, আজ তোমার বাড়ী থেকে বেরোনোই অন্যায়।

(একজন অশ্বপালের প্রবেশ ও অশ্বটিকে লইয়া প্রস্থান)

অখিল। ও বুঝেছি—তাই আমার ওপর এত রেগে গেছ? তুই বুঝি সব আয়োজন ক'রে ব'সে আছিস্? আজ আমার জন্মতিথি—আমি সে কথা একেবারে ভুলেই গিয়েছিলুম্। তাহ'লে আজ আর বেরুতুম্ না।

ধীরা। তা' আর দেরী ক'রে কাজ নেই—এখন এস, কাপড় চোপড় ছেড়ে চান্ টান্ ক'র্ব্বে এস।

অখিল। চল্ মা চল্—

(উভয়ে প্রস্থানোদ্যত হইল, ফটকের মধ্যে পান্না ও সুদর্শনের প্রবেশ)

প্রহরী। কোথা' যাও?

পান্না। আমরা রাওসাহেবের কাছে যাব।

(প্রহরী ও পান্নার কথার শব্দে অখিলরাও পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল)

প্রহরী। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) এঁরা আপনার সাক্ষাৎ চান্।

(অখিলরাও হস্ত দ্বারা ইঙ্গিত করিতে প্রহরী, পান্না ও সুদর্শনকে পথ ছাড়িয়া দিল)

(পট পরিবর্ত্তন)

অখিলরাওয়ের গৃহাভ্যন্তর।

(অখিলরাও, ধীরা, পান্না ও সুদর্শনের প্রবেশ)

অখিল। কে মা তুমি?

পান্না। আমি ভিখারিণী।

অখিল। ভিক্ষা চাও?

ধীরা। দাঁড়াও বাছা, এনে দিচ্ছি।

পান্না। কি এনে দেবে মা? আমি সামান্য ভিক্ষার জন্য তোমাদের

দ্বারে এসে উপস্থিত হই নি। রাওসাহেব, আপনার কাছে আজ একটি লোকের জীবন রক্ষা কর্ব্বার জন্য সাহায্য ভিক্ষা ক'র্ত্তে এসেছি।

অখিল। আমায় কি সে বিষয়ে সক্ষম বিবেচনা কর মা?

পান্না। সেই বুঝেই তো আজ আপনার শরণাগত হ'য়েছি।

অখিল। তাহ'লে আর দেরী ক'র না। আমায় কি ক'র্ত্তে হবে, শীগ্‌গীর ব'লে ফ্যাল।

পান্না। ডুন্‌গারপুরের সামন্তরাজ ঐশকর্ণকে বাঁচাতে হবে।

অখিল। ঐশকর্ণ? কেন, তাঁর কি হ'য়েছে? তিনি তো ডুন্‌গারপুর ছেড়ে আজ চার পাঁচ বৎসর কোথায় নিরুদ্দেশ হ'য়েছেন।

পান্না। এই মেবারেই আছেন। কাল সন্ধ্যার সময় ঘটনাচক্রে রাণা বনবীর মৃত্যুমুখে পতিত হ'লে সেই ঐশকর্ণ তাকে বাঁচান। তারপর যখন তাকে রাষ্ট্রাপহারক বনবীর ব'লে জান্‌তে পারেন—তখন তাকে লাঞ্ছিত ক'রে তাড়িয়ে দেন।

অখিল। এ্যাঁ, শয়তানকে হত্যা ক'র্ত্তে পার্লে না! হাতে পেয়ে ছেড়ে দিলে?

পান্না। একবার যাকে মৃত্যুমুখ থেকে বাঁচিয়েছে—রাওসাহেব, রাজপুত হ'য়ে আর কি কখনও তাকে হত্যা ক'র্ত্তে পারে! আপনিই কি পার্ত্তেন?

অখিল। যাক্, এখন ঐশকর্ণের বিপদ কি?

পান্না। বনবীর সেই অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য, তাকে বন্দী ক'রে হত্যা ক'র্ত্তে প্রতিশ্রুত হ'য়েছে।

অখিল। চমৎকার! সুজাত আর জারজে আকাশ পাতাল প্রভেদ। একবার জীবন রক্ষা ক'রেছে ব'লে সুজাত আর তাকে হত্যা ক'র্ত্তে পার্লে না;—আর জারজ—যে তাকে প্রাণ ভিক্ষা দিয়েছে, তারই প্রাণ

নিতে এতটুকু ইতস্ততঃ ক'চ্ছে না! মা, যদি শয়তান এখনও তাঁকে হস্তগত ক'র্ত্তে না পেরে থাকে, আমি তাঁকে রক্ষা ক'র্বো। তিনি তোমার কে মা?

পান্না। কেউ না। আমাকে মা ব'লেছেন।

অখিল। বুঝেছি। তা' তুমি এ কথা কি ক'রে জান্‌তে পার্লে মা?

পান্না। সে অনেক কথা। এখন সে সব ব'ল্‌তে গেলে ঢের বিলম্ব হ'য়ে যাবে। তবে সংক্ষেপে শুনে রাখুন—আমি আর এই ব্যক্তি (সুদর্শনকে দেখাইয়া) বনবীরের শত্রু। বনবীর এতদিন তা জান্‌তো না। কাল জান্‌তে পেরে আমাদের হত্যা কর্ব্বার উদ্যোগ ক'র্লে,—তার কন্যা আমাদের পালিয়ে আস্‌বার পরামর্শ দেন—

অখিল। তুমি কে? তোমার পরিচয় দিতে কি কোনো বাধা আছে?

পান্না। কিছু না। পরিচয় দোব ব'লেই আজ আপনার কাছে এসেছি। শুনুন, খীচি রাজপুতকুলে আমার জন্ম, আমার নাম পান্না।

অখিল। তুমি পান্না? তোমারই সম্মুখে বনবীর উদয়সিংহকে হত্যা ক'রেছিল?

পান্না। না রাওসাহেব, উদয়সিংহকে হত্যা ক'র্ত্তে পারে নি; মা ভবানী তাকে রক্ষা ক'রেছেন।

অখিল। এ্যাঁ!

সুদ। পান্না উদয়সিংহের বিছানায় নিজের ছেলেকে শুইয়ে দিয়েছিল,—বনবীর তাকেই হত্যা ক'রে মনে করে উদয়কে হত্যা ক'রেছে।

অখিল। এ্যাঁ! এ্যাঁ! উদয় বেঁচে আছে! ওঃ, এখন বুঝ্‌তে পার্চ্ছি কেন সেদিন উদয়ের দেহ খুঁজে পাই নি! সকলে ব'ল্লে "পান্না তার সৎকার ক'রেছে।" কিন্তু অভাগিনি, তোমার পুত্রের কথা কেউ

ভাবে নি। ভাব্‌লে নিশ্চয় বনবীর সন্দিহান্ হ'ত। অদ্ভুত ঈশ্বরের লীলা! পান্না, রাজভক্ত, প্রভুভক্ত পান্না, নিজের পুত্রের প্রাণ বিনিময়ে তোমার প্রভু—তোমার রাজাকে বাঁচিয়েছ; আমি আর তোমায় কি ব'ল্‌বো দেবী! এ কার্য্যের জন্য ভগবান্ তোমায় পুরস্কার দেবেন, দেবেন, নিশ্চয় দেবেন।

পান্না। রাওসাহেব, আমি ধাত্রী—কুমারের রক্ষণাবেক্ষণের ভার আমার হস্তে ছিল; আমি তাকে রক্ষা ক'রে আমার কর্ত্তব্যপালন ক'রেছি—

অখিল। হুঁ, কর্ত্তব্যপালন ক'রেছ বটে! আমি পুরুষমানুষ—সাহসের অহঙ্কার করি, হৃদয়বলের বড়াই করি; এরূপ কঠোর কর্ত্তব্য-পালন আমি ক'র্ত্তে পার্ত্তুম্ কি না সন্দেহ! তা' কুমারকে এখন কোথায় রেখেছ, পান্না?—কমলমীরে রেখেছ কি?

পান্না। (সাশ্চর্য্যে) আপনি কি ক'রে জান্‌লেন্?

অখিল। আগে তুমি বল, আশা শার বাটীতে কুমারকে রেখেছ কি না?

পান্না। হ্যাঁ, রাওসাহেব, আমি নিরাপদ স্থান বিবেচনা ক'রে সেইখানেই তাকে রেখে এসেছিলুম্, এ পর্য্যন্ত তার সঙ্গে আর আমার দেখা হয় নি; ভীলসর্দ্দার মাহুর কাছে মাঝে মাঝে সংবাদ পাই।

অখিল। জয় মা ভবানী! তাহ'লে আমার অনুমান সফল হ'য়েছে। তাইতো বলি, আশা শার ভ্রাতুষ্পুত্র এরূপ ব্যবহার শিখ্‌বে কোথা' থেকে! এ যে রক্তসঙ্গত! পান্না, অনেকদিন থেকেই আমাদের একরূপ ভাসা ভাসা সন্দেহ ছিল। বছর পাঁচ আগে একবার আশা শার পিতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধের সময় আমরা নিমন্ত্রিত হ'য়ে তাঁর গৃহে গমন করি। আহারের সময় ক্রমে ক্রমে সমস্ত পরিবেশন শেষ হ'লে দধি পরিবেশনের

সময় উপস্থিত হ'ল। সেই সময় এক বালকের নিকট হ'তে উদয় দধিভাণ্ড কেড়ে নেবার চেষ্টা ক'র্ত্তে লাগ্‌লো। আমরা কত ভয় দেখালুম্, কত অনুনয় বিনয় ক'র্ল্লুম্,—কিন্তু কিছুতেই তার সে প্রতিজ্ঞা থেকে তাকে টলাতে পার্ল্লুম্ না। সে কিছুতেই সে দধিভাণ্ড ত্যাগ ক'র্ল্লে না। সেইদিনই আমাদের মনে কেমন খট্‌কা লেগেছিল; আজ আবার আশা শার ভবনে ঘটনাচক্রে গিয়ে, আমার সন্দেহ বদ্ধমূল হ'য়েছিল। এত শীঘ্র যে মা ভবানী আমার সে সন্দেহ সত্যে পরিণত ক'র্ব্বেন, তা' একবার স্বপ্নেও ভাবি নি। তোমরা যে মেবারের কি উপকার ক'রেছ, তা' ভবিষ্যৎ ইতিহাস বর্ণনা ক'র্ব্বে।

পান্না। রাওসাহেব, এটা পরের কথা; এখন ঐশকর্ণকে যে আগে রক্ষা ক'র্ত্তে হবে।

অখিল। দাঁড়াও। (বংশীধ্বনি করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে একজন সৈন্য প্রবেশ করিয়া অখিলরাওকে অভিবাদন করিল) একশো অশ্বারোহী সৈন্যকে প্রস্তুত হ'তে বল, এখনই আমার সঙ্গে যেতে হবে। (সৈন্যের প্রস্থান) ঐশকর্ণ কোথায় থাকেন ?

পান্না। তা' তো জানি না, রাওসাহেব! সেদিন আবুগিরিতে তাঁকে দেখেছিলুম্।

অখিল। হুঁ! (চিন্তান্বিত হইল) আচ্ছা, চল।

ধীরা। বাবা, আজ যে তোমার জন্মতিথি পূজো—

অখিল। মা, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও, তোমার পিতা তার জন্মতিথির দিনে এক শুভকর্ম্মের ভার পেয়েছে,—এক শুভ সংবাদ অবগত হ'য়েছে।

সপ্তম দৃশ্য।

গিরি-সানুদেশে ঐশকর্ণের কুটির।

কুটির-দ্বার খুলিয়া ঐশকর্ণ বাহিরে এদিক্ ওদিক্ দেখিতেছিল হঠাৎ কুটির-সম্মুখস্থ রাস্তায় যবনবেশী মালোজী ও সৈনিকচতুষ্টয়ের প্রবেশ।

ঐশ। কে বাবা তোমরা মিঞা? জলোচ্ছ্বাসের মত অকস্মাৎ কোত্থেকে কুল্ কুল্ ক'রে বেরোচ্ছ বাবা?

মালো। আমরা তোমার কাছে এসেছি।

ঐশ। কেন মিঞা, আমাকে কি এমন মাতব্বরের মত দেখ্লে যে একেবারে সদলে আমার কাছে এসে উপস্থিত হ'লে?

মালো। এটা কি ভদ্দরলোকের মত কথা হ'ল?

ঐশ। আমি তো ভদ্দরলোক নই মিঞা! আমি ভিকিরী—ভিক্ষে ক'রে খাই; আমার ভদ্দরলোকের মত কথা কোথা' থেকে হবে বল।

মালো। দেখি, তোমার মুখখানা ভাল ক'রে,—তুমি না ঐশকর্ণ!

ঐশ। বাঃ, বাঃ, একেবারে যে অন্নপ্রাশনের নাম ধ'রে ডেকে ফেল্লে চাঁদ! কিছু সম্বন্ধ পাতাবার ইচ্ছে আছে নাকি?

মালো। আমরা তোমার আশ্রিত, আর তুমি আমাদের সঙ্গে এই রকম ক'রে কথা কইছো?

ঐশ। আশ্রিত! তোমাদের আশ্রয় দিলে কে! অত ভনিতায় কাজ নেই,—কি চাও সাফ্ কথা বল দেখি মিঞা সাহেব!

মালো। আমরা তোমাকে চাই।

ঐশ। কেন মিঞা, বোনাই ক'র্ব্বে ?

মালো। এঁ্যা, আমাকে পরিহাস করা! এখুনি রাণার কাছে নিয়ে গিয়ে এর উচিতমত শাস্তি দোব।

ঐশ। ওঃ, তুমি রাণার লোক ? তা' ঠিকই হ'য়েছে, বেশ্যাপুত্র রাজার কর্ম্মচারী তুমি না হ'লে মানাবে কেন! তাহ'লে রাণা অকৃতজ্ঞ নন্ ?—আমাকে ভোলেন নি ? কি বল ?

মালো। ভুল্‌বেন্ কি! তোমার জন্য ঠাণ্ডা গারদ তৈরি ক'রে রেখেছেন।

ঐশ। এঁ্যা, বল কি! তাহ'লে তো তোফা থাকা যাবে! এই গরমে প্রাণ যাচ্ছে, এমন সময় ঠাণ্ডা গারদ তো স্বর্গ।

মালো। তা' চল—

ঐশ। হঁ্যা, যাব বৈ কি। রাণা আমায় নিয়ে যাবার জন্য এমন খাতির ক'রে লোক পাঠিয়েছেন, আর আমি যাব না! তাহ'লে গরীবের কুটিরে যখন এসেছ তখন তোমাদের কিঞ্চিৎ জলযোগ না করিয়ে ছাড়্‌বো না।

মালো। আর জলযোগে কাজ নেই, চল!

ঐশ। আরে, আরে, সে কি হয় চাচা! তোমরা অতিথি, দেব্‌তা; তোমাদের সেবা না ক'রে কি ঘর থেকে বেরোতে পারি! আরে, তাও কি কখনো হয়! তুমি একটু জলযোগ না ক'ল্লে, আমার মনটা বড়ই কর্‌কর্ ক'র্ব্বে। (হঠাৎ কুটির মধ্যে প্রবেশ করিয়া অপর একটি দ্বার দিয়া পলায়ন)

মালো। (কিয়ৎক্ষণ পরে) কোথা' গেল—ঘর থেকে বেরোয় না কেন ? দেখ্, দেখ্—

(সৈন্যগণের কুটির মধ্যে প্রবেশ ও ইতস্ততঃ অন্বেষণ)

১ম সৈন্য। কই, কোথাও তো দেখ্‌তে পাচ্ছি না!

মালো। এ্যাঁ, ব'লিস্‌ কি? দেখ্‌ দেখ্‌ কোথাও দর্‌জা টর্‌জা আর আছে কি না? (কুটির মধ্যে প্রবেশ)

১ম সৈন্য। এই যে একটা দরজা। এ যে বাইরে থেকে বন্ধ। বোধ হয় ব্যাটা এইখান দিয়ে পালিয়েছে।

মালো। এ্যাঁ, সে কি?

(সকলকে কুটিরমধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া ঐশকর্ণ চুপি চুপি আসিয়া বাহির হইতে কুটিরদ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল)

মালো। এ্যাঁ! এ্যাঁ! দর্‌জা দিচ্ছে কে? দর্‌জা দিচ্ছে কে?

ঐশ। অতিথি-সেবা ক'র্ব্বো চাচা, অতিথি-সেবা ক'র্ব্বো। দাঁড়া ব্যাটারা, এইবার ঘরে আগুন ধরিয়ে দি'—সব ব্যাটারা পুড়ে মর্‌।

সকলে। ওরে বাবারে, পুড়িয়ে মার্‌লে রে! (ঘন ঘন দরজায় আঘাত করিতে লাগিল)

(নেপথ্যে একসঙ্গে বহুসংখ্যক অশ্বের পদধ্বনি)

ঐশ। একি, অশ্বারোহণে আবার কারা আসে! এ-ও কি আমাকে বন্দী ক'র্ত্তে না কি? দেখি একবার— (প্রস্থান)

মালো। (কুটির মধ্য হইতে) ভাঙ্গ্‌, ভাঙ্গ্‌, দর্‌জা ভেঙ্গে ফ্যাল্‌।

(কুটির-দ্বারে ঘন ঘন পদাঘাত)

(সসৈন্য অখিলরাও, পান্না এবং সুদর্শনসহ ঐশকর্ণের পুনঃপ্রবেশ)

ঐশ। মা, মা, অধম সন্তানের ওপর তোর এত করুণা! রাওসাহেব, আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি,—আর আমার সাহায্যের প্রয়োজন নেই। ঈশ্বরেচ্ছায় একাই আমি শত্রুকে আয়ত্ত ক'রে ফেলেছি; এইবার অগ্নির সাহায্যে শত্রুকুল নির্ম্মূল ক'রে ফেল্‌বো।

পান্না। ছিঃ রাওলজী, এ মনুষ্যোচিত ব্যবহার নয়। যখন কাজ

মিটে গেছে, তখন আর অনর্থক প্রাণীবধে প্রয়োজন কি! দরজা খুলে দিন। বরং ওদের সর্দ্দারকেই বন্দী ক'রে রাণার কাছে নিয়ে যান, রাণাও কিছু ভয় পা'ক্।

অখিল। ঠিক ব'লেছ, পান্না! (ঐশকর্ণের প্রতি) দরজা খুলে দিন।

(ঐশকর্ণ কুটির-দ্বার খুলিতেই সসৈন্য মালোজী বাহির হইল)

ঐশ। দেখ্‌ছো কি চাচা, চাকা ঘুরে গেছে! এখন হাত দুটি আস্তে আস্তে বাড়িয়ে দাও দেখি, আমি বেশ ক'রে বেঁধে ফেলি। দেখি, হাত দেখি। নইলে—(ছুরী প্রদর্শন)

মালো। না, বাবা, হত্যা ক'র না, সব ফুরিয়ে যাবে; তার চেয়ে বন্দী কর। (দুটি হাত বাড়াইয়া দিল, ঐশকর্ণ স্বীয় উষ্ণীষ দ্বারা মালোজীর হস্তদ্বয় বন্ধন করিতে লাগিল)

ঐশ। (অখিলরাওয়ের প্রতি) আপনারা আমার বাসস্থানের সন্ধান পেলেন কি ক'রে? (মালোজীর সঙ্গীদের প্রতি) তোমরাও এগিয়ে এস। (উষ্ণীষের বাকী অংশ লইয়া মালোজীর সঙ্গে তাহাদেরও বন্ধন করিল)

অখিল। পান্না আপনাকে আবুপর্ব্বতে দেখেছিল এই সন্ধানমাত্র অবলম্বন ক'রে আমরা অগ্রসর হ'চ্ছিলুম্—এখানে যে আপনার দেখা পাব, এ আমরা স্বপ্নেও ভাবি নি।

ঐশ। শোণিগুরুসর্দ্দার, আপনাদের ঋণ আমি জীবনে ভুল্‌তে পার্ব্বো না। কিন্তু, আপনি বনবীরের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কাজ্‌টা বোধ হয় ভাল ক'র্লে'ন না! বনবীর নিশ্চয়ই এ সংবাদ জান্‌তে পার্ব্বে।

অখিল। তা' তো পার্ব্বেই! আর অপর সূত্র থেকে জান্‌বার পূর্ব্বে আমি নিজেই তাকে জানাবো। আপনি বোধ হয় জানেন না—বনবীর আমাদের কি সর্ব্বনাশ ক'রেছে!

ত্রৈশ। খুব জানি, রাওসাহেব! তাহ'লে আপনি দয়া ক'রে বন্দীদের নিয়ে আসুন, আমি আগে থেকে রাণাকে একটু ত্রস্ত করি গে'।

(প্রস্থান)

অখিল। পান্না, সুদর্শন, তোমরাও চিতোর চল।

পান্না। না, রাওসাহেব, এখন আর আমরা চিতোরে যাব না। আমাদের নিয়ে হয় তো আপনারা বিপদে প'ড়্‌তে পারেন। আমরা শুভসংবাদের প্রতীক্ষায় আপাততঃ আপনার গৃহে অপেক্ষা ক'র্ব্বো।

অখিল। সেই ভাল! এই নাও আমার আঙ্গুঠি রেখে দাও, নইলে প্রহরী গৃহে প্রবেশ ক'র্ত্তে দেবে না।　　　(সকলের প্রস্থান)

অষ্টম দৃশ্য।

চিতোর—মন্ত্রণা-গৃহ।

যশোবর্ম্ম, জগমল, সহিদাস, সঙ্গ ও পৃথ্বীরাজ।

যশো। কেমন, সযত্নে যে বিষতরু রোপণ ক'রেছিলে,—এইবার তার ফলভোগ ক'চ্ছ?

জগ। মন্ত্রিবর, আর আমাদের লজ্জা দেবেন না। কি কুক্ষণেই যে সেদিন ক্রোধ-চণ্ডাল আমাদের হৃদয় আক্রমণ ক'রেছিল!

সহি। গত বিষয়ের অনুশোচনায় আর লাভ কি কৈলবাপতি! এখন বনবীর যাতে হীনবল হয় তার চেষ্টা করা যা'ক্।

জগ। বনবীরকে হীনবল ক'রেই বা কি ক'র্ব্বে? জেন' সহিদাস, সে যতদিন মেবারের সিংহাসনে উপবিষ্ট থাক্‌বে, ততদিন মেবারের কোনোক্রমেই মঙ্গল নাই।

সহি। তাহ'লে কি করা যায়?

সঙ্গ। বনবীরকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে দেওয়া যাক্।

সহি। তারপর?

সঙ্গ। এখন মেবারে না হয় কিছুদিন সাধারণ-তন্ত্রই চ'লুক্।

যশো। তাহ'লে মেবারের নাম শুদ্ধ উপে যাবে। এ তবু সিংহাসনে একজন রাজা আছে ব'লে এখনও বাইরের শত্রু মাথা তুল্‌তে পার্চ্ছে না। কিন্তু মেবারে যদি একবার সাধারণ-তন্ত্র হয়, তাহ'লে সকলেই স্ব স্ব প্রাধান্যের চেষ্টা ক'র্ব্বে, ঘরে ঘরে অন্তর্বিপ্লব বেধে যাবে; এ তবু শত অত্যাচারেও মেবার স্বাধীন—সে দুদিনেই মেবারকে স্বাধীনতা বিক্রয় ক'র্ত্তে হবে। বাগোরেশ্বর, এ সাধারণ-তন্ত্রের দেশ নয়,—এ সাধারণ-তন্ত্রের জাতি নয়।

পৃথ্বী। তাহ'লে কি করা যায়! এইরকম অত্যাচার কি নীরবে সহ্য ক'র্ত্তে হবে?

জগ। আশ্চর্য্য, রাজসিংহাসনের কি মাদকতা! রাজা হবার পূর্ব্বে বনবীরের হৃদয় কত উদার, কত মহৎ ছিল; সিংহাসন অধিকারের কয়েক ঘণ্টা পরে একেবারে পরিবর্ত্তিত হ'য়ে গেল! মানুষ পশু হ'ল! সাধু দস্যু হ'ল! দেব্‌তা পিশাচ হ'ল! ধন্য রাজক্ষমতার মোহিনী শক্তি!

সহি। চুপ্, আস্‌ছে।

(বনবীরের প্রবেশ)

বন। মন্ত্রি, দিন দিন তোমার যত বয়স বাড়্‌ছে, তুমি কি শিশু হ'চ্ছ?

যশো। এ কথার অর্থ কি, রাণা?

বন। অর্থ কি বুঝতে পার না? মেবারের রাণার মন্ত্রণা-গৃহ

সামন্তদের সঙ্গে খোস্‌গল্পের স্থান নয়। তুমি মন্ত্রী—তুমি এখানে আস্‌তে পার। তাও যখন আমি উপস্থিত থাক্‌বো—আমার অনুপস্থিতিতে তোমারও এখানে আস্‌বার অধিকার নেই।

যশো। তা' তো জান্‌তুম্ না রাণা! রাণা সঙ্গের আমল থেকে এইরূপ ক'রে এসেছি,—আজও ক'চ্ছি।

বন। এখন মেবারের রাণা সঙ্গ নয়—রাণা বনবীর। এখন বনবীরের নিয়মই তোমাদের পালন ক'র্ত্তে হবে।

(ঐশকর্ণের প্রবেশ)

ঐশ। না ক'র্ল্লে'ই গারদ,—বুঝেছেন্?

বন। কে তুই?

ঐশ। এই যে আমাকে গারদে দেবেন ব'লে আন্‌তে লোক পাঠিয়েছিলেন? আমি তাই গারদে থাক্‌তে এসেছি। এর মধ্যে সব কথা ভুলে গেলেন?

বন। এ বাতুলকে এখানে কে আস্‌তে দিলে! প্রাসাদ কি রক্ষী-শূন্য!

ঐশ। আমি বাতুল? মেবারের মধ্যে আজ যদি কেউ বাতুল থাকে তো সে তুমি। নিজের হীনজন্মের কথা, নিজের অবস্থার কথা ভুলে গিয়ে পাগলের মত তোমার যা' মনে হ'চ্ছে তাই ক'চ্ছ'।

বন। তবে রে শয়তান্—(অসি নিষ্কাশনের উদ্যোগ)

(যবনবেশী মালোজী ও তাহার সঙ্গীদের একসঙ্গে বন্ধন করিয়া অখিলরাওয়ের প্রবেশ)

অখিল। হাঁ, হাঁ, কি করেন, রাণা! এ ব্যক্তিকে একা ভাব্‌বেন্ না।

বন। অখিলরাও! এরা কে?

ঐশ। ওরা আমার চাচা যে—চিন্‌তে পাচ্ছ' না? তুমিই তো

ওদের আমার কুটিরে অতিথি হ'তে পাঠিয়েছিলে। এঁরা যদি গিয়ে না প'ড়্‌তেন্, তাহ'লে এমন অতিথি-সৎকার ক'র্ত্তুম্ যে চাচাদের মাম্‌দো ক'রে তোমার ঘাড়ে একবার না চড়িয়ে ছাড়্‌তুম্ না।

বন। একি, একি ধৃষ্টতা! অখিলরাও, এ ব্যক্তি আমার শত্রু; শত্রুকে দমন করা আমার কর্ত্তব্য, তুমি তাতে অন্তরায় হও কিসের জন্য ?

অখিল। এ ব্যক্তি আপনার শত্রু হ'য়েছে কখন থেকে রাণা? আপনার প্রাণ রক্ষা কর্ব্বার আগে—না পরে ?

বন। (চমকিত হইয়া) আমার প্রাণ রক্ষা ক'রেছে সত্য; কিন্তু তারপর আমায়—

অখিল। তথাপি আপনার জীবনদাতা।

বন। যাক্ অখিলরাও, যা' হ'য়ে গেছে যেতে দাও। এখন তুমি তোমার বন্দীদের মুক্ত কর; ওদের কোনো অপরাধ নেই, আমিই ওদের পাঠিয়েছিলুম্। (অখিলরাও, মালোজী ও তাহার সঙ্গীদের মুক্ত করিয়া দিল) যাও, তোম্‌রা এখন এখান থেকে যাও।

(বনবীরকে অভিবাদন করিয়া মালোজী ও তাহার সঙ্গীদের প্রস্থান)

ঐশ। আবার তোমাদের সঙ্গে আমার কবে দেখা হবে ব'লে যাও চাচা! (অখিলরাওয়ের প্রতি) রাওসাহেব, আমার পাগ্‌ড়ীটা—(অখিলরাওয়ের নিকট হইতে পাগ্‌ড়ীটি লইয়া নিজের মাথায় বাঁধিতে লাগিল)

বন। অখিলরাও, তুমি এ বিষয়ের মধ্যে গিয়ে প'ড়েছিলে ব'লে তোমার খাতিরে আমি ওকে ক্ষমা ক'ল্লু'ম্। এখন তুমি ওকে এখান থেকে চ'লে যেতে বল, এ পাগ্‌লামীর স্থান নয়।

অখিল। পাগল ব'ল্‌ছেন্ কাকে রাণা! ইনি যে ডুন্‌গারপুরের সামন্তরাজ ঐশকর্ণ।

সকলে। ঐশকর্ণ! ঐশকর্ণ! এস, ভাই এস।

বন। আপনি ঐশকর্ণ! আপনি ডুন্‌গারপুর পরিত্যাগ ক'রেছেন কিসের জন্য?

ঐশ। ডুন্‌গারপুরে বড় মশা হ'য়েছিল রাণা,—তাই তাদের কামড়ের জ্বালায় ছিটকে বেরিয়ে প'ড়েছি। আচ্ছা, এখন তবে আসি; দিবা দ্বিপ্রহর অতীত, জঠরের হব্যবাহনকে কিঞ্চিৎ ঠাণ্ডা করি গে'।

(ঐশকর্ণের প্রস্থান)

বন। অখিলরাও, আজ তুমি আমার একটি মহৎ উপকার ক'রেছ। আমি অভিমানে অন্ধ হ'য়ে আমার জীবনদাতার প্রাণ সংহারে উদ্যত হ'য়েছিলুম্; তুমি আমায় সেই পাপ থেকে আজ নিবৃত্ত ক'রেছ। এর জন্য আমি আজ তোমাকে এক মহৎ সম্মানে সম্মানিত ক'র্ব্বো।

অখিল। সে কি সম্মান রাণা?

বন। আমার ভুনা তোমাকে ভক্ষণ করাবো। আমি এখুনি রসোরায় গিয়ে তার ব্যবস্থা ক'র্চ্ছি।

অখিল। বনবীর, আমাকে এরূপভাবে অবমানিত কর্ব্বার কি প্রয়োজন ছিল!

বন। কেন অখিলরাও, অবমান কিসের! আজ আমি তোমার উপর প্রসন্ন হ'য়ে তোমাকে ভুনা দান ক'র্চ্ছি, এর জন্য তোমার অদৃষ্টকে শত সহস্র ধন্যবাদ প্রদান কর।

অখিল। বাপ্পারাওয়ের প্রকৃত বংশধরের নিকট প্রাপ্ত হ'লে এ প্রসাদ গৌরবের বিষয় হ'ত বটে! কিন্তু, পৃথ্বীরাজের গণিকা শীতল-সেনী দাসীর পুত্রহস্তে ইহা গ্রহণ করা ঘোরতর অবমাননা ভিন্ন আর কি হ'তে পারে! সামন্তগণ, তোমরা কি হিম, অসাড়! একটা জারজ মেবারের সিংহাসনে ব'সে যথেচ্ছাচার ক'র্চ্ছে, আর তোমরা এখনও নীরবে

তাই সহ্য ক'চ্ছ? জারজ—সুজাতকে ব'ল্ছে, "আমার উচ্ছিষ্ট গ্রহণ ক'রে অদৃষ্টকে শত সহস্র ধন্যবাদ দাও"। ওঃ, ঈশ্বর! ঈশ্বর! তোমার বজ্রের অগ্নি কি নির্ব্বাণ হ'য়ে গেছে! পৃথিবীর কম্পনশক্তি কি রহিত হ'য়েছে! উঃ, এ অপমান যে আমি জীবনে কখনও পাই নি! চল, চল, সামন্তগণ, এই মুহূর্ত্তে গিয়ে উদয়সিংহকে অভিষিক্ত করি গে'।

সকলে। উদয়সিংহ! কোথায় উদয়সিংহ! সে তো ম'রে গেছে।

অখিল। না সামন্তগণ, দর্পহারী মধুসূদন—এই দুর্ম্মতির দর্প চূর্ণ কর্ব্বার জন্যই উদয়সিংহকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। রাজধাত্রী পান্না এই রাক্ষসের কবল থেকে তাকে রক্ষা ক'রেছে। চল সামন্তগণ, আজই আমরা তাকে অভিষিক্ত ক'র্ব্বো।

(বনবীর ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

বন। (কিয়ৎক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া থাকিবার পর) এ সব কি! কিছু বুঝ্‌তে পার্চ্ছি না! একি আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছি!

তৃতীয় অঙ্ক।

——:০:——

প্রথম দৃশ্য।

ইদর—ভীলপল্লী।

মান্থ ও অন্যান্য ভীলগণ।

১ম ভীল। সর্দ্দার, তু কি ক্ষেপিয়ে গেলি? জৈন্ আশা শার কাছে গিয়ে তুই ভি উহার মাফিক্ জৈন্ হ'য়ে গেলি? ধনুক কাঁড়্ সব তোড়্ দিলি?

মান্থ। মনুয়া, ধনুক কাঁড়্ নেই তোড়্নেসে, শীকার কর্নেসে রাজা যে হামার হাঁথ্সে ফল লেতা নেই!

২য় ভীল। হা, হা, হা,! বুঢ়া আশা শা রাজাকো ভি ওইসা কর্ দিয়া!

মান্থ। এ মনুয়া, এ পরান্থ, এ ঝিমন্,—হামার বাত্ শুন্। তোরা ভি সব ধনুক কাঁড়্ তোড়্ ডাল্।

২য় ভীল। বাউরাকা মাফিক্ তু কি ব'ল্ছিস্ সর্দ্দার। ধনুক কাঁড়্ ভীল্লোক্কা জান্ আছে; জান্ ছোড়্নেসে হাম্লোক্ জীয়েগা ক্যায়সে সর্দ্দার!

মান্থ। রাজাকা বাত্, রাজাকা খুসী বড়া হুয়া নেই—তোরা জান্ কি এতো ব'ড় হ'ল ঝিমন্!

১ম ভীল। নেই সর্দ্দার, রাজাকো আস্তে জান্ দেনে ভীল্লোক্

কভি ডর্‌তা নেই। লেকিন্ উস্কো খেয়াল্‌পর্ চল্‌না তো আচ্ছা নেই সর্দ্দার!

মান্থ। হামার বাত্ লিবি না? তব্ হাম্‌কো যানে দে'। তু লোক্'কা যো খুসী হোয় ওহি কর্। (প্রস্থানোদ্যত)

সকলে। নেহি, নেহি, শুন্ সর্দ্দার!

মান্থ। কি শুন্‌বে! যো লোক্ রাজাকো বাত্ মান্‌তা নেই, ভাল মন্দ তৌল্ কর্‌তা, হাম্ উস্কো মু দেখ্‌নে মাঙ্গ্‌তা নেই; ও লোক্ রাজাকা দুষমন্ আছে।

১ম ভীল। মাফ্ কর্ সর্দ্দার, হামিলোক্‌কো মাফ্ কর্ সর্দ্দার! তুহার সাম্‌নে আজ হাম্‌রা হামাদের জান্ কা মাফিক্ পেয়ারা ধনুক কাঁড়্ তোড়্ দিচ্ছে। (সকলে তীর ধনুক ভঙ্গ করিতে উদ্যত হইল)

(পান্না, সুদর্শন, অখিলরাও, জগমল, সহিদাস,
সঙ্গ ও পৃথ্বীরাজের প্রবেশ)

পান্না। কি ক'চ্ছ—কি ক'চ্ছ মান্থ, আমাদের এতদিনের আশা পণ্ড ক'র্ত্তে বসেছ!

মান্থ। ধাই! কি ক'র্ব্বে ধাই! আগর ভাই যে হাম্‌রা হাঁথ্‌সে ফল লেতা নেই!

পান্না। আমি এই রাওসাহেবের মুখে সব শুনেছি। এর সম্মুখে সেদিন তুমি তোমার নিজের তীর ধনুক ভেঙ্গে ফেলেছ, আজ আবার এই সহস্র ভীলকে অস্ত্রচ্যুত ক'র্ত্তে ব'সেছ। একে তো রাজভক্তি বলে না মান্থ! আমরা রাজাকে অভিষিক্ত কর্ব্বার জন্য কমলমীরে চ'লেছি;—আজই হয়তো বনবীরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ক'র্ত্তে হবে। তোমাদের ওপর আমার যে বড় আশা ছিল,—তোমরা অস্ত্র পরিত্যাগ ক'র্লে রাজাকে রক্ষা ক'র্ব্বে কে?

মাহু। লেকিন্ জীউ মার্‌নেসে রাজা যে ব'ড় দুখ্ পাতা। ওই আস্তে—

পান্না। জীবহত্যার জন্যই যে অস্ত্রধারণ ক'র্ত্তে হবে, তার তো কিছু মানে নেই মাহু! অবলা জীব—যারা কথা কইতে পারে না—নিজেদের ক্ষণিক তৃপ্তির জন্য তাদের হত্যা করা মহাপাপ। কিন্তু আত্মরক্ষা না করাও যে মহাপাপ মাহু! ধর, একটা ব্যাঘ্র কিম্বা একটা বিষধর সর্প, অথবা একটা দস্যু হঠাৎ তোমাকে আক্রমণ ক'ল্লে—হাতে অস্ত্র না থাক্‌লে তুমি কি ক'র্ব্বে সর্দ্দার! তুমি কি নীরবে তাদের কবলে পতিত হবে? তোমার চোখের সাম্‌নে যদি একটা দুর্ব্বলের ওপর অত্যাচার হয়, প্রাণীবধ আশঙ্কায় শঙ্কিত হ'য়ে তুমি কি তখন সেই অত্যাচার নীরবে দাঁড়িয়ে দেখ্‌বে? মাহু, শুনেছি এই ভারতবর্ষে—সম্প্রীত প্রভৃতি জৈন রাজারা, অশোক, হর্ষবর্দ্ধন প্রভৃতি বৌদ্ধ রাজারা—যাঁরা অহিংসাধর্ম্ম প্রচার ক'রে গেছেন—তাঁরাও রাজত্ব ক'রেছিলেন। শুধু হাতে কখনও রাজত্ব করা হয় না সর্দ্দার! আমার কথা শোন—যদি রাজাকে ভালবাস, যদি তাঁকে দেবতার মত ভক্তি কর—তাহ'লে তাঁর এই বিপদ-সহচর সহস্র ভীলকে অস্ত্রত্যাগ করিও না। তুমিও আমাদের সঙ্গে গিয়ে রাজার কাছে অস্ত্রধারণের অনুমতি ভিক্ষা ক'রে নেবে চল। উদয়সিংহ বেঁচে আছে, উদয়সিংহ অভিষিক্ত হ'য়েছে—একথা শুনে বনবীর কখনও নিশ্চিন্ত থাক্‌বে না।

মাহু। আজ রাজাকে অভিষেক ক'র্ব্বি ধাই? জয় সীতারাম! জয় সীতারাম! মনুয়া, ঝিমন্,—আর তুলোক্‌কো ধনুক কাঁড়্ তোড়্‌নে হ'বে না। যা' যা' ভেইয়া, জল্‌দী যা'—আজ বন উঝড়্ কর্‌কে ফল মূল লিয়ে আয়। রাজাকো গোড়্‌পর ডালি দেবে। লেকিন্ ধাই,—হাত্‌মে অস্তর দেখ্‌কে রাজা যদি—

পান্না। তোমার ফল না নেয়? আমরা বুঝিয়ে ব'লবো। ভয় নেই মাহু, রাজা যখন আপনাকে রাজা ব'লে জান্‌তে পার্ব্বে, যখন বনবীরের অত্যাচার-কাহিনী শুন্‌বে, তখন রাজারও বুকের রক্ত লাফিয়ে উঠ্‌বে। তিনি তখন নিজেই তোমাকে অস্ত্রধারণ ক'র্ত্তে ব'ল্‌বেন্। তবে মাহু, রাজভক্তির দোহাইয়ে আজ যেমন জীবহত্যায় তোমার বিরাগ এসেছে, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যেন এই বিরাগ তোমার চিরদিন থাকে।

সকলে। ধন্য, ধন্য পান্না।

অখিল। বুঝেছি তুমি সামান্যা ধাত্রী নও—তুমি জগদ্ধাত্রী।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কমলমীর-দুর্গ-সম্মুখস্থ পথ।

উদয়সিংহ দুর্গের হনুমানদ্বার নামক একটী দ্বারে দাঁড়াইয়া কারুকার্য্য সকল দেখিতেছিল।

উদয়। কি সুন্দর শিল্প! যে দিকে চাই, সেইদিক্ থেকেই যেন আর আমার চোখ্ ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছে হয় না। এই কমলমীরে এমন সুন্দর সুন্দর চিত্ত-চমক-প্রদ দৃশ্য আছে, কাকা তো কই একদিনও তা' আমাকে বলেন নি! আশৈশব আমাকে ঘরের গণ্ডীর ভেতর আবদ্ধ ক'রে রেখেছেন; আমায় কখনও বাইরে বেরোতে দেন্ না—কেন? কিসের জন্য? কাকা তো আমাকে খুব ভালবাসেন, তবে আমায় এই দর্শন-সুখকর দৃশ্য দর্শনে কেন বঞ্চিত রেখেছেন? কিছু বুঝ্‌তে পারি

না! মনে হ'চ্ছে একবার যেন অনেকদিন আগে এই সব দেখেছিলুম্। না, তাই বা কেমন ক'রে হবে! কার সঙ্গে আস্‌বো! তবে হয়তো ছোট বেলায় চাকর বাকরেরা আমায় কোলে ক'রে এই খানে নিয়ে আস্‌তো! কি জানি, এই রকম ছায়ার মত আমার কত কি মনে পড়ে। কি, সে সব স্পষ্ট বুঝ্‌তে পারি না। ওকি, কারা গান গাইতে গাইতে আস্‌ছে!

(ঐশকর্ণ ও চারণগণের গাহিতে গাহিতে দুর্গ-সম্মুখস্থ পথে প্রবেশ)

(গীত)

চিরসুন্দর তুমি, সুন্দর মেবারে, কমলমীর!
অতুল সুষমা জড়িত তোমার দীর্ঘ-বিতত দুর্গ-প্রাচীর।
কোকিলকলাপ-কুহরিত, মৃদুল মলয়-শিহরিত,
চির-বসন্ত-বিহরিত নন্দন তুমি ধরণীর!
নিঝ'র-কল-গীতি-মুখরিত, পুষ্প-বন-বাস-বিমোহিত,
অমল যশোভাতি-বিজড়িত তব উন্নত শ্বেত শির।
নাগরকোটের "হনুমান-দ্বার," আজও বক্ষে বিরাজে তোমার,
কুম্ভ আনিয়া দিল উপহার, শোভা বাড়াতে তোমার শ্রীর।
স্বর্গ হইতে রবি শশধরে, অগ্রে তাদের রশ্মি-নিকরে,
না ঢালি' তোমার মস্তোপরে, ছোঁয় না মাটি এ ধরিত্রীর।
কুম্ভরাণার সাধনার ভূমি, রাজপুতের গরিমা তুমি,
নমি মা তোমার চরণ চুমি,' কীর্ত্তি অতীত শতাব্দীর।
ডুবে যাও যদি কালের গর্ভে, পড়ে যদি ঘা তোমার গর্ব্বে
তবু তুমি জেন' কভু না ম'র্ব্বে, কণ্ঠে রহিবে চারণ কবির।

উদয়। (ঐশকর্ণকে লক্ষ্য করিয়া) শোন—

ঐশ। (চারণগণের প্রতি) তোমরা এগোও আমি যাচ্ছি।

(গাহিতে গাহিতে চারণগণের প্রস্থান ও উদয়ের নিকট ঐশকর্ণের আগমন)

উদয়। কে তোমরা—এ কি গান গাইছিলে?

ঐশ। আমরা চারণ—এই কমলমীর দুর্গের গৌরব-গাথা গাইছিলুম্। রাণা কুম্ভ এই দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়েছিলেন। এই যে দ্বারদেশে প্রকাণ্ড কপিমূর্ত্তি দেখ্‌ছো, নাগরকোট জয় ক'রে এ মূর্ত্তি রাণা কুম্ভই এখানে নিয়ে আসেন। তুমি এই দুর্গের দ্বারে দাঁড়িয়ে র'য়েছ, কখনও কারুর কাছে এর বিষয়ে গল্পও শোনো নি? তুমি থাক কোথায়?

উদয়। এই দুর্গের ভেতর আশা শার বাটিতে।

ঐশ। এই দুর্গের ভেতর থাক আর এই দুর্গের খবর জানো না? তুমি আশা শার কে হও?

উদয়। আমি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র।

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। আপনি এখানে চ'লে এসেছেন? বলি শুন্‌ছেন্—আপনি এত দূরে চ'লে এসেছেন্?

ঐশ। যখন যান বাহনাদির কোন চিহ্ন নেই—তখন চ'লেই এসেছেন ধ'রে নিতে হবে বৈ কি।

ভৃত্য। কে তুই?

ঐশ। বাঃ, তুমি তো খুব মিশুনে আছ দাদা! কখনও দেখা নেই—প্রথম সম্বোধনে কে তুই? বা, বেশ, বেশ।

ভৃত্য। তুমি এঁর সঙ্গে কথা কইছো কেন?

ঐশ। কথা কইবো না তো কি দাঁত খিঁচোবো নাকি?

উদয়। না, না, তুমি দুঃখ ক'র না। (ভৃত্যের প্রতি) আমি ওকে

ডেকেছি তাই আমার সঙ্গে কথা ক'চ্ছে—তুই অত চোখ মুখ রাঙ্গাচ্ছিস্ কেন ?

ভৃত্য। চোখ মুখ রাঙ্গাই কি সাধে! আপনি এখানে রাস্তার লোক ডেকে ডেকে কথা কইবেন—আর আমাকে যে ওদিকে মনিব মহারাজের ঝাঁঝ্ শুন্‌তে হ'চ্ছে।

উদয়। কেন, কাকা তোকে ব'ক্‌ছেন, কেন ? তোর তো কোনো অপরাধ নেই।

ভৃত্য। তা' ব'ল্লে আর শোনে কে ব'লুন! যখন চাক্‌রী ক'র্ত্তে এসেছি—তখন অপরাধ না হ'লেও আমাদের অপরাধ। তা' এখন যাবেন —না আমাকে আরও ব'কুনি খাওয়াবেন ?

উদয়। না, যাচ্ছি। (ঐশকর্ণের প্রতি) বাপু, তুমি ওর কথায় কিছু মনে ক'র না। (প্রস্থান)

ভৃত্য। যাও না, আর দাঁড়িয়ে কেন ?

ঐশ। তোমার সঙ্গে একটু আলাপ ক'র্ত্তে ইচ্ছে হ'চ্ছে!

ভৃত্য। আর বাক্‌চাতুরীতে কাজ কি! যাও না।

ঐশ। না মাইরী, তোমার কাছ থেকে যেতে ইচ্ছে ক'চ্ছে না। তোমার নাম কি দাদা ?

ভৃত্য। যাও, যাও, চালাকী ক'রনা, আমি চ'ল্লুম্ (প্রস্থানোদ্যত হইল)

(ঐশকর্ণ ইচ্ছা করিয়া অন্যমনস্কভাবে কয়েকটী মুদ্রা মাটিতে ফেলিয়া দিতেই ভৃত্য ফিরিয়া দাঁড়াইল)

ভৃত্য। একি, এত টাকা কোথেকে পেলে ? ছেলেমানুষের ঠেঙ্গে ভোগা দিয়েছ বুঝি ? এ্যাঁ ? না চুরী ক'রেছ ?

ঐশ। চুপ্, চুপ্, গোল ক'র না—তোমাকেও কিছু দিচ্ছি—

ভৃত্য। না, আমার দরকার নেই। তুমি চোর ?

ঐশ। এই মাটি ক'রেছে! চুপ, চুপ চেঁচিয়ো না—এই নাও কিছু নাও।

ভৃত্য। এঁ্যা? এঁ্যা? আমি?—আমি?

ঐশ। আর আম্‌তায় আমৃতায় কাজ কি দাদা, নাও না, আমি তোমায় দিচ্ছ।

ভৃত্য। (মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে) তাহ'লে—তাহ'লে—দাও—(হাত পাতিল)

ঐশ। কিন্তু আমাকে একটি কথা ব'ল্‌তে হবে।

ভৃত্য। কি কথা?

ঐশ। সত্য ক'রে বল দেখি এই বালকটি কে?

ভৃত্য। সে কথা আমি ব'ল্‌তে পার্ব্বো না।

ঐশ। বল, ব'ল্লে সব টাকাই তোমার।

ভৃত্য। এঁ্যা? এঁ্যা? না, না, আমার টাকা চাই না, আমি পালাই।

ঐশ। পালাবে কেন বন্ধু? বালকটি কে, ব'লেই ফ্যাল না।

ভৃত্য। দোহাই তোমার, আমি কিচ্ছু জানি না।

ঐশ। (কৃত্রিম বিরক্তিসহ) মিছে চালাকী কর কেন? বালক কে, তুমি জানো না?

ভৃত্য। তা' জানি।

ঐশ। তাহ'লে বল, কে?

ভৃত্য। আমাদের মহারাজ্‌জীর ভাইপো।

ঐশ। মিথ্যা কথা।

ভৃত্য। হ্যাঁ, তা'—

ঐশ। শীগ্‌গীর সত্য কথা বল, নইলে এই ছুরী দেখ্‌ছো?

ভৃত্য। ওরে বাবারে, ম'রে গেলুম্ রে!

ঐশ। নাকিসুরে কাঁদ্‌লে হ'চ্ছে না। দেখ, বল যদি, সব টাকাই তোমার—নইলে—

(পান্না, সুদর্শন, অখিলরাও, জগমল, সহিদাস, সঙ্গ, পৃথ্বীরাজ ও সানুচর মাহুর প্রবেশ)

পান্না। নইলে কি রাওলজী?

ভৃত্য। ওগো আমায় রক্ষা কর, আমায় ছুরী মার্‌বে ব'ল্‌ছে।

ঐশ। কে পান্না, সুদর্শন, অখিলরাও, জগমল! একি! কিছু যে বুঝ্‌তে পার্চ্ছি না!

অখিল। (ঐশকর্ণের প্রতি) আপনি এখানে কি ক'চ্ছেন?

ভৃত্য। আজ্ঞে, আমার বুকে ছুরী মাচ্ছেন।

সুদ। কই, উনি তো শান্তভাবে দাঁড়িয়ে র'য়েছেন।

ভৃত্য। হ্যাঁ, শান্তভাবে বৈ কি! এমন ছুরী—লক্‌লক্ ক'চ্ছে। দেখ না, ঐ আল্‌খাল্লার ভেতর লুকিয়ে ফেল্লে।

(অখিলরাও ঐশকর্ণের পানে জিজ্ঞাসুভাবে চাহিল)

ঐশ। আমি ভয় দেখিয়ে এর পেটের কথা বার কর্ব্বার চেষ্টা ক'চ্ছিলুম্। (ভৃত্যের প্রস্থান)

অখিল। কি কথা?

ঐশ। কিছুদিন পূর্ব্বে পান্নার মুখে অবগত হই উদয়সিংহ জীবিত আছেন। কিন্তু কোথায় আছেন সে কথা আমাকে বলে নি। সেইদিন থেকে আমি রাজকুমারের অন্বেষণ ক'রে বেড়াচ্ছি। আজ হঠাৎ একটী বালককে দেখে আমার সন্দেহ হয়। এ তাদের বাটির ভৃত্য—একে প্রলোভন দেখিয়ে, ভয় দেখিয়ে কথা বার কর্ব্বার চেষ্টা ক'চ্ছিলুম্। আপনাদের একসঙ্গে এখানে আস্‌বার কারণ কি?

জগ। যে কারণ আপনি এখানে দাঁড়িয়ে আছেন, সেই কারণ আমরাও আজ এখানে উপস্থিত।

পান্না। রাওলজী, আপনার সন্দেহ বোধ হয় সত্য! বোধ হয় উদয়সিংহকেই আপনি দেখেছেন। মেবারের ভাবী অধীশ্বরকে আমরা এই কমলমীর দুর্গেই সেই দুর্দ্দিনে লুকিয়ে রেখেছিলুম্।

ঐশ। তোমরা কি তাঁর সঙ্গে দেখা ক'র্ত্তে এসেছ ?

সহি। শুধু দেখা ক'র্ত্তে নয়—তাঁকে অভিষিক্ত ক'র্ত্তে।

ঐশ। বনবীর জানে ?

অখিল। জানে। মর্ম্মযাতনায় দগ্ধ কর্ব্বার জন্য তাকে ব'লে এসেছি। নিষ্কণ্টক সাম্রাজ্য ভোগ ক'চ্ছে ভেবে তার প্রাণে বড় আশা হ'য়েছিল ; সেই আশায় নিরাশ কর্ব্বার জন্য ব'লে এসেছি। আপনার কুৎসিত জন্মের কথা ভুলে গিয়ে একটা বিরাট স্বেচ্ছাচারিতায় মেবার ভ'রে দিয়েছিল, ভেবেছিল বুঝি এই ভাবেই তার চিরদিন যাবে ; তাই তাকে অনুশোচনার তুষানলে পোড়াবার জন্য ব'লে এসেছি।

সহি। যাক্, যেটুকু অদৃষ্টে ছিল, হ'য়ে গেছে। চলুন, শীঘ্র শীঘ্র অভিষেকটা সেরে নেওয়া যাক্, আবার বিঘ্ন উপস্থিত হ'তে পারে।

জগ। আবার কি বিঘ্ন হবে! সে বিঘ্নকে তাহ'লে অবমানিত হ'য়ে ফিরে যেতে হবে, সহিদাস!

(মালোজী ও মাহোলীর প্রবেশ)

মালো। উদয়সিংহ বেঁচে আছে ? তোমরা নাকি তাকে অভিষিক্ত ক'র্ত্তে এসেছ ?

মাহো। একবার আমাদের ব'লেও আস্তে পার নি ?

মালো। ভাগ্যে মন্ত্রীর মুখে শুন্লুম্, নইলে এ উৎসব উপভোগ তো আমাদের ভাগ্যে ঘ'ট্তো না।

মাহো। তোমরা এম্‌নি লোকই বটে!

জগ। আমরা কাকেও ডাকি নি শোলাঙ্কিসর্দ্দার! সংবাদ পেয়ে যারা নিজেরা আস্‌তে পেরেছে, তারাই এসেছে। কারুকে নিমন্ত্রণ ক'রে আন্‌বার অবসর পাই নি।

মাহো। না, না, ও আমরা ঠাট্টা ক'রে ব'ল্‌ছিলুম্—ঠাট্টা ক'রে ব'ল্‌ছিলুম্।

মালো। তাহ'লে উদয়সিংহ বাঁচ্‌লো! আহা, রাখে হরি মারে কে! মারে হরি রাখে কে! ভগবান ইচ্ছা ক'র্লে কি না হয়! মরুভূমিও সাগর হয়—

মাহো। আবার মরা মানুষও বেঁচে ওঠে। আহা, সবই করুণাময়ের করুণা!

ঐশ। আহা হা! আপনারা যে ভাবে বিভোর হ'য়ে গেলেন—নৈত্য ক'র্কেন না কি!

মাহো। আহা, হা, হা—

মালো। আহা, হা, হা—

ঐশ। ওহো হো—হো—

(আশা শা ও ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। এই যে, এই যে মহারাজ, এঁনারা—

আশা। চুপ্‌ কর্—চুপ্‌ কর্। আসুন, আসুন আজ আমার পরম সৌভাগ্য, এ দীনের কুটিরে যে আপনাদের মত মহাত্মাদের—হেঁ হেঁ—

ভৃত্য। হেঁ—হেঁ—

আশা। পদার্পণ হ'য়েছে—

ভৃত্য। হ'য়েছে—

আশা। আঃ, তুই চুপ্ কর্ না। সে আনন্দ রাখ্‌বার আমার স্থান নেই। আমি সমস্ত শুনেছি। ছয় বৎসর পূর্ব্বে এই পান্না আর এই সুদর্শন আমাকে এক মহা ভার অর্পণ ক'রে গিয়েছিল, এক মহামূল্য মণি আমার কাছে গচ্ছিত রেখে গিয়েছিল। জিন্‌দেব জানেন—কিরূপ শঙ্কিত প্রাণে এই ছয় বৎসর ধ'রে সেই গুরু ভার বহন ক'র্চ্ছি! আসুন, আসুন—এ বৃদ্ধকে সেই ভার হ'তে অব্যাহতি দিন। এস পান্না, তোমার গচ্ছিত ধন বুঝে নেবে এস।

ঐশ। আশা শা, তুমিই সংসারে ধন্য। পান্না তোমার আগে আমার কাছে কুমারকে নিয়ে গিয়েছিল,—আমি যদি কাপুরুষের মত ফিরিয়ে না দিতুম্, তাহ'লে আমার গৃহেই আজ এ জনতা হ'ত। কুমার আজ আমার গৃহেই অভিষিক্ত হ'তেন। কি ক'র্ব্বো, আমার দুরদৃষ্ট।

আশা। দুঃখ কিসের ভাই, সকলই সেই জিন্‌দেবের ইচ্ছা।

অখিল। আপনি কিন্তু একটি মহাপাপ ক'রেছেন, শ্রাবক হ'য়ে মিথ্যা কথা ব'লেছেন; উদয়সিংহকে আপনি ভ্রাতুষ্পুত্র ব'লেছেন (আশা শার হাস্য)

ঐশ। এরূপ মহাপাপ ক'রে নরকে যাওয়াও গৌরব।

মালো। তাতো বটেই—তাতো বটেই! (সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

বনবীরের কক্ষ।

বনবীর উত্তেজিতভাবে পদচারণা করিতেছিল।

বন। না, হ'তে পারে না! কিছুতেই হ'তে পারে না! আমি নিজের হাতে উদয়সিংহকে হত্যা ক'রেছি, তার মৃত্যুযন্ত্রণা আমি স্বচক্ষে

দেখেছি ; তবে সে আবার কি ক'রে পুনর্জীবিত হ'ল ! না, না, সামন্তরা আমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা ক'রেছে ; মিথ্যা কথা ব'লেছে ; আমাকে ভয় দেখিয়েছে। (দ্বার মোচনের শব্দ শুনিয়া) কে ও ?

(বিজলীর প্রবেশ)

বিজ। আমি।

বন। কি চাস্, কি চাস্ তুই ?

বিজ। বাবা, তোমাকে একটা গল্প ব'লতে এসেছি, শুনবে ?

বন। কি গল্প ?

বিজ। এখন মহাভারত প'ড়তে প'ড়তে পেলুম্। বড় সুন্দর গল্প। এক রাজার এক মন্ত্রীর প্রাণে একসময়ে রাজ্যলিপ্সা জেগে ওঠে। সুযোগ বুঝে সে মন্ত্রী রাজাকে হত্যা করে। রাজার শোকে রাণীও ম'রে যান। তাঁদের এক পুত্র ছিল—হিতৈষী অমাত্যেরা সেই পুত্রকে অন্য এক রাজার রাজ্যে লুকিয়ে রেখে আসে।

বন। বুঝেছি, আর তোর গল্প ব'লতে হবে না ; আমার কাহিনী তুই আমাকে শোনাতে এসেছিস্ ?

বিজ। না বাবা, এ চন্দ্রহাস রাজার গল্প ; এ গল্প মহাভারতে আছে ; তবে অনেকটা তোমারই কাহিনীর মত।

বন। আমাকে এ গল্প শোনাবার তোর কি প্রয়োজন ?

বিজ। প'ড়তে প'ড়তে দেখলুম্ তোমার কাহিনীর সঙ্গে গল্পটি বেশ মিলে গেল ; তাই তোমায় ছুটে ব'লতে এসেছি। যদি এই গল্প শুনে তোমার মতি পরিবর্ত্তন হয়। বাবা, সব গল্পটা না শুনতে চাও, সংক্ষেপে তার উপসংহারটা শোন :—ঈশ্বরের কৌশলে পরিশেষে লুকাইত রাজকুমার চন্দ্রহাসই রাজা হ'য়েছিল। তাই ব'লছি বাবা, এতদিন পরে যখন উদয়সিংহের সন্ধান পেয়েছ, তখন তাকে নিজে এনে

মেবারের সিংহাসনে অভিষিক্ত কর। তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'ক্; মেবারবাসীরা তোমার দুর্ব্যবহার ভুলে গিয়ে তোমার মহত্ত্ব গান ক'রুক্। আর তুমিও তো নির্ব্বিবাদে এতদিন রাজ্যভোগ ক'র্লে—আর কেন? এইবার যার রাজ্য তাকে প্রত্যর্পণ কর।

বন। কার রাজ্য? কাকে দোব? আমি মেবারের রাজা,—রাজ্য বিলিয়ে দেবার জন্যই কি আমি এত ক'র্লুম্।

বিজ। স্বেচ্ছায় না দাও, জোর ক'রে নেবে। আজ না দাও, দুদিন বাদে নেবে। উদয়সিংহ যখন বেঁচে আছে, তখন সে তার পিতার রাজ্য কোনোদিন না কোনোদিন এসে অধিকার ক'র্ব্বেই ক'র্ব্বে।

বন। উদয়সিংহ বেঁচে আছে! না কিছুতেই নয়। মিথ্যা কথা। অসম্ভব।

বিজ। ঈশ্বরের রাজ্যে অসম্ভব কিছু নেই বাবা! তোমার মত দেব-চরিত্র মানবের যদি এমন পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভব হয়, তাহ'লে—

(শীতলসেনীর প্রবেশ)

শীতল। বনবীর!

বন। কি মা?

শীতল। কচ্ছদেশ থেকে তোমার কন্যার বিবাহের জন্য ভাট্ নারিকেল এনেছে।

বন। কচ্ছদেশ থেকে? এত বড় রাজস্থানের মধ্যে কেউ নারিকেল প্রেরণ ক'র্লে না?

শীতল। হ'লেই বা কচ্ছদেশ! রাজপুত্র তো বটে! যাও, তুমি আর দেরী ক'র না। শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর সম্বন্ধ স্থির ক'রে ফ্যাল।

বন। আচ্ছা, আমি এখনই সমস্ত ঠিক ক'রে কচ্ছদেশে সওগাদ্ পাঠিয়ে দিচ্ছি। (প্রস্থান)

বিজ। একান্তই এ গৃহে আমাকে রাখ্‌বে না, দাদী?

শীতল। সে কি দিদি, মেয়েছেলে কি চিরকাল পিত্রালয়ে থাকে! কখনও বা এখানে আস্‌বে, কখনও বা সেখানে থাক্‌বে।

বিজ। আমার বিবাহ না হ'লে কি চ'ল্‌ছিল না?

শীতল। সে কি কথা! তুমি মেয়েমানুষ, সোমত্থ হ'য়েছ।

বিজ। সত্য কথা বল, দাদী! এ তুমি আমার ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছ', কেমন?

শীতল। দূর্ পাগ্‌লী! কিসের প্রতিশোধ!

বিজ। আমি তোমাকে অনেক অপমান ক'রেছি—

শীতল। সে কথা কি আর আমার মনে আছে!

বিজ। দোহাই দাদী, ভগবান্ জানেন—তোমাকে মর্ম্মব্যথা দেবার জন্য অপমান করি নি।

শীতল। না, না, তার জন্যে কি হ'য়েছে।

বিজ। তুমি যদি আমার বাবাকে সৎপথে চালিত ক'র্ত্তে, তাহ'লে আমাদের সংসার কি সুখেরই হ'ত, দাদী! আমি চ'লে যাব, তাতে আমার কোনো দুঃখ নেই; শুধু দুঃখ হ'চ্ছে, বাবাকে মানুষ দেখে যেতে পেলুম্ না। আমি তোমার পায়ে ধ'রে মিনতি ক'চ্ছি, তোমার প্রতি যে সকল কটুবাক্য প্রয়োগ ক'রেছি, যে অপমান ক'রেছি, তার জন্য আমাকে ক্ষমা কর; আর আমার পিতাকে সৎ উপদেশ দিয়ে, সৎপথে চালিত ক'র, দাদী!

শীতল। ঈশ্বর জানেন, আমি তোমার পিতাকে কখনও কোনো কু-পরামর্শ দিই নি।　　　　(প্রস্থান)

বিজ। (কিছুক্ষণ ভাবিয়া) না, আমার এ বিবাহ না হওয়াই ভাল। আমার মত হীনবংশের কন্যার উচ্চবংশে বিবাহ হওয়া সম্পূর্ণ অনুচিত।

কচ্ছদেশের রাজা এ সম্বন্ধের প্রস্তাব কেন ক'র্লে্ন? বোধ হয় আমার পিতার ঐশ্বর্য্য দেখে। আমি তাঁর একমাত্র কন্যা—তাঁর বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী—এই আশায়। হারে মানুষ, ঐশ্বর্য্যের প্রলোভনে তোমরা এত হীন হ'তে পার! (প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

কমলমীর—বাদল-মহল।

পান্না, সুদর্শন, আশা শা, উদয়সিংহ, ঐশকর্ণ, অখিলরাও, জগমল, সহিদাস, সঙ্গ, পৃথ্বীরাজ, মালোজী, মাহোলী ও সানুচর মাহু।

আশা। রাজকুমারের বিষয় আশা করি পান্নার কাছে সব শুনেছিলেন, এখন আমার নিকটও আদ্যোপান্ত শ্রবণ ক'র্লে্ন; এ বিষয়ে আর কারুর কোনো সন্দেহ আছে?

জগ। সন্দেহ! কিসের সন্দেহ! সিংহশিশুকে জগৎসমক্ষে পরিচিত কর্ব্বার জন্য তার আর পরিচয় দেবার প্রয়োজন হয় না, আশা শা!

সহি। সহস্র চণ্ডালবালকের মধ্য থেকে রাণা সঙ্গের পুত্রকে বেছে নেওয়া আমার বিবেচনায় খুবই অল্পায়াসসাধ্য। যার চক্ষু নেই, কাকে আর কোকিলের মধ্যে পার্থক্য সেই বুঝ্তে পারে না।

পান্না। যখন সামন্তগণের কোনোরূপ মতদ্বৈধ নাই, তখন আর বিলম্ব ক'চ্ছে্ন কেন; শুভকর্ম্ম শীঘ্র শাগ্র সম্পন্ন হ'তে দিন। আবার বিঘ্ন উপস্থিত হ'তে পারে!

অখিল। বিঘ্ন? আবার কি বিঘ্ন হবে পান্না? রাজকুমারের যা' কিছু বিঘ্ন ছিল, সে সমস্ত তো তুমি তোমার পুত্রের শোণিত দিয়ে ধৌত ক'রে

দিয়েছ ! ধন্য, ধন্য পান্না, তোমার মত মহৎ আত্মত্যাগ দেবতায়ও কখনও করে নি।

সকলে। ধন্য মহত্ত্ব ! ধন্য উৎসর্গ !

পান্না। বাজে কথা ক'য়ে কেন কালব্যাজ ক'চ্ছে'ন ? রাণাকে শীঘ্র শাঘ্র অভিষিক্ত ক'রে ফেলুন।

আশা। হ্যাঁ, আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই। এই নাও পান্না, তোমার গচ্ছিত রত্ন গ্রহণ কর।

পান্না। আমার কার্য্য শেষ হ'য়েছে। এ রত্ন এখন আপনাদের ; আপনারা এঁকে নিয়ে যা' ইচ্ছা হয় করুন।

আশা। পান্না আমাদের চেয়ে অনেক উচ্চে,—গচ্ছিত ধন ফিরিয়ে নিতে চায় না। শোণিগুরুসর্দ্দার, আসুন তবে, আপনিই রাণাকে গ্রহণ করুন (অখিলরাওয়ের হস্তে উদয়কে সমর্পণ করিল)

অখিল। আশা শা, আজ আপনি আমাকে গৌরবান্বিত ক'ল্লে'ন। যদি এত সম্মান দিলেন, তাহ'লে ভোজনের আয়োজন করুন ; বনবীর আমার নিকট তুনা দানের প্রস্তাব ক'রে আমায় বড় অপমান করে, আমি সেই তুনা সঙ্গসিংহের পুত্রের নিকট হ'তে গ্রহণ ক'রে নিজের জীবন সার্থক ক'রে নি'।

জগ। অখিলরাও, আহার আয়োজনের পূর্ব্বে রাণা'র কপালে রাজটীকা অঙ্কিত ক'রে দেওয়া হ'ক্।

আশা। এই যে আমার মা আগে থাক্‌তে তিলক-ধারণের আয়োজন ক'রে রেখেছেন। আপনাদের যে হয় একজন রাণাকে তিলক পরিয়ে দিন।

সহি। কে দেবে ! পান্না, তুমি রাণার কপালে রাজটীকা অঙ্কিত ক'রে দাও।

পান্না। ছিঃ, রাণার অমঙ্গল কামনা ক'র্ব্বেন না। আমি বিধবা—সকল শুভকর্ম্মের বাইরে আমার স্থান। এ পবিত্র কার্য্যের সময় আমার এখানে দাঁড়িয়ে থাকাও অন্যায়।

ঐশ। তা' বই কি! হিন্দুর বিধবা আছে ব'লে এখনও দিবারাত্রি হ'চ্ছে, এখনও চন্দ্রসূর্য্যের নিয়মিত উদয় অস্ত হ'চ্ছে। বিধবা না থাক্‌লে হিন্দুর পাঁজী থেকে ব্রত পার্ব্বণ উঠে যেত', সকাল সন্ধ্যায় দেবমন্দিরে কাংস্য-ঘণ্টা-রব থেমে যেত'। এমন শুভময়ী বিধবাকে শাস্ত্রকার কেন যে সকল শুভকর্ম্মের বাইরে স্থান দিয়েছেন—বুঝ্‌তে পারি না।

পান্না। হিন্দু আমরা—শাস্ত্রকার যা' ব'লেছেন আমাদের নতশিরে তাই পালন করা উচিত; কেন জান্‌বার কোনো প্রয়োজন নেই। আমি বলি, আশা শা জৈন পুরোহিত, উনিই রাজার কপালে রাজটীকা অঙ্কিত ক'রে দিন।

সকলে। হাঁ সেই ভাল, সেই ভাল।

আশা। এ্যাঁ, আমি? আমি দোব? কি ব'লে রাজ-তিলক পরাতে হয়, তা' তো জানি না!

পান্না। আপনি যা' ব'লে দেবেন, রাণার তাতেই মঙ্গল হবে; আপনার ইষ্টমন্ত্র ব'লে দিন।

(আশা শা মনে মনে ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে উদয়সিংহের কপালে রাজটীকা পরাইলেন)

সকলে। জয়, মহারাণা উদয়সিংহের জয়!

মাহু। রাণা, হামি আর জানোয়ার মারে না, হামার হাঁথ্‌সে ফল খা' রাণা!

উদয়। দাও মাহু, তোমার অকৃত্রিম স্নেহ এ জীবনে কখনও ভুল্‌তে

পার্ব্বো না। সেদিন তোমার প্রাণে আঘাত দিয়ে আমি বড়ই দুঃখিত হ'য়েছিলুম্।

পান্না। রাণা, তোমাকে আমার একটি অনুরোধ রক্ষা ক'র্ত্তে হবে। এ ভীলসর্দ্দার মাহুকে অস্ত্রধারণের অনুমতি দাও। তুমি এখন প্রকাশ্যে রাজা —তোমার দেহরক্ষীর প্রয়োজন। আজ না হয় কাল বনবীরের বিরুদ্ধে তোমাকে অস্ত্রধারণ ক'র্ত্তে হবে। মাহুর মত বীরকে অস্ত্রচ্যুত ক'রে রাখা কোনোমতেই যুক্তিযুক্ত নয়। দাও রাণা, ওকে অস্ত্রধারণের অনুমতি দাও।

উদয়। ওরা অবলা পশুকে হত্যা করে—

পান্না। না রাণা, মাহুর কথাবার্ত্তায় বুঝেছি সে অহিংসাধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝেছে; সেই জন্যই আজ এই সমস্ত ভীলদের অস্ত্র ত্যাগ করাচ্ছিল,—আমি বুঝিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছি। দাও রাণা, ওকে অস্ত্রধারণের অনুমতি দাও। অস্ত্র ধ'র্লেই মানুষ নৃশংস হয় না। স্বয়ং বিষ্ণু ভগবানও শঙ্খ পদ্মের সঙ্গে গদা চক্র ধারণ করেন।

উদয়। আচ্ছা মাহু, তুমি আবার অস্ত্রধারণ কর।

মাহু। জয় রাণা! জয় রাণা!

অখিল। রাণার কাছে আমার এক ভিক্ষা আছে।

উদয়। কি সর্দ্দার?

অখিল। বহুদিন পূর্ব্বে আপনার পূর্ব্বপুরুষ হামিরের সঙ্গে আমার পূর্ব্বপুরুষ মালদেব, ছলনা ক'রে তাঁর বিধবা কন্যার বিবাহ দিয়েছিলেন। সেইদিন মহারাণা হামির নিয়ম ক'রেছিলেন যে ভবিষ্যতে আর কোনো গিহ্লোট শোণিগুরুগোত্রের সঙ্গে পরিণয়-বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পার্ব্বেন না। রাণা, মালদেবের সেই দুষ্কর্ম্মের ফল আজও আমাদের ভোগ ক'র্ত্তে হ'চ্ছে। আপনার নিকট আমার এই নিবেদন—আপনি আমার কন্যাকে গ্রহণ ক'রে শোণিগুরুবংশের অপহৃত সম্মান পুনরার্পণ করুন।

উদয়। সর্দ্দার! আমি তো জান্‌তুম্ না আমি রাণা সঙ্গের পুত্র—এরূপ অজ্ঞাতবাসে আছি ; আপনারাই আমাকে সেই কথা জানিয়ে আজ সিংহাসনে অভিষিক্ত ক'র্লেন। আপনার কন্যার সঙ্গে আমার বিবাহ হওয়া উচিত কি না সে কথা আপনারা নিজেদের মধ্যে ঠিক করুন। আমি কি ব'ল্‌বো!

অখিল। তোমাদের কি মত, সামন্তগণ!

সকলে। এ প্রস্তাবে আমরা সকলেই সুখী। আমাদের সকলেরই ইচ্ছা রাণা আপনার কন্যাকে বিবাহ করুন।

অখিল। আমার প্রতি সকলের এই প্রীতির জন্য আমি ধন্য হ'লুম্।

(সকলের অলক্ষ্যে মালোজী ও মাহোলীর প্রস্থান)

আশা। এখন আসুন, তাহ'লে সকলে গাত্রোত্থান করুন। আহারাদির পর শুভকর্ম্মের একটা দিন স্থির ক'রে ফেলা যা'ক্।

ঐশ। চ'লুন, চ'লুন।

জগ। মালোজী মাহোলী কোথায় গেল?

সঙ্গ। তাইতো, চ'লে গেল নাকি! কই আহার ক'র্ব্বে না?

ঐশ। কে, সেই ভদ্দরলোক দুটি? যাঁরা উদয়সিংহ বেঁচে আছে শুনে ভাবে বিভোর হ'য়ে গেছ্‌লেন? তাঁদের বোধ হয় উদয়সিংহের অভিষেক মনোমত হয় নি—

অখিল। তারা অমন আবেগভরে ছুটে এল, তারপর কাউকে না ব'লে চ'লে গেল ; এর মানে কি! তাদের অভিসন্ধি কি! এ এক প্রকার রাণাকে অবমাননা করা!

পৃথ্বী। এ রাজাবমাননার উপযুক্ত প্রতিফল তাদের প্রদান ক'র্ত্তে হবে।

ঐশ। আচ্ছা, তাহ'লে খেয়ে দেয়ে গায়ে একটু জোর ক'রে নেবেন চ'লুন।

পঞ্চম দৃশ্য।

অখিলরাওয়ের বাটীর বারান্দা।

গাহিতে গাহিতে ধীরার প্রবেশ।

(গীত)

প্রেম স্বরগের সুধা—দেবের প্রসাদ ;
শিরে ধ'রে রাখি তাবে জীবনের সাধ।
নিশিদিন প্রাণ ভরি', প্রেমামৃত পান করি,
প্রেমের পরশে নাশি মনের অবসাদ।
মত্ত হ'য়ে প্রেমে সুখে, ঝাঁপিয়ে পড়ি ধরার বুকে,
ভাসাই প্রেমে আপনাকে, খুলে দিয়ে হৃদয়-বাঁধ।

(অখিলরাওয়ের প্রবেশ)

অখিল। সত্য কথা, প্রেম স্বর্গের সুধা—দেবের প্রসাদ। ধীরা!

ধীরা। বাবা, এসেছ ? দেখ বাবা, ঐ ক্ষুদ্র জ্ঞানহীন পক্ষীটি কেমন প্রেমভরে আপনার সন্তানকে আহার করাচ্ছে! বাবা, আমার ইচ্ছে হয় আমি প্রেমে বিভোর হ'য়ে থাকি।

অখিল। প্রেমে বিভোর হ'তে চাস্? তাহ'লে বড় সুসময়ে এসেছি, ধীরা! আজ একটা বিশাল প্রেমের রাজ্য তোর মুঠোর মধ্যে আস্‌ছে, তুই সে রাজ্যের অধীশ্বরী হ'বি। প্রেমে আত্মহারা হ'য়ে যদি

সে রাজ্য পালন ক'র্ত্তে পারিস্, তাহ'লে পৃথিবীতে স্বর্গসুখ উপভোগ ক'র্ব্বি।

ধীরা। কি ব'ল্‌ছো বাবা ?

অখিল। তুই রাণা সংগ্রামসিংহের পুত্রবধূ হ'বি,—মেবারের রাণী হ'বি। তোকে নিয়ে যাবার জন্যই আমি এত আবেগে ছুটে এসেছি।

ধীরা। সে কি বাবা !

অখিল। কাল তোর বিবাহ। রাণা উদয়সিংহের করে তোকে অর্পণ ক'রে আমার জীবন ধন্য হবে।

ধীরা। তোমার কে সেবা যত্ন ক'র্ব্বে বাবা ?

অখিল। আমার কে সেবা যত্ন ক'র্ব্বে ব'লে তোর বিবাহ হবে না ? ধীরা, রমণী হ'য়ে জন্মেছিস্—রমণীর শৈশবের কর্ত্তব্য পিতামাতার সেবা করা—সে কর্ত্তব্য তো শেষ ক'রেছ মা ! এখন পতিগৃহে গিয়ে পতিসেবা ক'রে নারীজন্ম সার্থক কর।

ধীরা। বাবা, তোমার জন্য যে আমার বড় মন কেমন ক'র্ব্বে।

অখিল। আমারও কি মন কেমন ক'র্ব্বে না ধীরা ? শ্রান্তদেহে,—অলস, অবসন্ন হ'য়ে গৃহে ফিরে যখন দেখ্‌বো আমার গৃহ শূন্য—তখন কি চক্ষু ফেটে জল আস্‌বে না মা ! যখন দেখ্‌বো—

ধীরা। বাবা, তোমার যদি এত কষ্ট হয় তাহ'লে আমার বিবাহের প্রয়োজন কি ?

অখিল। পিতার কষ্ট হবে ব'লে কারুর কন্যা কি কখনও অনূঢ়া থাকে ! ধীরা, তোকে রাজরাণী দেখ্‌বো—এই আমার জীবনের মহা সুখ। চ' ধাত্রীকে বলি গে' তোকে সাজিয়ে দেবে, এখুনি সামন্তরা তোকে নিয়ে যেতে আস্‌বে।

(উভয়ের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

আরাবল্লী—গিরিপথ।

মালোজী ও মাহোলীর প্রবেশ।

মাহো। এস মালোজী, এইখানে একটু বিশ্রাম করি।

মালো। বিশ্রামের কথা এখন ভুলে যাও মাহোলী! সামন্তগণের সতর্ক দৃষ্টি, আমাদের অনুসরণ ক'চ্ছে। আমরা যতক্ষণ না চিতোরের দুর্গে প্রবেশ ক'র্ত্তে পার্চ্ছি ততক্ষণ আমরা প্রাণ নিয়ে ফির্তে পার্ব্বো কি না তাতে সন্দেহ আছে।

মাহো। আরে, তারা এখন মৌজ্ ক'চ্ছে। তারা কি আর এখন আস্বে? যাহোক্, আমাদের কিন্তু বড় বোকামী হ'ল। ওদের সঙ্গে আহারে ব'সে গেলে পেটও এখন এমন বাপান্ত ক'র্ত্তো না, আর সামন্তদের ভয়ে এমন থেকে থেকে চ'ম্কে উঠ্তেও হ'ত না। তোমার বুদ্ধি শুনেই তো—

মালো। মাহোলী, তোমার দেখ্ছি এখনও এক পা রথে, এক পা পথে। এখনও ভাব্ছো শ্যাম রাখি কি কুল রাখি। শোন ভাই, এখনও সময় আছে; এখনও ইচ্ছা ক'ল্লে অন্যান্য সামন্তগণের মত তুমিও বনবীরের পক্ষ ত্যাগ ক'রে উদয়সিংহের পক্ষ অবলম্বন ক'র্ত্তে পার। আর না হয় কোনো পক্ষেই থেক' না। এরূপ দোদুল্যমান চিত্ত নিয়ে নিজেই বিপদে প'ড়্বে।

মাহো। আরে, পাগল হ'য়েছো তুমি! আমি ঠাট্টা ক'রে ব'ল্ছিলুম্—তুমি ঠাট্টা বোঝ না?

মালো। ঠাট্টা কর্ব্বার বিষয় আছে দাদা! সকল বিষয় নিয়ে ঠাট্টা

ক'ল্লে'ই কি হ'ল! এ একটা—ওকি, ওকি মাহোলী, সহস্র সহস্র বৃষ, ঘোটক, সৈনিক কোথা' থেকে আস্‌ছে!

মাহো। তাইতো! তাইতো!

মালো। সৈনিকদের পোষাক তো এ দেশের পোষাকের মত নয়,—এ যে ঘড়োয়ালী পোষাকের মত।

মাহো। পোষাক যখন ঘড়োয়ালী পোষাকের মত, তথন লোকগুলোও ঘড়োয়াল দেশের নিশ্চয়। কি বল মালোজী?

মালো। এস, এস, সন্ধান নিই—ব্যাপারখানা কি?

মাহো। মালোজী, এদিকেও যে ব্যাপার বেশ ঘোরালো হ'ল দেখ্‌ছি। ওদিকে ঘড়োয়াল—এদিকে সামন্তের পাল। দেখ্‌ছো কি পিল্‌ পিল্‌ ক'রে আস্‌ছে!

মালো। তাইতো, এখন উপায়?

মাহো। উপায় আর কি! সুড়্‌সুড়্‌ ক'রে ওদের তলোয়ারের নীচে মাথা পেতে দেওয়া।

মালো। না, না, এস, এস আমরা ঐ ঘড়োয়ালী সৈন্যদের দলে মিশে যাই।

মাহো। খাপ্‌ খাবে কেন সর্দ্দার, লক্কার ঝাঁকের মধ্যে দুটো মুখ্যি পায়রা কতক্ষণ লুকিয়ে থাক্‌বে বল? তার চেয়ে এস ঘোম্‌টা দিয়ে এই পথের ধারে ব'সে থাকি—অবলা কুলবালা ভেবে আস্তে আস্তে সব চ'লে যাবে।

মালো। তোমার যা' ইচ্ছা হয় কর মাহোলী! আমি ঐ ঘড়োয়ালী সৈন্যদেরই শরণাগত হই গে'। সামন্তরা এগিয়ে এল, আর তর্কের সময় নেই। (প্রস্থানোদ্যত হইল)

(ঐশকর্ণ, জগমল, সহিদাস, সঙ্গ, পৃথ্বীরাজ, মাহু ও ভীলগণের প্রবেশ)

ঐশ। আরে, আরে, যান কোথা' মশাই? যান কোথা' মশাই? ভদ্রলোক এত আয়োজন ক'রেছেন—কিছু না খান, না হয় দুটো মিষ্টি খেয়ে যান। (মালোজীর হস্ত ধরিল)

জগ। (মাহোলীকে ধরিয়া) শোলাঙ্কি-সর্দ্দার, তোমাদের এরূপ ভাবে চ'লে আসার অর্থ কি?

মাহো। অর্থ! অর্থ!

জগ। হ্যাঁ, এর অর্থ কি? আজ আমাদের কি গৌরবের দিন বল দেখি মাহোলী! আজ যে আমরা রাণা সঙ্গের বংশধরকে রাজপদে অভিষিক্ত ক'র্ত্তে পেরেছি এ আমাদের কতটা সুখের বিষয় বল দেখি! এই আনন্দের দিনে, তোমাদের তো কই কোনোরূপ আনন্দের লক্ষণ দেখ্তে পাচ্ছি না! আমরা সকলে রাণার সঙ্গে একত্রে আহার ক'ল্লুম্—তোমরা কাউকে না ব'লে এমন ভাবে চ'লে এলে কিসের জন্য?

সহি। প্রথমে উদয়সিংহকে আমরা অভিষিক্ত ক'র্ব্ব শুনে তোমরা কিরূপ আবেগে ছুটে এসেছিলে, তারপর এমন ভাবে চ'লে এলে—এর মানে কি?

ঐশ। মানে আর কি! এদিকে চেয়ে দেখ্ছেন—পঙ্গপালের মত সৈন্য! মানে বুঝ্তে কি এখনও আপনাদের বিলম্ব আছে?

জগ। মালোজী, এ সৈনিকদল কার?

সঙ্গ। কার আবার! রাণা বনবীরের। এঁরাই হ'লেন এর অধিনায়ক। কেমন, ঠিক ব'লেছি কি না?

মালো। আমরা এ বিষয়ের কিছুই জানি না। আমরা রাজভক্ত প্রজা; আমাদের রাজা উদয়সিংহ—বনবীর আমাদের শত্রু।

সহি। সত্য কথা? আচ্ছা, সংবাদ নাও পৃথ্বীরাজ, এ সৈন্যশ্রেণী কার। (পৃথ্বীরাজের প্রস্থান) যদি আমাদের বিপক্ষ-সেনা হয়, আর আমাদের হ'য়ে তোমরা যুদ্ধ কর—তাহ'লে বুঝ্‌বো তোমাদের কোনো দুরভিসন্ধি নাই।

(পৃথ্বীরাজের পুনঃ প্রবেশ)

পৃথ্বী। বনবীরের কন্যার বিবাহ—সহস্র ঘড়োয়ালী সৈনিকের রক্ষণায় বিবিধ দ্রব্যাদি বিবাহের যৌতুক স্বরূপ চিতোরে বাহিত হ'চ্ছে।

সঙ্গ। তবে নাকি তোমরা কিছু জানো না? তবে নাকি তোমরা নিরপরাধ? বনবীরের কন্যার যৌতুক বাহিত হ'চ্ছে, এস্থলে তোমাদের উপস্থিতির আবশ্যকতা কিসের মালোজী?

জগ। ও কৃতঘ্নদের ছেড়ে দাও, সঙ্গ! ওদের মুখ দেখ্‌লেও পাপ হয়। এস, আমরা এদের আক্রমণ করি। বনবীর-দুহিতার বিবাহ-যৌতুক অখিলরাওয়ের কন্যার বিবাহে ব্যয়িত হ'ক্।

সহি। যথার্থ ব'লেছ জগমল, এই সব দেবভোগ্য দ্রব্যাদি চণ্ডালে ভোগ ক'র্ব্বে! না কিছুতেই নয়। চল, আক্রমণ করি। কি, তোমরা যে দাঁড়িয়ে রইলে? তোমরাও এস মালোজী, তবে তো বুঝ্‌বো তোমরা নির্দ্দোষ।

জগ। আর কাজ কি সহিদাস, ওদের যেতে দাও। যাও, তোমরা তোমাদের প্রভুকে গিয়ে সংবাদ দাও যে তাঁর কন্যার বিবাহ যৌতুক রাণা উদয়সিংহের বিবাহের জন্য আহৃত হ'য়েছে। (মালোজী ও মাহোলীকে ধাক্কা দিয়া বহিষ্কৃত করিয়া) চল সামন্তগণ, এখন আমাদের সুবাতাস ব'য়েছে—আর কোনো ভয় নেই। এখন আমাদের সকল কার্য্যেই সিদ্ধিলাভ হবে। (সকলের প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য।

বাহিল—বিবাহ-তোরণ।

(দূরে সানাই বাজিতেছিল ; রাজপুতমহিলাগণ তোরণ রক্ষায় নিযুক্তা ; সহসা অশ্বারোহণে ভল্ল-হস্তে উদয়সিংহকে আসিতে দেখিয়া তাহাদের নৃত্য-গীত)

(গীত)

ওই ওই ওই দেখ না লো সই, রসিক নাগর আসিছে ওই।
চড়ি' তুরঙ্গে, কত না রঙ্গে, তোরণ ভঙ্গ করিতে ওই।
গ্রীবাটি বাঁকায়ে ধ'রেছে ভল্ল, রোধিগে' রোধিগে' রোধিগে' চল্‌লো,
লক্ষ্যভ্রষ্ট দিই গে' করিয়া, ফুলশরে বুক বিঁধিয়া ওই।
রাশি রাশি ছড়া আবীর-চূর্ণ, বাজা না সজনি, শঙ্খ তূর্ণ,
রূপের আলেয়া জ্বালায়ে সামনে, ধাঁধা নয়নে লাগা না ওই।
একি, একি, একি, একি হ'ল লো, বুঝি লো তোরণ ভাঙ্গিয়া দিল,
চল্‌লো পলায়ে, ধরিতে মোদেব রসিক নাগর আসিছে ওই।

(তোরণ ভঙ্গ করিয়া উদয়সিংহের ভিতরে প্রবেশ ও রমণীগণের পলায়ন)

(পান্নার প্রবেশ)

পান্না। আজ উদয়ের বিবাহ—আজ আমার বড় সুখ। আমায় আজ ভাল ক'রে এ সুখ ভোগ ক'র্‌ত্তে দাও ভগবান্! দিবানিশি তো প্রাণের মাঝে দাবানল জ্বালিয়ে রেখেছ, আজ একটি দিনের জন্য সেই দারুণ দাবাগ্নি নির্ব্বাণ ক'রে দাও দয়াময়! আমি শান্ত হ'য়ে পূর্ণানন্দ ভোগ করি।

(কমলার প্রবেশ)

কমলা। পান্না, তুমি এখানে এমন চুপ্‌টী ক'রে দাঁড়িয়ে র'য়েছ—উদয়ের বিবাহ দেখ্‌বে না ?

পান্না। না মা, আমি বিধবা। বিবাহ মাঙ্গলিক কার্য্য—আমি উপস্থিত থাক্‌লে পাছে রাণার কোনোরূপ অকল্যাণ হয়, সেই ভয়ে আমি বিবাহ-স্থল থেকে দূরে দাঁড়িয়ে আছি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা ক'চ্ছি নিরাপদে উদয়ের বিবাহ শেষ হ'য়ে যাক্।

কমলা। তুমি আজ আমাকে এক মহা জ্ঞান শিক্ষা দিলে পান্না! আমিও বিধবা—এ শুভকর্ম্মে যোগদান করা তো আমারও উচিত নয়।

পান্না। মা, অনেকক্ষণ পূর্ব্বেই আমি এ কথা ভেবেছিলুম্—কিন্তু আপনাকে ব'ল্‌তে সাহস করি নি।

কমলা। কেন পান্না, আমাকে কি পর ভাব? ভ্রমবশে একটা অন্যায় ক'রে ফেলেছি—তুমি সে অন্যায় দেখে, সে অন্যায় বুঝেও একবার আমাকে নিষেধ ক'র্লে না? একবার আমাকে সাবধান ক'র্লে না? এই কি আত্মীয়ের কাজ মা?

পান্না। আপনাদের ওপর কথা কইবো সে শক্তি আমার কোথায় মা? আপনারা রাণাকে রক্ষা ক'রে আমার জীবন ক্রয় ক'রে রেখেছেন।

কমলা। রাণা তোমার একার নয় পান্না! রাণার প্রতি কর্ত্তব্য তোমার চেয়ে আমাদের কোনো অংশে কম নয় ধাত্রী! রাণা তোমারও রাণা, আমাদেরও রাণা।

পান্না। তা' জানি মা, কিন্তু সেই দুর্দ্দিনে এত বড় মেবারে আপনি ছাড়া এ কথা আর কে ভেবেছিল মা? মেবারের যাঁরা বড় বড় সামন্তরাজ—তাঁরাও বনবীরের ভয়ে রাণাকে আশ্রয় দিতে চান নি। আপনারা কৃপা ক'রে রাণাকে আশ্রয় না দিলে, রাণার নাম পৃথিবী থেকে মুছে যেত'; মহারাণা বাপ্পারাওয়ের বংশে শ্রাদ্ধ তর্পণ কর্ব্বার কেউ থাক্‌তো না।

কমলা। বাপ্পারাওয়ের বংশধরকে কি আমরা রক্ষা ক'রেছি! ভুলে

যাচ্ছ কেন ধাত্রী, রাণাকে রক্ষা ক'র্ত্তে তুমি যে নিজের হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে দিয়েছ! ওঃ, যে কথা ভাব্‌তেও আমাদের শরীর শিউরে ওঠে!—তোমার সঙ্গে কি আমাদের তুলনা হয়! শুধু আমাদের কেন—সমগ্র মর্ত্ত্যবাসীর সঙ্গেও না। কিন্তু আজ তুমি বড় অন্যায় ক'রেছ পান্না, তুমি জেনে শুনেও আমার ভুল আমাকে দেখিয়ে দিলে না!

পান্না। মা, আমি হীনবুদ্ধি দাসী—দাসীর অপরাধ মার্জ্জনা করুন মা!

কমলা। পান্না, তোমার কাছে আমি পরাজিতা। (নেপথ্যে শঙ্খ-ধ্বনি) ঐ শাঁখ্ বাজ্‌ছে—বোধ হয় বিবাহ শেষ হ'য়েছে, এখন কি ওখানে যাবার আমাদের বাধা আছে?

পান্না। না, এইবার চলুন যাই। (প্রস্থানোদ্যতা হইল)

(উদয়সিংহ, ধীরা, অখিলরাও, আশা শা, ও সুদর্শনের প্রবেশ)

উদয়। ধাইমা! (কাঁদিয়া ফেলিল)

(ধীরা ও উদয়সিংহ প্রথমে কমলা পরে পান্নাকে প্রণাম করিল)

কমলা। জয় হ'ক্ রাণা! ছি, ছি, ওকি ক'র্চ্ছ! শুভদিনে চোখের জল ফেল' না। রাণাকে আশীর্ব্বাদ কর। ছি, ছি, ওকি পান্না! ওকি রাণা!

সুদ। না, বাধা দেবেন না। পান্না একটু কাঁদুক্—কাঁদুক্। এতদিন শোকে পাষাণ চাপা দিয়ে রেখেছে—একটু না কাঁদ্‌লে বুক ফেটে ম'রে যাবে।

অখিল। আশা শা! কি সুন্দর, প্রাণারাম স্বর্গীয় দৃশ্য! রৌদ্রের সঙ্গে বৃষ্টি মিশে এক নয়নরঞ্জন ইন্দ্রধনুর সৃষ্টি হ'য়েছে! পান্নার এক এক ফোঁটা চোখের জলে এক একটা প্রকাণ্ড ইতিহাস নিহিত র'য়েছে! পান্না, তোমার চোখের জল পবিত্র জাহ্নবীবারি; তুমি তোমার চোখের জলেই রাণাকে আশীর্ব্বাদ কর—রাণার সমস্ত অমঙ্গল দূরে যাবে।

উদয়। আমাদের আশীর্ব্বাদ কর ধাই মা!

পান্না। নিঃশত্রু হ'য়ে দীর্ঘজীবন ভোগ কর। (ধীয়ার প্রতি) তোমায় আর কি ব'ল্‌বো মা, পতিকে পুণ্যময় পথে চালিত কর্ব্বার চেষ্টা ক'র।

আশা। আহা, অখিলরাও, জিন্‌দেব যা' করেন সকলই মঙ্গলের জন্য। আমরা ক্ষুদ্র জীব—জিন্‌দেবের মহিমা ঠিক বুঝ্‌তে পারি না। বনবীর রাজ্যলিপ্সার বশীভূত হ'য়ে যদি উদয়সিংহকে হত্যা ক'র্ত্তে উদ্যত না হ'ত, তাহ'লে পান্নার এই অকৃত্রিম রাজভক্তির কথা কে জান্‌তে পার্ত্তো রাওসাহেব!

অখিল। নিশ্চয়। এই ঘটনায় সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ উপকার সাধিত হ'য়েছে আমার। এইরূপ দুর্ঘটনার সংঘটন না হ'লে শোণিগুরুবংশের সঙ্গে গিহ্লোটবংশের বিবাহ-বন্ধন কখনও হ'ত কি না সন্দেহ!

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

চিতোর—প্রাসাদ-কক্ষ।

বনবীর, মালোজী ও মাহোলী।

বন। তারপর ?

মালো। সামন্তরা আহার ক'র্ত্তে গেল, আমরা সেখান থেকে পালিয়ে আরাবল্লীর পথ ধ'রে বরাবর চিতোরে আসছিলুম্। আসতে আসতে এমন এক স্থানে উপস্থিত হ'লুম্—যেখানে চেয়ে দেখি আমাদের সম্মুখে অসংখ্য ঘড়োয়ালী সৈন্য, পশ্চাতে সামন্তের শ্রেণী। আমরা পালাবার পথ পেলুম্ না, সামন্তরা আমাদের আক্রমণ ক'র্লে।

বন। যে ঘড়োয়ালী সৈন্যের কথা ব'ল্লে—সে সৈন্য কার ?

মাহো। কচ্ছদেশ থেকে আপনার কন্যার বিবাহ-যৌতুক নিয়ে আসছিল। তারা আসছে আর আমরা সেইখানে দাঁড়িয়ে আছি দেখেই তো সামন্তদের আরও সন্দেহ বৃদ্ধি হ'ল। নইলে তাদের বিশ্বাসভাজন হ'য়ে আরও কিছুকাল দলে মিশে আরও ভেতরের খবর আন্তে পার্ত্তুম্।

বন। যথেষ্ট হ'য়েছে। এতদিন দলে থেকে কি ক'র্লে সর্দ্দার! আমি তোমাদের জন্য জলস্রোতের মত অর্থব্যয় ক'রেছি; তোমাদের পরামর্শ গুরুর পরামর্শ ব'লে গ্রহণ ক'রেছি; তোমাদের উপদেশ পিতার উপদেশের মত মাথা পেতে নিয়েছি। তার ফল কি হ'ল! উদয়সিংহ জীবিত

সামন্তগণ কর্তৃক রাজপদে অভিষিক্ত। আজ না হয় কাল আমাকে আক্রমণ ক'র্ত্তে আস্‌বে। তোমরা এতদিন তবে কি ক'রেছ?

মাহো। ক্রুদ্ধ হবেন না রাণা! অতি অল্পদিনই আমাদের এ কার্য্যে নিযুক্ত ক'রেছেন। যদি পূর্ব্বে থেকে আমাদের বিশ্বাস ক'রে—

বন। যাক্ চুলোয় যাক্—তারপর কি হ'ল মালোজী?

মালো। সামন্তরা যখন জান্‌তে পার্ল্লে কচ্ছদেশ হ'তে আপনার কন্যার বিবাহ-যৌতুক আস্‌ছে, তখন তারা সমস্বরে চীৎকার ক'রে ব'ল্লে "চল, ওদের আক্রমণ করি। বনবীর-দুহিতার বিবাহ-যৌতুক রাণা উদয়সিংহের বিবাহে ব্যয়িত হ'ক্"। তারপর সামন্তরা তাদের আক্রমণ ক'রে আমাদের ব'ল্লে—"যাও, তোমাদের প্রভুকে গিয়ে সংবাদ দাও গে"।

বন। বাহবা কি বাহবা! এক লাফে পর্ব্বতের শিখরদেশে উঠেছিলুম্—নাম্‌বার সময় কেমন ধাপে ধাপে নাম্‌ছি! উদয়সিংহ তাহ'লে বিবাহিতও হ'য়েছে! চমৎকার! চমৎকার! সেদিন তাকে হত্যা ক'রেছিলুম্ কি তবে নেশার ঝোঁকে!

(বিজ্‌লীর প্রবেশ)

বিজ। নেশার ঝোঁক্‌ই বটে বাবা! এ সুরার নেশা নয় যে খানিকক্ষণ পরে কেটে গিয়ে আবার চৈতন্য ফিরে আস্‌বে। এ রূপের নেশা নয় যে নেশা ছুটে গেলে আবার বিক্ষিপ্ত চিত্ত শান্ত হবে। এ নেশা বড় জবর নেশা। মানুষ ম'রে যায় তবু নেশার ঘোর কাটে না। এত দেখে শুনেও যে লোকে কেন বোঝেনা, তা' বুঝ্‌তে পারি না।

বন। সময় হ'লে সকলেই বোঝে। আমারও এইবার বোঝ্‌বার সময় এসেছে—এইবার আমিও বুঝেছি; কাজ্‌টা আমার অন্যায় হ'য়েছে।

বিজ। বাবা, বুঝেছ, বুঝেছ? নিজের অন্যায় বুঝ্‌তে পেরেছ? তাহ'লে এখনও আশা আছে।

বন। আশা ! কিসের আশা, বিজলী ?

বিজ। আমার পাপ-পঙ্কিল পিতার পুণ্যোজ্জ্বল মূর্ত্তি আবার দেখতে পাব। বাবা, যদি নিজের অন্যায় বুঝে থাক, তাহ'লে আর ভাবনা কি ? তাহ'লে তো তুমি রাহুমুক্ত। এস বাবা, উদয়সিংহ বেঁচে আছে—তার পিতার রাজ্যে তাকে অধিষ্ঠিত ক'রে আপনার অন্যায়ের প্রতিকার কর, মানুষের মত কার্য্য কর, বাবা !

বন। হাঃ হাঃ হাঃ, তুই একদম্ উল্টো বুঝেছিস্। উদয়সিংহের পিতৃরাজ্য ভোগ ক'র্চ্ছি ব'লে, উদয়সিংহকে হত্যা ক'র্ত্তে গিয়েছিলুম্ ব'লে আমি অনুতাপ করি নি বিজলী ! আমার অনুতাপের কারণ— উদয়সিংহকে হত্যা ক'র্ত্তে পারি নি ব'লে।

বিজ। এঁ্যা ! এঁ্যা !

বন। আশ্চর্য্য হ'চ্ছিস ? এটা কি এতই আশ্চর্য্যের কথা ! উদয়সিংহ আমার শান্তিতে বিষাদ, হাস্যে অশ্রু, বিশ্রম্ভালাপে বিবাদ, আরামে অস্বস্তি, উৎসাহে জাড্য। উদয়সিংহ আমার সাহসে ভীরুতা, শৌর্য্যে দৌর্ব্বল্য, তেজে মালিন্য, গৌরবে অবসাদ। সে জীবিত— আমার অনুতাপ হবে না !

বিজ। না, তোমার কি দোষ—এ অর্থের কুহক, সম্পদের স্বধর্ম্ম। বাবা, নিজের প্রাধান্যলাভের জন্য অনেক তো ক'ল্লে—কিন্তু কিছু তো কষ্ট ক'র্ত্তে পার্লে না। একবার ভেবে দেখ দিকি—উদয়সিংহকে তুমি নিজের হাতে হত্যা ক'রেছিলে, তার মৃত্যুযন্ত্রণা স্বচক্ষে দেখেছিলে—কিন্তু আজ সে আবার পুনর্জীবিত। একে কি একটা দৈবশক্তি ব'লে মানবে না ?

বন। দৈবশক্তি আবার কিসের! আমারই অমনোযোগিতা—আমি তাকে মৃত দেখে আসি নি। যাই হ'ক্—দৈবশক্তিই হ'ক্ আর আমার

অসতর্কতার জন্যই হ'ক্ উদয়সিংহ যখন জীবিত শুনেছি, তখন আর তাকে এ পৃথিবীতে থাক্‌তে দোব না। শোন মালোজী, শোন শোলাঙ্কি-সর্দ্দার, আমার আদেশ—এইদণ্ডে সসৈন্য গিয়ে উদয়সিংহকে আক্রমণ কর।—অশ্বারোহী, পদাতিক যা' তোমাদের প্রয়োজন—স্বেচ্ছামত বেছে নিয়ে যাও। আমিও সসৈন্য তোমাদের অনুসরণ ক'চ্ছি।

উভয়ে। যে আজ্ঞে রাণা!

(মালোজী ও মাহোলীর প্রস্থান)

বন। এ ঐশ্বর্য্যের জন্য সংগ্রাম আমার নিজের ভোগের জন্য করি নি বিজ্‌লী! এত ক'চ্ছি তোরই সুখের জন্য, আর তুই এসে দিন রাত্তির আমায় তিরস্কার ক'চ্ছিস্!

বিজ। বাবা, আমার জন্য তুমি এই সব ক'র্চ্ছ? আমি তোমাকে অন্তরের অন্তর থেকে ব'ল্‌ছি—আমি এ সব চাই না। তুমি ব'ল্‌ছো এ সুখ, আমি দেখ্‌ছি এ দারুণ দুঃখ; তুমি ব'ল্‌ছো এ শান্তি,—আমি দেখ্‌ছি এ জ্বালা; তুমি ব'ল্‌ছো এ অমৃত—আমি দেখ্‌ছি এ গরল।

বন। তুই পাগল। অর্থ চাস্ না? অর্থ ছাড়া আর সংসারে আকিঞ্চন কর্ব্বার কি আছে?

বিজ। প্রেম, ভক্তি, শান্তি।

(শীতলসেনীর প্রবেশ)

শীতল। এ সব কি শুন্‌ছি বনবীর! এ কি সত্য?

বন। কি মা?

শীতল। কচ্ছদেশ থেকে যে সব দ্রব্যাদি আস্‌ছিল, সে সমস্ত নাকি দস্যুতে অপহরণ ক'রেছে?

বন। দস্যুতে! হ্যাঁ এক রকম দস্যুই বটে। উদয়সিংহের পক্ষীয় সামন্তরা তার বিবাহের জন্য সে সমস্ত আহরণ ক'রেছে।

বিজ। (অস্ফুটস্বরে) ধন্য, ধন্য ভগবান, তুমি আমার অন্তরের প্রার্থনা শুন্‌তে পেয়েছ?

শীতল। বনবীর, তাহ'লে বিজ্‌লীর বিবাহ—

বন। বিবাহ হবে—

শীতল। কিন্তু আমার বড় ভয় হ'চ্ছে। যখন বর বিবাহ ক'র্ত্তে আস্‌বে, তখন যদি আবার এইরূপ অঘটন ঘটায়।

বন। না মা, আর পার্‌বে না। তখন তাদের মন অন্য দিকে আকৃষ্ট থাক্‌বে। মালোজী ও মাহোলীর অধীনে এক বিপুল বাহিনী তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ ক'রেছি, তারা তাই নিয়েই ব্যস্ত থাক্‌বে। এদিক দেখ্‌বার আর অবসর পাবে না।

বিজ। বাবা, তোমাকে একটা কথা ব'ল্‌বো—স্থির হ'য়ে শুন্‌বে কি?

বন। কি কথা, বল।

বিজ। আমার বিবাহে যখন এত বিঘ্ন তখন বুঝ্‌তে পাচ্ছ বাবা, এ বিবাহ ভগবানের অভিপ্রেত নয়। আমি বিবাহ ক'র্ব্ব না। একটা উচ্চবংশকে কলঙ্কিত ক'র্ব্ব না। কুম্ভভরা দুগ্ধে এক ফোঁটা বিষ মিশে কেন অনর্থ ঘটাব? না, আমি বিবাহ ক'র্ব্ব না। অর্থের নেশায় তারা উন্মত্ত—তারা বুঝ্‌ছে না তারা কি ক'চ্ছে। তুমি পর্ব্বতের উচ্চ শিখরে উঠে মনে ক'চ্ছ—সূর্য্য আর তুমি বুঝি এক রেখায়। তোমরা যখন কেউ বুঝ্‌ছো না—নিজেদের কর্ত্তব্য বিস্মৃত হ'য়েছ, তখন আমি আমার কর্ত্তব্য পালন ক'র্ব্ব। আমি এ বিবাহ ক'র্ব্ব না; জোর ক'রে দিতে চাও, আমি আত্মহত্যা ক'র্ব্ব। (প্রস্থান)

(বনবীর ও শীতলসেনী পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পার্ব্বত্য পথ।

ভাবিতে ভাবিতে মাহোলীর প্রবেশ।

মাহো। কি সুন্দর সেই মুখখানি! সে মুখ যে আমি কিছুতেই ভুলতে পার্চ্ছি না! পাষাণে খোদিত চিত্রের মত বিজলীর সেই মুখখানি—

(মালোজীর প্রবেশ)

মালো। তোমার ব্যাপার কি—কিছু বুঝতে পার্চ্ছি না মাহোলী! সম্মুখে কি তুমুল সংগ্রাম চ'লছে,—আর এই সময়ে তুমি একা এইখানে উদাসীনভাবে দাঁড়িয়ে র'য়েছ?

মাহো। (শ্লেষসহকারে) তুমি তো খুব যুদ্ধ ক'চ্ছ দেখছি! আরে দাদা, যুদ্ধ ঐ আট্ টাকা মাইনের সেপাইরাই চিরকাল ক'রে আসছে—আজও ক'র্বে। আমাদের কাজ সেই শেষের বেলায়। যদি যুদ্ধে জয় হয়—আমরাই ডঙ্কা বাজিয়ে, নিশেন উড়িয়ে রাজধানীতে ফিরবো; পরাজয় হ'লে নিন্দেটা অবশ্য ওদের ঘাড়েই দোব!

মালো। মাহোলী, আমি বন্ধুভাবে তোমাকে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার জন্য অনুরোধ ক'র্চ্ছি।

মাহো। মালোজী, আমি এ আসন্ন মৃত্যুকে আলিঙ্গন ক'র্ত্তে প্রস্তুত নই। আমার নূতন যৌবন—জীবনের কোনো আকাঙ্ক্ষাই এখনও আমার পূর্ণ হয় নি।

মালো। এই কি রাজপুতের যোগ্য কথা!

(নেপথ্যে) হর হর শঙ্কর! হর হর শঙ্কর!

মালো। ঐ শোন মাহোলী, বীরবৃন্দ ঘন ঘন জয়োল্লাস-ধ্বনি ক'র্‌ছে! এ সব শুনেও কি তোমার হৃদয় উত্তেজিত হ'চ্ছে না?

মাহো। হৃদয় কি আর আমার আছে মাহোলী! চিতোরের রাজপ্রাসাদে কাল তা' হারিয়ে এসেছি।

মালো। সে কি, কি ব'ল্‌ছো!

মাহো। মালোজী, আমি বনবীরের কন্যাকে ভালবেসেছি।

মালো। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

মাহো। হাস্‌ছো! হাস্‌ছো! ভালবাসা কি হেসে উড়িয়ে দেবার কথা মালোজী!

মালো। আচ্ছা, আচ্ছা, যুদ্ধ মিটে যাক্—তারপর ঘরে ব'সে তোমার ভালবাসার ইতিহাস শুন্‌বো। এখন চল, যুদ্ধ ক'র্ব্বে চল—

মাহো। না মাহোলী, আমায় ক্ষমা কর—আমি পার্ব্বো না।

মালো। কি—কাপুরুষ! রাজপুত কুলাঙ্গার!

মাহো। সাবধান মালোজী। (তরবারি উঠাইল)

(নেপথ্যে) হর হর শঙ্কর! হর হর শঙ্কর!

মালো। প্রকৃতিস্থ হও মাহোলী! এখন বিবাদের সময় নয়। শীঘ্র চ'লে এস। ঐ দেখ, সামন্তরা আমাদের আক্রমণ ক'র্ত্তে ছুটে আস্‌ছে। (মাহোলীর হস্তাকর্ষণ করিয়া দ্রুত প্রস্থান)

(অখিলরাও, ঐশকর্ণ, জগমল, সহিদাস, সঙ্গ,
পৃথ্বীরাজ ও সানুচর মাহুর প্রবেশ)

অখিল। (শ্বেত পতাকা উড়াইতে উড়াইতে) মালোজী! মাহোলী! দাঁড়াও—দাঁড়াও। আমরা তোমাদের সঙ্গে সন্ধি প্রার্থনা ক'র্চ্ছি। তোমরা রাজপুত—রাজপুত হ'য়ে রাণা সংগ্রামসিংহের বংশধরের বিপক্ষে

অস্ত্র ধ'রে রাজপুত নামে আব কলঙ্ক-কালিমা লেপন ক'র না!
ফিরে এস, ফিরে এস—দেশের জন্য, রাজার জন্য জীবন. উৎসর্গ ক'রে

পৃথ্বী। বৃথা এ আহ্বান! চোর কি কখনও ধর্ম্মের কথা শোনে রাওসাহেব!

সহি। মিথ্যা নয় পৃথ্বীরাজ! ঐ দেখ, ছত্রভঙ্গ সেনাকে আবার ওরা সঙ্ঘবদ্ধ ক'রে ফেল্লে।

সঙ্গ। আমরা দেশের জন্য, রাজার জন্য জীবন উৎসর্গ ক'রেছি—ওদের মত এত উৎসাহ তো কই আমাদের আস্‌ছে না!

ঐশ। বেশ্যাপুত্রের রুটি বড়ই বলকারক, বাগোরেশ্বর!

জগ। কোনো রাজা তার রাজ্য রক্ষা কর্ব্বার জন্য ওদের মত আগ্রহে যুদ্ধ ক'র্ত্তে আসে কি না সন্দেহ! ওরা রাজদ্রোহী—আমাদের কথা কিছুতেই শুন্‌বে না; চল, ওদের আক্রমণ করি। এখানে চুপ্‌ ক'রে দাঁড়িয়ে ওদের বলসঞ্চয়েরই সুযোগ দেওয়া হ'চ্ছে।

অখিল। ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক'র্ত্তে, ওদের বিরুদ্ধে অসিচালনা ক'র্ত্তে আমার চোখ ফেটে জল আস্‌ছে। ওরা আমাদের স্বজাতি। এই রাজপুতানার জলবায়ুতে আমাদের সকলেরই শরীর গঠিত; সকলের ধমনীতেই রাজপুত-রক্ত প্রবাহিত। রাজপুতের সঙ্গে রাজপুতের যুদ্ধ—এ কি কম দুঃখ জগমল!

ঐশ। ও কি, ওরা যে গিরিশৃঙ্গে আরোহণ ক'র্চ্ছে! একবার শিখরদেশ অধিকার ক'র্ত্তে পার্লে আমাদের আর কাউকে ফির্‌তে দেবে না। এখন ভাবের অভিব্যক্তির সময় নয়, রাওসাহেব!

মাহু। সর্দ্দার, তু লোক সব চুপ্‌ করিয়ে আছিস্‌ কেনে বাবা?

হামিলোক্‌কো হুকুম্ দে'—সব বেটাকে বাঁধিয়ে হামার রাণার পাশে লিয়ে যাই।

অখিল। ফির্‌লো না! ফির্‌লো না! তবে চল সকলে, রাজদ্রোহীর উপযুক্ত শাস্তি ওদের প্রদান করি। হর হর শঙ্কর!

সকলে। হর হর শঙ্কর!

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

কমলমীর—গিরি-নির্ঝরিণী।

(নির্ঝরিণী পার্শ্বে ধীরা একাকিনী উপবিষ্টা)

ধীরা। কি অদ্ভুত! এই কঠোর পর্ব্বতের হৃদয় এত কোমল। দিবানিশি অনবরত শীতল বারির উৎস উঠ্‌ছে কোথা' থেকে! এ বারির কি ক্ষয় নেই! অদ্ভুত সৃষ্টি! এত কঠিন হৃদয়ে এত কোমলতা! আর মানুষ কত কোমল, কিন্তু তার হৃদয় কি কঠোর! আর সেই কঠোরতার চরম বিকাশ এই বনবীরে! স্বামীর কাছে বনবীরের কাহিনী শুনে অব্‌ধি আমার বুকের ভেতর কেমন ক'চ্ছে! ও, কি কঠোরতা! কি নিষ্ঠুরতা! কি হৃদয়হীনতা! (ঊর্দ্ধে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল)

(ধীরে ধীরে উদয়সিংহের প্রবেশ)

উদয়। একলাটি ব'সে ব'সে কি ভাব্‌ছো ধীরা?

ধীরা। না, কিছু না।

উদয়। না, তুমি যেন কিছু ভাব্‌ছো।

ধীরা। না, না, কিছু না।

উদয়। তোমার বাবার কথা ভাব্‌ছো ?

ধীরা। সে তো সকল সময়েই ভাবি। সে ভাবনার কি আমার শেষ আছে।

উদয়। তবে কি ভাব্‌ছিলে, বল ?

ধীরা। সত্যি কি ভাব্‌ছিলুম্ ভুলে গেছি।

উদয়। ধীরা, তুমি বোধ হয় এখানে এসে সুখী নও। তোমার পিত্রালয়ে যে সুখ পেতে এখানে বোধ হয় সে সুখ পাও না। এ স্থান বোধ হয় সেখানকার মত সুন্দর নয়। সেখানকার আকাশের নীলিমা বোধ হয় এ আকাশের চেয়ে সুন্দর; সেখানকার বাতাস বোধ হয় এ বাতাসের চেয়ে মিষ্ট; সেখানকার লতা, পাতা, ফুল, পাখী, মানুষ এখানকার চেয়ে বোধ হয় সহস্রগুণে ভাল। এখানে যদি তোমার কষ্ট হয়, তাহ'লে বল ধীরা, আমি সেইখানে গিয়ে তোমার সঙ্গে বাস ক'র্ব্ব।

ধীরা। ছি, রাণা, ও কথা শুন্‌লে লোকে তোমাকে নিন্দে ক'র্ব্বে। আমি সেখানে যেমন সুখে ছিলুম্—এখানেও তেম্‌নি সুখে আছি। সে স্থান আমার চোখে যেমন সুন্দর ছিল—এ স্থানও আমার চোখে তেম্‌নি সুন্দর রাণা !

(গীত)

সে ছিল সুন্দর, এ-ও অতি মনোহর,
তুলনা কি দিব দু'য়ের মাঝে ;
সে যদি অমরা, এ তবে অলকা,
দুই-ই বিমোহন সুন্দর সাজে।
আঁখি-মনোরম প্রভাতের হাসি সে যদি পূরব আকাশে,
এ তবে পূর্ণ চাঁদের জোছনা নয়নের তলে ভাসে,

সে যদি গো হয় পাপিয়ার তান,
পিক-কুহু কাণে এ তবে বাজে ;
সামগান-মুখরিত সে যদি পুণ্য গঙ্গা ধবলা,
শ্যাম-বাঁশী-নিনাদিত এ তবে যমুনা কৃষ্ণ-জলা,
সে যদি গো হয় শারদ-সুষমা,
এ তবে বসন্ত ভুবনে রাজে।

(দূরে পান্না ও সুদর্শনের প্রবেশ)

সুদ। এখন থাক্ পান্না! উদয় ধীরার সঙ্গে হাসি ঠাট্টা ক'চ্ছে, এখন ওখানে গিয়ে ওদের লজ্জা দিয়ে কাজ নেই!

পান্না। ওরা এখন হাসি ঠাট্টার কি জানে সুদর্শন! ওরা ছেলেমানুষ ছেলেখেলা ক'চ্ছে।

উদয়। কে ধাইমা, তোমরা ওখানে দাঁড়িয়ে র'য়েছ কেন?

পান্না। তোমারই কাছে এসেছি রাণা!

উদয়। ধাইমা, তুমি আমাকে রাণা ব'লে ডেকো না। তুমি উদয় ব'লে ডাক্‌লে আমার বড় আনন্দ হয়। যে রাণা বলে ব'লুক্—তুমি আমায় উদয় ব'লে ডেকো—আমার বড় মিষ্ট লাগে; ডাকো, ডাকো, ধাইমা!

পান্না। উদয়—

সুদ। সত্য কথা পান্না, তোমার মুখে রাণার চেয়ে উদয় বলাটা যেন বেশী মিষ্ট লাগ্‌ছে।

পান্না। উদয়, তোমার কাছে এসেছি কিসের জন্য জানো? তোমার এক শত্রু বিপন্ন হ'য়ে তোমার শরণাগত হ'য়েছে তুমি তাকে আশ্রয় দেবে কি না জিজ্ঞাসা ক'র্ত্তে এসেছি।

উদয়। আমি কি জানি ধাইমা, তোমরা আমার কল্যাণের জন্য জীবন উৎসর্গ ক'রেছ—আশ্রয় দিলে ভাল হয় আশ্রয় দাও, আশ্রয় না

দিলে ভাল হয় তাই কর ! আমি কি ব'ল্‌বো ধাইমা,—আমি যে কিছুই জানি না।

পান্না। সর্দ্দারেরা কেউ এখনও আসেন নি, আশা শা তাঁর মাতার সঙ্গে জিন্‌দেবের মন্দিরে পূজো দিতে গেছেন—আমি নারী কি করা উচিত কিছু ভেবে ঠিক ক'র্ত্তে পাচ্ছিনা।

উদয়। আমি—আমিই বা কি ঠিক ক'র্ব্বো, ধাইমা !

ধীরা। আমার কথা শুন্‌বে ধাই মা ?

পান্না। কি, বল মা !

ধীরা। মানুষ বিপদে প'ড়ে যখন আশ্রয় চাইতে এসেছে তখন যেই হ'ক্ তাকে আশ্রয় দেওয়া উচিত। ভগবান তাতে আমাদের ওপর সন্তুষ্ট হবেন।

সুদ। সে কে জানেন রাণী ? সে বনবীরের পক্ষের লোক।

ধীরা। যেই হ'ক্। সে কে আমাদের জান্‌বার দরকার কি। আমাদের জান্‌বার দরকার এইটুকু—সে আমাদের আশ্রয় চায় কি না। আমার বাবা সর্ব্বদা বলেন—বিপন্নকে, আশ্রয়প্রার্থীকে কখনও বিমুখ ক'র্ত্তে নেই।

উদয়। তুমি যাও ধাইমা, তুমি তাকে আশ্বাস দিয়ে এই খানে নিয়ে এস।

(আশা শা, কমলা ও মাহোলীর প্রবেশ)

আশা। কাকে উদয় ?

সুদ। এই যে আপনি এঁকে নিয়ে এসেছেন ?

পান্না। এই এঁর কথাই ব'ল্‌ছিলুম্ উদয়, ইনিই তোমার আশ্রয়প্রার্থী।

মাহো। এই মহাপুরুষ আশা শা আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন, আমি

আশ্রয় পেয়েছি রাণা ! কিন্তু তাতে আমার মন স্থির হ'চ্ছে না। আমি আপনার আশ্রয়প্রার্থী—আপনার কাছেই আশ্রয় ভিক্ষা ক'র্ত্তে এসেছি।

উদয়। আমার আশ্রয় চান? উনি আর আমি ভিন্ন নই সর্দ্দার! উনি আমার অভিভাবক, পিতার চেয়েও বেশী। উনি যখন আপনাকে—

মাহো। সব জানি রাণা! কিছু ব'ল্‌তে হবে না। শুনুন, আমি একটু পরিষ্কার করে ব'লি—সব বুঝ্‌তে পার্ব্বেন। আমি শোলাঙ্কি-বংশোদ্ভব। আমার নাম মাহোলী। আমার পূর্ব্বপুরুষেরা চিরকাল অকপটে রাজচরণে রাজভক্তির পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে এসেছে। কেবল আমি অভাগা—আমার শয়তানী বুদ্ধির প্রবোচনাতে এতদিন বনবীরের সঙ্গে মিশে আপনার বিরুদ্ধাচরণ ক'রে এসেছি। আজও মালোজীর সঙ্গে সহস্র সৈন্য নিয়ে আপনাকে আক্রমণ ক'র্ত্তে আস্‌ছিলুম্। পথের মাঝে আপনার পক্ষীয় সামন্তদের সঙ্গে যুদ্ধ হ'ল।

উদয়। মালোজী কে?

মাহো। সে-ও আমারই মত একজন হতভাগ্য রাজপুত। তার জন্য আর চিন্তা নেই রাণা! সে তার পাপের প্রতিফল পেয়েছে—সে ম'রেছে। আমি আপনার পদানত হ'য়ে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'র্ত্তে এসেছি। রাণা, শত্রু ব'লে আমাকে প্রত্যাখান ক'র্ব্বেন না। আমাকে আমার ভুল সংশোধন কর্ব্বার অবসর দিন রাণা!

উদয়। আপনার কোনো চিন্তা নাই শোলাঙ্কি-সর্দ্দার, আমি আনন্দের সহিত আপনাকে আমার পক্ষে যোগদান কর্ব্বার অনুমতি দিচ্ছি।

মাহো। রাণার জয় হ'ক্।

(আশা শা ও কমলা ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

আশা। মা, তোমার কথাতেই একে আশ্রয় দিলুম্—কিন্তু এর উদ্দেশ্য কি তা তো বুঝ্‌তে পার্লুম্ না। এ কি খাল কেটে গৃহমাঝে কুম্ভীর আন্‌লুম্!

কমলা। জিন্‌দেবের তাই যদি ইচ্ছা হয়—তাহ'লে তাই হবে। কে সে ইচ্ছার গতিরোধ ক'র্ব্বে! আশা, লোককে আশ্রয় দিয়ে তার ওপর সন্দেহ করা মানুষের কাজ নয়। ও যেই হ'ক্—যে উদ্দেশ্য নিয়েই তোমার কাছে আসুক্ না কেন—ওকে তোমার ভক্তির চোখে দেখা উচিত; ও তোমার অতিথি, দেবতা।

আশা। মা, আমি শৈশব, যৌবন অতিক্রম ক'রে প্রৌঢ়াবস্থায় উপনীত হ'য়েছি, এখনও এই সংসারকে ভাল রকম ক'রে চিন্‌তে পার্ল্লুম্ না। এখানে আকার দেখে মানুষকে চেনা যায় না, কথা শুনে তার মনের ভাব হৃদয়ঙ্গম হয় না। যে ধর্ম্মের কথা কয়—তার হৃদয় অন্বেষণ ক'র্ল্লে বোঝা যায় সে একটি ঘোর অধার্ম্মিক। আবার কেউ হয়তো ঘোর পাষণ্ডের মত কথা কয়, কিন্তু তার হৃদয় পবিত্রতায় পূর্ণ। এ সংসারে মানুষ চেনা বড়ই শক্ত। আমার নিজের জন্য ভাবি নি মা, আমি ভাব্‌ছি আমার আশ্রয়দানের ফলে যদি উদয়সিংহের কোনোরূপ অমঙ্গল হয়, তাহ'লে আমি সামন্তদের কাছে কৈফিয়ৎ দোব কি ক'রে মা! তারা যে অনেক কষ্ট ক'রে এই ধূমায়িত অন্ধকার সরিয়ে একটা ক্ষীণ আলোক-রেখা বার ক'রেছে—আমার অন্তর্দৃষ্টির অভাবে সে আলোটুকু কি আবার অন্ধকারে মিশিয়ে যাবে! আমার কেবল এই ভাব্‌না হ'চ্ছে মা!

কমলা। অনর্থক কেন ভাব্‌ছো আশা? বিপদের আশঙ্কা হ'য়ে থাকে, তাঁর চরণে নিবেদন কর; শুধু ভাব্‌লে কি হবে।

(এক হস্তে একটি প্রজ্জ্বলিত মশাল ও অপর হস্তে একটি তাম্রকলস লইয়া ভৃত্যের প্রবেশ)

আশা। ওকে! আলো নিয়ে কে আসে? তুই! আঃ! আবার এই রকম অনাবৃতভাবে আলো জ্বালিয়েছিস্?

ভৃত্য। (জিভ্‌ কাটিয়া) কি বিপদ! আপনারা এখানে?

আশা। নিবিয়ে ফ্যাল্—নিবিয়ে ফ্যাল্। লক্ষ লক্ষ কীট পতঙ্গ তোর ঐ মশালের আলোয় ঝাঁপ্ দিচ্ছে।

ভৃত্য। ওদের যদি সখ্ হয়—দিক্ না আগুনে ঝাঁপ্। তা' আমি কি ক'র্ব্ব! আমি তো আর ওদের ডাক্‌ছি না। আলো নিবিয়ে অন্ধকারে কি আমি হোঁচট্ খেয়ে ম'র্ব্ব!

আশা। তা' এমন সময়ে তোর এখানে আস্‌বারই বা দরকার কি?

ভৃত্য। জল না নিয়ে গেলে রাত্তিরে খাব কি?

আশা। রাত্তিরে আবার খাওয়া দাওয়া কেন?

ভৃত্য। আজ্ঞে, আপনারা জিন্‌দেবের চেলা, আপনাদের ওটা চল্‌তে পারে; আমরা গরীব মানুষ—

কমলা। তা' আর দেরী ক'রিস্ নি, শীগ্‌গীর এক কলসী জল নিয়ে আলোটা নিবিয়ে ফ্যাল্। হোঁচট্ই বা খাবি কেন? চোখ্ নেই কি?

ভৃত্য। আমার তো আর অন্ধকারে চোখ জ্বলে না!

(ভৃত্য ঝর্‌ণা হইতে এক কলসী জল লইয়া প্রজ্জ্বলিত মশালটি দূরে নিক্ষেপ করিল)

আশা। কি সর্ব্বনাশ! জ্বলন্ত মশালটা কোথায় ছুঁড়ে ফেল্লি? ওখানে কীট পতঙ্গ নেই তো?

ভৃত্য। দেখুন আপনি গিয়ে। বাবা, এখানে চাক্‌রী করা!—সহজ মানুষে পাগল হ'য়ে যায়।

(জল লইয়া প্রস্থান)

আশা। হায়! হায়! এ নির্ব্বোধটা কি কোনোদিন মানুষ হবে না!

(আশা শা ও কমলার প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

চিতোর-প্রাসাদ—বনবীরের কক্ষ।

বনবীর পদচারণা করিতেছিল।

বন। মালোজী ম'রেছে! মাহোলী উদয়সিংহের দলে যোগ দিয়েছে!—দিক্। কোন চিন্তা নেই। কিছুতেই পশ্চাদ্‌পদ্ হব না। মেবারের রাজকোষ শূন্য ক'রে সৈন্য সংগ্রহ ক'র্ব্ব। আবার যুদ্ধ ক'র্ব্ব। আমি মেবারের রাণা—উদয়সিংহ একটা গৃহতাড়িত কুক্কুর—আমার সঙ্গে সে কতদিন যুঝ্‌বে! দৌবারিক, মন্ত্রী যশোবর্ম্ম—

নেপথ্যে দৌবা। যো হুকুম রাণা!

বন। এবার এমন বাহিনী প্রেরণ ক'র্ব্ব—যাদের মিলিত নিঃশ্বাসের বাতাসে উদয়সিংহ, তার সামন্ত, তার আত্মীয় উড়ে গিয়ে কাগারের জলে নিক্ষিপ্ত হবে।

(যশোবর্ম্মের প্রবেশ)

যশো। বন্দেগি রাণা!

বন। এই যে মন্ত্রি! তুমি কোন্ পক্ষের? তুমিও কি উদয়সিংহের সঙ্গে যোগ দেবে মনে ক'চ্ছ?

যশো। উদয়সিংহ যদি প্রকৃত উদয়সিংহ হ'ত—তাহ'লে কি ক'র্ত্তুম্ বলা যায় না।

বন। উদয়সিংহ—উদয়সিংহ। এর আবার প্রকৃত অপ্রকৃত কি মন্ত্রি?

যশো। এই যে যথার্থ উদয়সিংহ, তার কি কোনো প্রমাণ আছে?

বন। এঁ্যা এঁ্যা! তাইতো এতদিন এ কথাটা তো আমার মাথায় আস্‌ছিল না। তোমার কি মনে হয় এ উদয়সিংহ জাল?

যশো। আমার সেই রকমই মনে হয়, রাণা! উদয়সিংহকে আপনি স্বহস্তে হত্যা ক'রেছেন—সে আবার পুনর্জীবিত হ'য়েছে—এ আমার একটা প্রহেলিকা ব'লে মনে হয়।

বন। ঠিক, ঠিক মন্ত্রি, আমি তোমার বুদ্ধির প্রশংসা না ক'রে থাকৃতে পার্চ্ছি না। এ সামন্তদের জুচ্চুরী, একটা রাস্তার ছেলেকে কুড়িয়ে এনে উদয়সিংহ ব'লে সাজিয়েছে।

যশো। আপনিই বিবেচনা করুন, এ কি কখনও হ'তে পারে!

বন। না কিছুতেই নয়, কিছুতেই নয়। সামন্তরা আমার সঙ্গে জুচ্চুরী ক'রেছে। এর প্রতিফল দিতে হবে। মন্ত্রি, তুমি রাজকোষ শূন্য ক'রে নব-বল সংগ্রহ কর। মেবারের রাণার সঙ্গে জুচ্চুরী! এর উপযুক্ত প্রতিফল দিতে হবে।

যশো। আমিও আপনাকে এই পরামর্শ দেবার জন্য সুযোগ খুঁজ্‌ছিলুম্, এখন আপনি যখন আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত ক'র্লেন—তখন আর কালক্ষয়ে প্রয়োজন নাই; আমি এই মুহূর্ত্তেই নব-বল-সংগ্রহের চেষ্টা ক'র্ত্তে চ'ল্লুম্।

বন। হ্যাঁ যাও, এই মুহূর্ত্তেই যাও। (যশোবর্ম্মের প্রস্থান)

বন। মন্ত্রী ঠিক ব'লেছে। আমি উদয়সিংহকে নিজের হাতে হত্যা ক'রেছি; তার সেই ক্ষুদ্র প্রাণটুকু এক ছুরিকাঘাতেই নিঃশেষ হ'য়ে গেছে। সে জীবিত? মিথ্যা কথা, সামন্তদের জুচ্চুরী; সব বিশ্বাসঘাতক।

(শীতলসেনীর প্রবেশ)

শীতল। বনবীর, সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, বিজ্‌লীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

বন। কি ব'ল্‌ছো তুমি?

শীতল। বিজ্‌লী গৃহ ত্যাগ ক'রে কোথায় চ'লে গেছে।

বন। তুমি তাকে কিছু ব'লেছো?

শীতল। কিছু বলি নি বাবা! কিছুক্ষণ আগে সে আমাকে ব'লেছিল, "দাদী, তোমরা কিছুতেই আমার বিবাহ দিতে পার্ব্বে না"। আমি মনে ক'রেছিলুম্ বুঝি পরিহাস ক'চ্ছে। কি হবে বনবীর! এখনই বর বিবাহ ক'র্ত্তে আস্‌বে—কন্যা পলায়িতা—তাদের কি ব'ল্‌বে বনবীর!

বন। তাদের তাড়িয়ে দোব—তারা আমার রাজ্যের লোভে আস্‌ছে। সব বিশ্বাসঘাতকের দল।

শীতল। পাগলের মত কি ব'ল্‌ছো বৎস! একটু প্রকৃতিস্থ হ'য়ে কথা কও, মেয়েকে খোঁজ্‌বার চেষ্টা কর।

বন। না, সে যখন আপনি চ'লে গেছে, যাক্ আর তাকে খুঁজ্‌বো না। আর তুমিও তো নিশ্চিন্ত হ'য়েছ মা, বিজ্‌লী আর তোমাকে চোখ্ রাঙ্গাতে আস্‌বে না।

শীতল। তুমি কি ব'ল্‌ছো বনবীর! তোমার কথার অর্থ বুঝ্‌তে পার্চ্ছি না।

বন। যাক্ মা, যা' ক'রেছ, বেশ ক'রেছ; তার জন্য তোমাকে আমি কিছুই ব'ল্‌ছি না।

শীতল। বনবীর! বনবীর! যা' তোমার বল্‌বার উদ্দেশ্য, তুমি আমাকে স্পষ্ট ক'রে বল। এ রকম অস্পষ্ট ভাষা আমি বুঝ্‌তে পারি না।

বন। যাক্ মা, সব যাক্—তুমি সুখী হও।

শীতল। বনবীর, তুমি কি আমায় ব'ল্‌তে চাও—আমি তোমার মেয়েকে তাড়িয়েছি?

বন। আমি কিছুই ব'ল্‌তে চাই না। আমি চ'ল্লুম্, আমার মাথা ঘুর্চ্ছে। (প্রস্থান)

শীতল। বনবীর! বনবীর! একটা কথা শুনে যাও। কি, চ'লে গেল! আমার আহ্বান অগ্রাহ্য ক'রে চ'লে গেল! এ কি আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছি

বনবীর, আজ আমি তোমার কাছে এত অবজ্ঞার পাত্রী! কেন, আমি তোমার কাছে কি অপরাধ ক'রেছি বনবীর? সব সহ্য ক'র্ত্তে পারি, কিন্তু পুত্রের এ অপমান সহ্য ক'র্ত্তে—উঃ, বুক ফেটে যায়। না, না, পুত্র যখন মাতাকে অবজ্ঞা করে, তখন মাতার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। আমি ম'র্ব্ব। পুত্রের অবজ্ঞা মাথায় ক'রে বেঁচে থাকৃতে পার্ব্বো না—না, কিছুতেই পার্ব্বো না।

(প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

চিতোরপ্রান্ত—বেরীশ নদীর নিভৃত তীর।

(বিজ্‌লীর প্রবেশ)

বিজ। কত দূর এলুম্ কিছুই বুঝ্‌তে পার্চ্ছি না! এরই মধ্যে আমার পা অবশ হ'য়ে আস্‌ছে যে! তাইতো কি ক'ল্লুম্! কেন গৃহ ত্যাগ ক'রে চ'লে এলুম্! দুর্ব্বার নিয়তির সঙ্গে কেন এ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'লুম্! আমার অদৃষ্টে যা' ছিল তাই হ'ত। কি কল্লুম্! কি কল্লুম্! কেন এ দুর্ব্বুদ্ধি আজ আমার মাথায় চাপ্‌লো! গৃহে ফিরে যাবো? তারও তো উপায় নেই! কোন্ পথে এসেছি, অন্ধকারে কিছুই বুঝ্‌তে পার্চ্ছি না। উঃ, কি গাঢ় অন্ধকার! অন্ধকারে আকাশ পৃথিবীর ব্যবধান লুপ্ত হ'য়ে গেছে! এ কি, আর পথ নেই? এ যে নদী! (কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া সহসা) ভালই হ'য়েছে—ভগবান অভাগিনীকে আশ্রয় মিলিয়ে দিয়েছেন। এই সর্ব্বসন্তাপহারিণী নদীর কোলে—(দূরে অস্পষ্ট সানাইয়ের শব্দ) ওকি!—আমারই কি বিবাহের বাজ্‌না বাজ্‌ছে! তাহ'লে এখনও কি আমি চিতোর অতিক্রম ক'র্ত্তে পারি নি! তবেই তো মুস্কিল;

আমাকে ধর্ব্বার জন্য নিশ্চয়ই—(সচকিতে) ও কি, কারা আস্‌ছে! (একটী বৃক্ষান্তরালে লুক্কাইত হইল)

(পান্না, সুদর্শন ও যশোবর্ম্মের প্রবেশ)

যশো। (একখানি পত্র পান্নার হস্তে দিয়া) এই নাও পান্না, যত শীঘ্র পার এই পত্র অখিলরাওকে প্রদান কর গে'। চিতোর-দুর্গ আক্রমণ কর্ব্বার আজই উপযুক্ত অবসর। আজ বনবীরের কন্যার বিবাহ—সকলেই ব্যস্ত, সকলেই অসতর্ক; তার ওপর বনবীর আজ আমাকে নব-বল সংগ্রহ কর্ব্বার আদেশ দিয়েছে—খুব সহজেই আজ আমি সামন্তগণকে দুর্গে প্রবেশ করিয়ে দিতে পার্ব্বো। যাও তোমরা। তোমাদের ঘোড়া কই?

পান্না। ঐ বৃক্ষতলে। তবে আসি মন্ত্রিবর! রাত্রি দ্বিপ্রহরের মধ্যেই বোধ হয় আমরা সদলে ফিরে আস্‌তে পার্ব্বো।

যশো। মা ভবানী তোমাদের সহায় হ'ন্‌। আমি চ'ল্লুম্‌। দুর্গের পশ্চাদ্দ্বার আমি রক্ষীশূন্য এবং মুক্ত ক'রে রাখ্‌বো। (প্রস্থান)

(বিজ্‌লী যে বৃক্ষান্তরালে লুকাইয়াছিল তাহার পার্শ্ব দিয়া অশ্ব আনিবার জন্য পান্না ও সুদর্শনের গমন)

বিজ। পান্না!

পান্না। (ভয়ে ও বিস্ময়ে) কে?

(সুদর্শনও অত্যন্ত ভীত হইল)

বিজ। আমি বিজ্‌লী।

পান্না। রাজকন্যা!

বিজ। তোমাদের ভয় নেই পান্না! যদিও আমি তোমাদের সমস্ত ষড়যন্ত্রের কথা শুনেছি, তবু আমাকে ভয় ক'র্ত্তে হবে না।

পান্না। রাজকন্যা!

বিজ। শোন পান্না, আমার পিতৃকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমি ক'র্ব্ব। মন্ত্রীর মুখে তো শুন্‌লে আজ আমার বিবাহ?

পান্না। তাইতো আরও আশ্চর্য্য হ'চ্ছি—আপনি—

বিজ। কেন এখানে? সেই কথাই ব'ল্‌ছি, শোন—আমার পিতা একজন ঐশ্বর্য্যলোলুপ সংকুলোদ্ভবের সঙ্গে আমার বিবাহের স্থির ক'রেছেন। কিন্তু আমি ভেবে দেখলুম্ আমার মত হীনজন্মার সংকুলে বিবাহ হওয়া কোনোমতেই সঙ্গত নয়; তাই আমি গৃহ ত্যাগ ক'রে চ'লে এসেছি।

পান্না। কোথায় যাবেন?

বিজ। আস্‌বার সময় তো সেটা ভেবে আসিনি পান্না, এখন ভাব্‌ছি কোথায় যাই।

পান্না। এখনও আপনি চিতোর অতিক্রম ক'র্ত্তে পারেন নি,— আমার অনুরোধ আপনি গৃহে ফিরে যান্। একা যদি পথ চিন্‌তে না পারেন, সুদর্শন না হয় আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আস্‌ছে।

বিজ। আমি তোমাদের শত্রু কন্যা। আমি যদি গৃহে গিয়ে সুদর্শনকে ধ'রিয়ে দিই? তোমাদের ষড়যন্ত্রের কথা পিতার কাছে প্রকাশ করি?

পান্না। সে আপনার কাজ নয় রাজকুমারি! তাহ'লে সেদিন প্রাসাদ থেকে পলায়নের পরামর্শ দিয়ে আমাদের প্রাণরক্ষা ক'র্ত্তে পার্ত্তেন না। আমার অনুরোধ আপনি গৃহে ফিরে যান্। আপনার পিতা সহস্র দোষে দোষী হ'লেও, আপনাকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসেন। আপনি তাঁর মনে আঘাত দেবেন না।

বিজ। সব বুঝ্‌ছি পান্না!—কিন্তু আমি গৃহে ফির্‌তে পার্ব্বো না।

যদি তোমরা আমাকে বিশ্বাস ক'রে তোমাদের সঙ্গে নাও—তাহ'লে আমি যাই—নইলে—

পান্না। আপনাকে বিশ্বাস ক'র্ব্ব না! আপনি যদি আমাদের সঙ্গে আস্‌তে চান্‌ সে তো আমাদের সৌভাগ্যের কথা, পরম সমাদরে আমরা আপনাকে নিয়ে যাব।

সুদ। পান্না, ঈশ্বরের কি সৃষ্টি! শয়তান্‌ বনবীরের এই মেয়ে!

বিজ। সুদর্শন! তোমায় কোনো কথা বল্‌বার আমার অধিকার নেই, কিন্তু আমি মিনতি ক'র্চ্ছি, তুমি আমার পিতার নিন্দা ক'র না—আমার কষ্ট হয়।

সুদ। আর ব'ল্‌বো না। আমার অপরাধ হ'য়েছে—আমায় মার্জ্জনা করুন কুমারি!

বিজ। না, এ তোমার অত্যধিক বিনয় সুদর্শন! আমি এতটা আশা করি নি। পিতৃনিন্দা শুনে আমার কষ্ট হয় জেনে তুমি যে সেই মুহূর্ত্তেই তা' থেকে বিরত হ'য়েছ, সেই যথেষ্ট। এইটুকুই বা জগতের কটা লোকে করে। চল পান্না, আর বিলম্ব নয়—তোমাদের প্রতি মুহূর্ত্তই এখন মূল্যবান্‌।

পান্না। আসুন তবে রাজকন্যা, ঐখানে আমাদের অশ্ব প্রস্তুত।

বিজ। চল।

(সকলের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

কমলমীর—সামন্ত-সভা।

অখিলরাও, ঐশকর্ণ, জগমল, সহিদাস, সঙ্গ, পৃথ্বীরাজ ও মাহোলী।

অখিল। আমাদের আরও কিছুদিন অপেক্ষা ক'র্ত্তে হবে, সহিদাস! আমাদের সৈন্যদলকে আর একটু বিশেষরূপে শিক্ষিত না ক'রে বনবীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা কিছুতেই উচিত ব'লে আমার বিবেচনা হয় না।

সহি। সেদিনকার যুদ্ধে তো আমাদের সৈন্যগণের একরূপ শক্তি-পরীক্ষা হ'য়েই গেছে।

অখিল। সেদিনকার যুদ্ধকে তুমি যুদ্ধ বল, সহিদাস? সে কতক-গুলো দস্যুর আক্রমণ থেকে নিজেদের আত্মরক্ষা করা মাত্র। তাতে জয় লাভ করায় গৌরব কি? দৈবক্রমে আমরা জয়ী হ'য়েছি। কিন্তু সেই যুদ্ধে আমাদের মধ্যে অনেক ত্রুটি আমি লক্ষ্য ক'রেছি।

সহি। প্রকাশ্য যুদ্ধের প্রয়োজন কি রাওসাহেব! তাতে আমাদের কৃতকার্য্য হবার আশা খুবই কম।

সঙ্গ। সেদিনকার পরাজয় বনবীর কি নীরবে সহ্য ক'র্ব্বে! নিশ্চয় আমাদের বিরুদ্ধে শীঘ্রই সে আবার নূতন বাহিনী প্রেরণ ক'র্ব্বে।

পৃথ্বী। সে তো ক'র্ব্বেই। সে একটা প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের রাজা। তার লোকবল অর্থবল কিছুরই অভাব নেই। আমাদের দলের উচ্ছেদ চেষ্টা সে প্রাণপণে ক'র্ব্বে।

অখিল। সেইজন্যই তো এই মুষ্টিমেয় সেনা নিয়ে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা আমাদের উচিত নয়। সে আক্রমণ ক'রুক্, আমরা সেই আক্রমণ প্রতিরোধ করি। এই রকম দু' একবার তার উদ্দেশ্য বিফল

ক'র্ত্তে পার্লে সে আপনা আপনি হীনবল হ'য়ে প'ড়্বে। তখন আমরা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ক'র্ব্ব। ততদিনে আমাদের দলও আর একটু শিক্ষিত হ'য়ে উঠ্বে।

জগ। কিন্তু আর যে অপেক্ষা ক'র্ত্তে পারা যায় না, রাওসাহেব! প্রতি মুহূর্ত্তেই আমাদের হৃদয় অধীর হ'য়ে উঠ্ছে। আতপতপ্ত বারুদরাশির মত আমাদের সকলকার বক্ষে ভীষণ প্রতিহিংসা সঞ্চিত হ'য়েছে; এখন শুধু একটা ইন্ধনের অপেক্ষা। একটা ইন্ধন পেলে সেই প্রতিহিংসারাশি বারুদের মত তীব্রতেজে জ্ব'লে উঠে এখুনি বনবীরকে ভস্মীভূত ক'রে ফেল্বে।

অখিল। যুদ্ধ ঘোষণা করা কি তাহ'লে সকলেরই মত?

সকলে। হ্যাঁ, রাওসাহেব! সকলেরই এই মত।

অখিল। (মাহোলীর প্রতি) তুমি নীরব কেন? তোমার কি মত মাহোলী? তুমি তো বনবীরের অনেক ভেতরকার খবরই জানো।

মাহো। আমারও বিবেচনায় বনবীরকে আক্রমণ কর্ব্বার এই উপযুক্ত সময়। আপনারা তার পক্ষ ত্যাগ কর্ব্বার পর তার বল বুদ্ধির মধ্যে ছিল মালোজী আর মাহোলী। তা' মালোজী ম'রে তাকে ছেড়েছে আর আমি জীবিতাবস্থাতেই তাকে ত্যাগ ক'রে এসেছি। এখন তার অবস্থা শোচনীয়। নূতন সৈন্য সংগ্রহ ক'রে এখন আমাদের বিপক্ষে দাড়ানো—সে অনেক দূরের কথা।

ঐশ। কেন, পুরোণো সৈন্যরা কি সব তীর্থ ক'র্ত্তে গেছে না কি?

মাহো। পুরোণো সৈন্যদের অধিকাংশই তো সেদিনকার যুদ্ধে নিহত হ'য়েছে,—অনেকে রাণা উদয়সিংহের বশ্যতা স্বীকার ক'রেছে।

ঐশ। তাহ'লে মেবারের সেনানিবাসে এখন সৈন্যের বদলে চাম্‌চিকি এসে বাসা ক'চ্ছে বলুন।

মাহো। রাণার সৈন্যরা শীঘ্র সে স্থল পূর্ণ না ক'ল্লে তাই দাঁড়াবে বটে!

ঐশ। তাহ'লে চলুন রাওসাহেব, এই বেলা যাওয়া যাক্; চাম্‌চিকিতে বাসা ক'রে ফেল্লে তখন যে তাদের গন্ধের চোটে ট্যাকা দায় হবে!

অখিল। সকলেরই এই মত? তবে আর আমার আপত্তি করা উচিত নয়। কিন্তু একটা কথা—আজ মন্ত্রী যশোবর্ম্মের নিকট থেকে পান্না, সুদর্শন কি সংবাদ আনে—সেইটুকু শুনে—

(পান্না, সুদর্শন ও বিজলীর প্রবেশ)

জগ। এই যে পান্না এসেছে! কি সংবাদ? ইনি কে?

পান্না। রাণা বনবীরের কন্যা।

সকলে। (সাশ্চর্য্যে) বনবীরের কন্যা!

মাহো। এঁকে কোথায় পেলে, পান্না?

পান্না। চিতোরপ্রান্তে বেরাঁশ নদীর নিকট। ইনি আমাদের আশ্রয়প্রার্থিনী।

অখিল। সে কি!

বিজ। আপনারা আশ্চর্য্য হবেন না—আমি আমার পিতৃকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'র্ত্তে এসেছি। আমার পিতা অমানুষিকভাবে উদয়সিংহকে সিংহাসন থেকে বঞ্চিত ক'রেছেন—আমি তাঁর সেই সিংহাসন-লাভে সহায়তা ক'র্ব্ব। আপনারা এখুনি প্রস্তুত হ'ন্।

অখিল। আপনার এই মহৎ ইচ্ছার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। কিন্তু আপনি শত্রুকন্যা—কি ক'রে আমরা বুঝ্‌বো যে আপনি কোনো দুরভিসন্ধি নিয়ে আসেন নি?

পান্না। না রাওসাহেব, ও'কে অবিশ্বাস ক'র্ব্বেন না। এই মন্ত্রী

যশোবর্ম্মের পত্র পাঠ করুন, তাহ'লে ওঁর প্রতি আপনাদের আর কোনোরূপ সন্দেহই থাক্‌বে না। (অখিলরাওকে পত্র দান করিল) উনি অলক্ষ্যে থেকে আমাদের সঙ্গে মন্ত্রীর সমস্ত কথাবার্ত্তাই শুনেছিলেন; উনি ইচ্ছা ক'র্লে ওঁর পিতার নিকট আমাদের সমস্ত ষড়যন্ত্রই প্রকাশ ক'রে দিতে পার্ত্তেন।

অখিল। (পত্র পাঠ করিয়া) চোরের মত যেতে হবে! বীরের মত নয়!

জগ। কি লিখ্‌ছেন্‌?

অখিল। "এখন প্রকাশ্য যুদ্ধের সময় নাই। এখন কৌশলে কার্য্য-সাধন করিতে হইবে। আমার উপর নব-বল সংগ্রহের ভার অর্পিত হইয়াছে; আমি সেই সূত্রে রাণার এক সহস্র বিক্রান্ত সৈনিককে দুর্গে প্রবেশ করাইয়া দিব। আপনারা আজই রাত্রিতে আগমন করুন—আজ তার কন্যার বিবাহ-রাত্রি। উত্তম সুযোগ।"

মাহো। কি ব'ল্লেন? "তার কন্যার বিবাহ-রাত্রি"? (বিস্মিতভাবে বিজ্‌লীর মুখের পানে চাহিল)

বিজ। আমায় এখানে দেখে আশ্চর্য্য হ'চ্ছেন?

জগ। আশ্চর্য্য না হওয়াই আশ্চর্য্য! আপনার বিবাহ—আর আপনি এখানে? এ যে একটা বিরাট রহস্য!

বিজ। শুনুন্‌—আমি পালিয়ে এসেছি। আমার পিতা এক উচ্চবংশে আমার বিবাহ দিতে অগ্রসর হ'য়েছেন। আমি তাঁকে অনেক বুঝিয়ে, অনেক মিনতি ক'রেও সে কার্য্যে বিরত ক'র্ত্তে পারি নি। শেষে নিরুপায় হ'য়ে আমি সমাজকে কলুষিত কর্ব্বার ভয়ে পালিয়ে এসেছি। পথে পান্নার সঙ্গে দেখা না হ'লে বোধ হয় আত্মহত্যা ক'র্ত্তুম্‌।

সকলে। ধন্য, ধন্য আপনার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা!

মাহো। দেবী! দেবী! (স্বগতঃ) তাহ'লে আমাকেই নিশ্চয় ভালবেসেছে—নইলে এখানেই বা এল কেন!

অখিল। বনবীর অভাগা হ'লেও মহা ভাগ্যবান্—সে তোমার মত কন্যার পিতা। আর তোমাকে অবিশ্বাস নেই মা! আমরা তোমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ ক'ল্লু্ম্। চল সামন্তগণ।

সকলে। জয় ভবানী! জয় ভবানী!

(সকলের প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য।

চিতোর—শীতলসেনীর কক্ষ।

পালঙ্কোপরি শীতলসেনী উপবিষ্টা।

শীতল। না, যে মাতাকে পুত্র অবমাননা করে সে মাতার মরাই ভাল। পুত্র আমার আজ্ঞাকারী দাস ব'লে আমার মনে মনে বড় অহঙ্কার ছিল, আজ আমার সে অহঙ্কার চূর্ণ হ'য়েছে। উঃ, কি ঘৃণা! কি লজ্জা! মাতা পুত্রকে আবেগভরে ডাকৃলে—আর পুত্র দম্ভভরে চ'লে গেল। সেই পুত্র—যে পুত্রকে মাতা বুকের রক্ত দিয়ে মানুষ করে, চোখের পলক দিয়ে ঘিরে রাখে, স্নেহের বিছানায় ঘুম পাড়িয়ে চুম্বনের সুধায় সিঞ্চিত করে—সেই পুত্র মাকে অবমাননা ক'ল্লে! না, আমার মরাই ভাল। কিন্তু ম'র্ত্তেও প্রাণ চাইছে না। বিষ খেয়েছি, মৃত্যুর দ্বারদেশে এসেছি—এখনও তবু জীবনের জন্য মমতা হ'চ্ছে। না, মিছে মায়া। আমার এ জীবন যাওয়াই ভাল। কই, বনবীর তো একবারও আমাকে সাধ্‌তে এল না! আমার মনে আঘাত দিয়ে সে তো বেশ

নিশ্চিন্ত আছে! তবে আর কিসের জন্য মায়া! ওঃ, মাথা ঘুরে আস্‌ছে, গা ট'ল্‌ছে, চোখে আর ভাল দেখ্‌তে পাচ্ছি না! বনবীর, এখনও এলি না! তোর মা অভিমান ক'রে জন্মের মত চ'লে যাচ্ছে—একবার এলি না! (পালঙ্কে লুটাইয়া পড়িল)

(বনবীরের প্রবেশ)

বন। মা, মা, আমার অপরাধ হ'য়েছে। উত্তপ্ত মস্তিষ্কের উত্তেজনায় আমি উত্তেজিত হ'য়ে তোমার প্রতি অন্যায় আচরণ ক'রেছি—আমায় মার্জ্জনা কর মা!

শীতল। বনবীর! এসেছ? এসেছ?

বন। হ্যাঁ মা, তোমার কাছে মার্জ্জনা ভিক্ষা ক'র্ত্তে এসেছি। মা, উপর্য্যুপরি অবনতির সংবাদ শুনে শুনে আমার মস্তিষ্ক বিকৃত হ'য়েছিল, তুমি সেই সময়ে আমার কাছে বিজ্‌লীর গৃহত্যাগের সংবাদ দিলে, আমার বিকৃত মস্তিষ্ক আরও বিকৃত হ'ল; তাই তোমার প্রতি এইরূপ আচরণ ক'রেছি। আমায় মার্জ্জনা কর মা, আমি তোমার দুটি পায়ে ধ'রে মার্জ্জনা ভিক্ষা ক'র্চ্ছি। আমার চারিদিকে বিপদ। ঐ শোন, বাজ্‌না বাজ্‌ছে—(নেপথ্যে বাদ্যধ্বনি) বিজ্‌লীর বর আস্‌ছে। কি ক'র্ব্ব? কি ব'লে ওদের ফেরাবো? এ সময়ে তুমি একটু শান্ত হও। তুমি আর এমন অভিমান ক'রে থেকো না মা, তাহ'লে আমার সর্ব্বনাশ হ'য়ে যাবে।

শীতল। সর্ব্বনাশ হবে কেন বনবীর? আমি সর্ব্বনাশিনী তোমার সুখের কণ্টক—আমি চ'লে যাচ্ছি, তুমি সুখী হও। তোমাকে যে রাজরাজেশ্বর দেখে ম'র্ত্তে পেলুম্—এই যথেষ্ট। আরও কিছুদিন আগে যেতে পার্লে আরও ভাল হ'ত। তাহ'লে পুত্রের কাছে আর এরূপ অবমানিত হ'তে হ'ত না।

বন। এমন ক'রে কথা কইছো কেন মা? দেখি, তোমার চোখ্ লাল—গা' যে পুড়ে যাচ্ছে! মা, মা, কি ক'রেছ মা?

শীতল। আমি বিষ খেয়েছি।

বন। বিষ! কি সর্ব্বনাশ! আমি কি তোমার প্রাণে এত আঘাত দিয়েছিলুম্ মা, যে তুমি তার জন্য আত্মহত্যা ক'ল্লে? কতকক্ষণ বিষ খেয়েছ মা?

শীতল। কেন, আমাকে বাঁচাবে? পার্ব্বে না বনবীর, বিষ মাথায় চ'ড়ে গেছে, রক্তের সঙ্গে—(স্থির হইয়া গেল)

বন। কি ক'ল্লে! মা! না, আর আমার ভদ্রস্থ নেই। কন্যা গৃহ থেকে পালিয়ে গেছে, মাতা আত্মহত্যা ক'রেছে, আত্মীয় বান্ধব সকলেই আমাকে একে একে পরিত্যাগ ক'চ্ছে। করুক্, করুক্—যার যা' ইচ্ছা হয়, করুক্। কাউকে আর কোনো কথা ব'ল্‌ব না। কারুর দিকে আর ফিরে চাইব না। (বাতায়নের দিকে চাহিয়া) ওকি, দুর্গের পশ্চাদ্দ্বার কে খুল্লে! ঐ যে অসংখ্য সৈন্য আমার দুর্গের ভেতর প্রবেশ ক'চ্ছে! বিশ্বাসঘাতকতা! বিশ্বাসঘাতকতা!

(দ্রুত প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক।

——:০:——

প্রথম দৃশ্য।

কমলমীর আশা শার বিশ্রাম-কক্ষ।

আশা শা ও কমলা।

আশা। এ আমার কি হ'ল মা, আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে জিন্‌দেবের পূজা ক'র্ত্তে পার্চ্ছি না। আনন্দে, বিষাদে আমার হৃদয় সর্ব্বদা চঞ্চল। প্রতি মুহূর্ত্তেই ভয় হ'চ্ছে কখন সামন্তরা এসে আমার উদয়কে নিয়ে চ'লে যাবে।

কমলা। আমারও তো সেই অবস্থা, বৎস! এত ক'রে মনকে বোঝাবার চেষ্টা ক'র্চ্ছি—কিছুতেই পার্চ্ছি না। কি যেন একটা গোপন ব্যথা দিবানিশি বুকখানা ভেঙ্গে দিচ্ছে। পরের ছেলে মানুষ করায় যে এত কষ্ট, তা' তো আগে জান্‌তুম্ না।

আশা। উদয় আস্‌বার পর থেকেই এই কমলমীরে একটা জ্যোতিঃর উদয় হ'য়েছিল—সে চ'লে গেলে কমলমীর জ্যোতিঃহারা হ'য়ে যাবে। ঐ বুঝি কে আস্‌ছে! (দ্বারের দিকে আশা শা ও কমলা উভয়ে চাহিয়া দেখিল)

কমলা। না, কেউ না।

আশা। কি ভ্রম দেখেছ, মা! আমরা কি জড়ভরতের অবস্থা প্রাপ্ত হ'লুম্! উদয় কি কোনো মোহমন্ত্রে আমাদের আগম, কল্পসূত্র প্রভৃতির জ্ঞান লুপ্ত ক'রে দিলে?

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। মহারাজজী।

আশা। এসেছে? এঁ্যা! এঁ্যা!

ভৃত্য। অনেক লোক এসেছে। রাস্তায় ধ'চ্ছে না। ঘোড়া, উট্, হাতী, বাজনা—কত কি এসেছে।

আশা। এঁ্যা! এসেছে! এসেছে! তোকে কি আমায় বল্বার জন্যে পাঠিয়ে দিলে?

ভৃত্য। হ্যাঁ মহারাজ।

আশা। কে তোকে পাঠালে? পান্না?

ভৃত্য। তিনিও সঙ্গে আছেন বটে—তবে তিনি কিছু বলেন নি।

আশা। তবে কে—কে তোকে পাঠালে?

ভৃত্য। রাণার শ্বশুর।

আশা। এঁ্যা? যা', তুই তাঁদের নিয়ে আয়। আমি যেতে পার্চ্ছি না—আমার গা হাত পা কাঁপ্‌ছে। মা, তুমি যাও, উদয়ের শুভযাত্রার ব্যবস্থা ক'রে দাও গে'। আমি এঁদের অভ্যর্থনা করি।

কমলা। অধীর হ'য়ো না আশা, এখন আমাদের সম্মুখে কঠোর কর্ত্তব্য উপস্থিত। এ দৌর্ব্বল্য আমাদের ত্যাগ ক'র্ত্তে হবে। উদয়ের রাজমূর্ত্তির কল্পনা কর—এ মেঘ কেটে যাবে; এখনই উৎসাহে হৃদয় নেচে উঠ্‌বে।

(প্রস্থান)

আশা। (ভৃত্যের প্রতি) তুই দাঁড়িয়ে রইলি! যা', তাঁদের নিয়ে আয়।

ভৃত্য। আমারও আজ কান্না পাচ্ছে মহারাজ! (কাঁদিতে কাঁদিতে) রাণা আমাকে ভায়ের চেয়েও বেশী ভালবাসেন।

আশা। যা', যা', আমি অনেক ক'রে বুক বাঁধ্‌বার চেষ্টা ক'চ্ছি—অশ্রুজল ফেলে তুই আর আমার সে চেষ্টা ব্যর্থ ক'রে দিস্‌ নি।

(ভৃত্যের প্রস্থান)

(আশা শা শূন্যপ্রেক্ষণে দ্বারের দিকে চাহিয়া রহিল ; অল্পক্ষণ পরে পান্না ও অখিলরাওকে লইয়া ভৃত্য প্রবেশ করিল)

আশা। আসুন রাওসাহেব,—আপনাদের আর সকলে কোথায় ?

অখিল। সকলেই চিতোরে আছেন। কেবল জৈত্যবৎ লুনকর্ণ, কোতেরিয়ো ও বৈদ্‌লার চৌহান্‌, চন্দাবৎ সামন্তগণ, সুদর্শন এবং সানুচর মাহুকে নিয়ে পান্না আর আমি এখানে এসেছি।

আশা। তাঁরা সব বাইরে কেন ? এখানে—(ভৃত্যের প্রতি) তাঁদেরও ডেকে নিয়ে আয়।

অখিল। না, না, এখানে আর অনর্থক জনতার প্রয়োজন কি ? আর এখুনি তো আমাদের ফির্‌তে হবে ! আপনি বরং শীঘ্র শীঘ্র রাণার শুভযাত্রার ব্যবস্থা করুন।

আশা। আপনাদের কোনো চিন্তা নেই, আমার মা সে সব ঠিক ক'চ্ছেন। আচ্ছা, আপনারা একটু বসুন, আমি শীগ্‌গীর সেরে নিতে ব'লছি।

পান্না। না, না, আপনার ব্যস্ত হ'তে হবে না—আমরা আপনাকে—

আশা। না, না, আমি যাই—শুভকাল উত্তীর্ণ হ'য়ে গেলে আমার উদয়ের—রাণার অমঙ্গল হবে। (প্রস্থান)

অখিল। দেখ্‌ছি অত্যন্ত কাতর হ'য়ে প'ড়েছেন।

পান্না। হবেন না ! আজ ছ'বৎসর ধ'রে রাণাকে পুত্রস্নেহে লালন পালন ক'রেছেন,—নিমেষের জন্যে রাণা চ'খের আড়াল হ'লে ইনি বিশ্বসংসার অন্ধকার দেখেছেন।

অখিল। আশা শার এই অবস্থা দেখে আজ বুন্দীরাজের কথা মনে প'ড়্ছে। সে দৃশ্য তুমি দেখনি পান্না! মনে প'ড়ে তো, বাহাদুর শার চিতোর আক্রমণের সময় রাণী কর্ণাবতী এই উদয়সিংহকে বুন্দীরাজের কাছে লুকিয়ে রেখেছিলেন? তখন উদয় দুগ্ধপোষ্য শিশু। বুন্দীরাজও উদয়কে ফিরিয়ে দেবার সময় এই রকম কাতর হ'য়ে প'ড়েছিলেন।

পান্না। কি দুষ্টনক্ষত্রেই যে বাছা জন্মেছিল! রাজপুত্র হ'য়ে চিরদিন পরের দোরে দোরেই জীবন কেটে গেল! মা ভবানী করুন্, এইবার যেন বাছার সমস্ত বিপদ কেটে যায়।

অখিল। আচ্ছা পান্না, তুমি অন্তঃপুরে গিয়ে দেখ কত দূর কি হ'ল—আমি ততক্ষণ মিছিলের বন্দোবস্ত করি গে'। (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কমলমীর—আশা শার অন্তঃপুরস্থ কক্ষ।

কক্ষের মেঝের একখানি সুদৃশ্য গালিচাপাতা; কমলমীরবাসিনী রমণীগণ সেই গালিচার উপর বসিয়া উদয়সিংহ ও ধীরাকে প্রসাধিত করিতেছিল। তাহাদের কাহারও হাতে শঙ্খ, কাহারও হাতে চন্দনের বাটি। কেহ চন্দন পরাইতেছিল; দু-একজন ব্যস্তভাবে ফুলের মালা গাঁথিতেছিল। কমলা একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া।

উদয়। এই ধরার স্বর্গ কমলমীর ছেড়ে যেতে আজ আমার প্রাণের মধ্যে যে কি হ'চ্ছে তা' আমি ব'ল্তে পার্চ্ছি না।

১ম রমণী। হবে না! আপনার জীবন-সূত্র যে এই কমলমীরের সঙ্গে গ্রথিত।

১২৯

উদয়। সত্য কথা। আমি চিতোরে জন্মেছি মাত্র; কিন্তু এই কমলমীর তার বুকভরা পীযূষধারা দিয়ে মাতৃস্নেহে আমাকে পালন ক'রেছে। আমি এর যেদিকে চাইছি সেইদিক থেকেই আজ যেন একটা স্মৃতি অশ্রুপূর্ণ নেত্রে আমার দিকে চেয়ে ব'ল্ছে "আমাদের ছেড়ে যাবে?" (বাতায়নের দিকে চাহিয়া) ঐ গিরি-নির্ঝরিণী—আহা! ওর ঋণ আমি কখনও ভুল্তে পার্ব্বো না। যখনই আমি ওর কাছে গিয়ে ব'সেছি, তখনই সুধাবিনিন্দিত সঙ্গীত-ঝঙ্কারে ও আমার চিত্তবিনোদন ক'রেছে। (কমলার প্রতি) দাদী, চিতোর কি কমলমীরের চেয়েও ভাল?

কমলা। ভাল নয়? সে যে তোমার জন্মভূমি—তোমার পিতা পিতামহের গৌরব-নিকেতন। চিতোরের কান্তারে, গিরি-কন্দরে, নদীর জলে, পথের ধূলোয় তোমার বংশের কত বীরত্বগাথা মিশিয়ে আছে। চিতোরের তুলনায় অমরার সৌন্দর্য্যও তোমার চোখে হীন হ'য়ে যাবে। (ধীরার প্রতি) একি, কাঁদ্ছো কেন? এমন সুখের দিনে কি কাঁদ্তে আছে! তোমায় নিয়ে তোমার স্বামী বিজয়গর্ব্বে তাঁর পিতার রাজ্যে ফিরে যাচ্ছেন। স্বামীর সঙ্গে যাচ্ছ—এ তো সুখের কথা। কান্না কিসের!

ধীরা। আপনাদের ছেড়ে যেতে আমার বড় কষ্ট হ'চ্ছে। আমি শৈশবে মাতৃহারা; কমলমীরে এসে আপনাদের মধ্যে আমি আমার মাকে পেয়েছিলুম্। আপনাদের ছেড়ে আমি কি ক'রে চিতোরে থাক্‌বো?

কমলা। তোমার বাবাকে ছেড়ে এখানে আস্‌বার সময়ও তো খুব কেঁদেছিলে। আমাদের পেয়ে তোমার বাবাকে ভুলে গেছ। চিতোরেও আবার কত লোক পাবে—তখন আমাদের ভুলে যাবে। রাণী হ'য়ে যখন স্বামীর পাশে ব'স্‌বে—তখন কমলমীরের কথা, আমাদের কথা কি আর মনে থাক্‌বে! তোমরা দুজনেই আমাদের ভুলে যাবে।

উদয়। তোমাদের কথা মনে থাক্‌বে না? এত অকৃতজ্ঞ আমরা হব না দাদী! জন্মভূমি হ'লেও চিতোর আমার প্রবাস, এই কমলমীরই আমার জন্মভূমি। দাদী! কমলমীর দুর্গও তো আমার পূর্ব্বপুরুষেরই কৃত? তবে চিতোরে না গিয়ে এই কমলমীরে থেকে কি রাজত্ব করা যায় না?

কমলা। সে কথা তো আমি ব'ল্‌তে পারি না, দাদা! হয়তো বা তা' হয়, কিন্তু বাপ্পারাওয়ের পবিত্র সিংহাসন যে চিতোরের দুর্গেই র'য়েছে; বনবীরের কবল হ'তে উদ্ধার ক'রে সেই সিংহাসনেই শাস্ত্রমত তোমাকে অভিষিক্ত হ'তে হবে।

(যাহারা মালা গাঁথিতেছিল তাহাদের মালা গাঁথা শেষ হইতে উদয় ও ধীরার গলায় পরাইয়া দিল)

উদয়। কি জানি কেন, চিতোরে যেতে আমার প্রাণ চাইছে না।

কমলা। এ কথা কি মেবারের রাণার সাজে! তোমায় চিতোরে নিয়ে যাবার জন্য সামন্তরা যে প্রাণপাত ক'চ্ছে, আর তুমি ব'ল্‌ছো চিতোরে যেতে তোমার প্রাণ চাইছে না! তোমার পূর্ব্বপুরুষ রাণা হামির যে দ্বাদশ বর্ষ বয়সে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন।

উদয়। বুঝেছি দাদী, রাজা হওয়া বড় কঠিন—দুর্ব্বল হৃদয় নিয়ে রাজা হওয়া যায় না।

কমলা। সাধারণ মানুষ যে উপাদানে তৈরি—রাজা সে উপাদানে তৈরি নয়। রাজার হৃদয়ে কোমলতা আর দৃঢ়তা দুই প্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়েও পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ করে না। তোমরা "একলিঙ্গের দেওয়ান" তোমাদের হৃদয় কি সাধারণের মত? পূর্ব্বপুরুষের বীরত্ব, অধ্যবসায়, জ্ঞান আপনাআপনিই যে তোমাদের মধ্যে সঞ্চিত হয়, দাদা!

উদয়। আমার বোধ হয় রাজা হবার হৃদয় নেই, দাদী!

কমলা। সে কি দাদা! তোমার যদি রাজা হবার হৃদয় না থাকে তো থাকবে কার! জিনদেবের কাছে প্রার্থনা করি—তোমার রাজত্ব যেন বিশ্বের কাছে একটা স্মরণীয় হ'য়ে থাকে।

(আশা শার প্রবেশ)

আশা। আর কত দেরী মা? সামন্তরা বড় ব্যস্ত হ'চ্ছেন।

কমলা। এই হ'য়ে গেছে—আর দেরী নেই বাবা! (রমণীগণের প্রতি) চন্দন পরানো হ'য়েছে? এইবার দুজনের কপালে দুটি দ'য়ের ফোঁটা দিয়ে দাও।

(রমণীগণ উদয় ও ধীরার কপালে দধির ফোঁটা দিল)

উদয়। কাকা, চিতোর কি এখান থেকে অনেক দূর?

আশা। না, খুব বেশী দূর নয়। আরাবল্লী পর্ব্বতের পর থেকেই চিতোরের শৈলমালা আরম্ভ হ'য়েছে।

উদয়। তবে? আমি যদি চিতোরে না গিয়ে এই কমলমীরে আমার রাজধানী স্থাপন করি, তাতে দোষ কি হবে কাকা?

আশা। আগে বনবীরের গ্রাস থেকে তোমার পিতৃসিংহাসন উদ্ধার কর—তারপর তোমার ইচ্ছা হয় এইখানেই তোমার রাজধানী স্থাপন ক'র। আজ সে চিন্তার সময় নয় বৎস! আজ তোমার আনন্দের দিন—তুমি রাহুমুক্ত শশধরের মত চিতোরবাসীর আনন্দবর্দ্ধন ক'র্ত্তে যাচ্ছ—আনন্দে নিজের হৃদয় পূর্ণ ক'রে নাও।

উদয়। আপনাদের ছেড়ে চ'লে যাব এই চিন্তায় আমার প্রাণে যে চিতোরে যাবার আনন্দ আসছে না কাকা! জানি না, আপনারা আজ কি ক'রে আমাকে বিদায় দিচ্ছেন!

আশা। তুমি যে রাজা উদয়! তুমি আর এখন তো আমাদের একার

নয় যে তোমাকে আমরা ধ'রে রাখ্‌বো! আশীর্ব্বাদ করি পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হ'য়ে তুমি তোমার বংশের নাম রাখ।

(প্রথম রমণী উদয়কে একটি মিষ্টান্ন খাওয়াইতে গেলে উদয় বাধা দিল)

উদয়। ও থাক্‌—আমি খেতে পার্চ্ছি না।

কমলা। একটু খেতে হয়—খাও দাদা!

(একজন উদয়কে একজন ধীরাকে মিষ্টান্ন খাওয়াইয়া জল পান করাইল ; নেপথ্যে বাদ্যধ্বনি)

আশা। আর দেরী ক'র না মা, ঐ শোন বাদ্যরোলে সামন্তরা ত্বরা কর্ব্বার জন্য আমাদের আদেশ ক'চ্ছে।

(পান্নার প্রবেশ)

আশা। এই যে—পান্না এসেছে মা!

পান্না। আমি আপনাদের ব্যস্ত ক'র্ত্তে আসি নি শ্রাবক! যতক্ষণ পর্য্যন্ত আপনাদের কথার শেষ না হবে আমরা নীরবে অপেক্ষা ক'রে থাক্‌বো।

আশা। না, না, শুভকাল উত্তীর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে। আর দেরী ক'র না মা!

কমলা। আমাদের হ'য়েছে—আর দেরী নেই পান্না! (বাষ্পগদ্‌-গদস্বরে) এই নাও, তোমাদের রাজারাণীকে গ্রহণ কর। (ধীরা ও উদয়কে পান্নার হাতে সমর্পণ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল)

(আশা শা, পান্না প্রভৃতি সকলের চোখেই অশ্রু দেখা দিল)

আশা। এইবার তবে তোমরা "বিদাওনা" আরম্ভ কর।

(কমলমীরবাসিনী রমণীগণের গীত)

ফিরে যাও, ফিরে যাও. আপন ঘরে,
দেব দেবীরে স্মরিয়া।
তাঁদের সুদৃঢ় আশীষ-বর্ম্ম,
অঙ্গে তোমার পরিয়া।
পূর্ণকুম্ভ রেখেছি দুয়ারে,
কদলীব তরু দি'ছি তার ধারে,
মালার আকারে, চুত-শাখা সারে
সিংদ্বার দি'ছি ভরিয়া।
শুভগানে তব অশুভ ওড়ায়ে,
লাজপুষ্প দিতেছি ছড়ায়ে,
যাও নিজ দেশে, রাণী সনে হেসে,
ভয়ে অরি যাক্ মরিয়া।
কাঁটাবন তব হ'য়েছে কুসুম,
ফুটেছে আলোক, উড়ে গেছে ধূম,
কি ভাবনা আর, তোমার মেবার
মোরা নি'ছি তোমা' বরিয়া।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

চিতোর—শীতলসেনীর কক্ষ-সম্মুখস্থ দালান।

(উন্মত্ত বনবীরের প্রবেশ)

বন। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! কি মজা! বর বিয়ে ক'র্ত্তে এল—আর ক'নে পালিয়ে গেল! বিজ্‌লী খুব মজা ক'রেছে! কচ্ছদেশের লোকগুলোকে আচ্ছা ঠকান্ ঠ'কিয়েছে! ব্যাটারা লজ্জায় আর আমার কাছে মুখ দেখাতে পাল্লে না; একেবারে ঘোড়ায় চ'ড়ে সব চোঁ চাঁ দৌড় দিয়েছে। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! মা! (দরজা খুলিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল)

(পট পরিবর্ত্তন)

কক্ষাভ্যন্তর।

পালঙ্কোপরি মৃতাবস্থায় শীতলসেনী পতিতা।

বন। তুমি তামাসা দেখ্‌লে না! খালি ঘুমোতেই লাগ্‌লে! ওঠো, ওঠো, অনেক বেলা হ'য়ে গেছে যে! মা, সামন্তরা আমাকে মেবারের রাণা হ'তে ব'ল্‌ছে—যাব? আমার কিন্তু যেতে ইচ্ছে ক'চ্ছে না। কেন, এখানে তো বেশ আছি। কি হবে আমার সিংহাসন! রাণা সঙ্গের সিংহাসনে আমাকে ব'স্‌তে হবে! না মা, আমি তা' পার্ব্বো না। ওকি, চোখ রাঙ্গাচ্ছ? আচ্ছা মা, তুমি রাগ ক'র না—এই ছুরী দিয়ে বিক্রমজিৎকে হত্যা ক'র্ব্ব—তারপর উদয়কে—চিতোরের রাওয়ালায় একেবারে রক্তের ঢেউ খেলিয়ে দোব। কেবল বিজ্‌লীকে আমার ভয় ক'চ্ছে—সে জান্‌তে পাল্লে—না, মা, তুমি বিজ্‌লীকে কিছু ব'ল না। সে যে আমার মাতৃহারা কন্যা! ও হোঃ হোঃ হোঃ, বিজ্‌লী! (উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন) ফিরে আয়—ফিরে আয়। তোর বিয়ে দোব না। এঁকি, আমি কাঁদ্‌ছি! বনবীর কাঁদ্‌ছে! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ (উচ্চহাস্য) দাও মা, হাতে জল দাও; এখুনি আমাকে দরীখানায় যেতে হবে। হাতে রক্ত দেখ্‌লে সামন্তরা আমাকে সন্দেহ ক'র্ব্বে। (হঠাৎ চমকিতভাবে) বিক্রমজিৎ! বিক্রমজিৎ। ও কে—উদয়? এত বড় হ'য়েছে? আমাকে মেরো না—আমাকে মেরো না। মা, শীগ্‌গীর ওঠো। বিক্রম উদয় দুজনে মিলে আমাকে হত্যা ক'র্ত্তে আস্‌ছে। চল, চল শীগ্‌গীর পালিয়ে চল। (দ্রুতবেগে প্রস্থানোদ্যত হইল)

(বিজ্‌লীর প্রবেশ)

বিজ। বাবা!

বন। কে? বিজলী? তুই? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! আমার কি ভুল! আমি মনে ক'রেছিলুম্ বিক্রম আর উদয় এসেছে। (স্নেহভরে বিজ্‌লীকে বক্ষে ধারণ করিয়া) কোথায় গিয়েছিলি মা? আমার ওপর রাগ ক'রেছিস্? না, তোর বিয়ে দোব না। খুব ঠকান্ ঠ'কিয়েছিস্ বিজ্‌লী! ব্যাটারা খুব অপমান হ'য়ে সব পালিয়ে গেছে।

বিজ। এ কি, এ রকম অসংলগ্ন কথা কেন!

বন। তোর খাওয়া হ'য়েছে বিজ্‌লী? শীগ্‌গীর খেয়ে নে'—আজ আমি একটা বিপুল বাহিনী নিয়ে নিজে উদয়সিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক'র্ত্তে যাব। তুই আমার সঙ্গে যাবি? না এখানে তোর দাদীর কাছে থাক্‌বি?

বিজ। এ কি উন্মত্ততা!

বন। আচ্ছা বিজ্‌লী, তুই ঠিক জানিস্—উদয়সিংহ বেঁচে আছে?

বিজ। হ্যাঁ বাবা, সামন্তরা তাঁকে আন্‌বার জন্য আজ কমলমীরে গেছেন।

বন। এ্যাঁ! এ্যাঁ! তুই বুঝি তাই আমাকে সেই খবর দিতে এসেছিস্? তুইও আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ক'র্চ্ছিস্! বিশ্বাসঘাতিনী! (গলদেশ ধারণপূর্ব্বক বিজ্‌লীকে সবলে ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া দ্রুত প্রস্থান)

বিজ। (হাঁপাইতে হাঁপাইতে) অধর্ম্মের এই পরিণাম! (শীতল-সেনীর দিকে চাহিয়া) তোমারও একদিন আস্‌বে দাদী! এ কি, সর্ব্বাঙ্গ নীল—মুখে মাছী ব'স্‌ছে! দাদী! দাদী! এ কি, মৃত! যাক্, তোমার এ জন্মে বড় একটা কিছু হ'ল না—পরজন্মের জন্য সব তোলা রইলো।

(মাহোলীর প্রবেশ)

মাহো। সুন্দরি!

বিজ। কে তুমি ?

মাহো! তোমার দাস !

বিজ। কি ব'লছো? তুমিও কি উন্মাদ ?

মাহো। সত্যই আমি উন্মাদ। রাজকুমারি,—সত্য আমি তোমার রূপে উন্মাদ হ'য়েছি। আমি তোমার প্রণয়-ভিখারী। জানু পেতে তোমার প্রেম ভিক্ষা ক'র্চ্ছি।

বিজ। এখন আমার প্রেমের কথা শোন্‌বার সময় নয়। সর, আমার পথ ছাড়, আগন্তুক !

মাহো। জানি, আমি তোমার সম্পূর্ণ অযোগ্য—তবু—

বিজ। কি আশ্চর্য্য! কে তুমি? সম্মুখে একজন অনন্ত-নিদ্রায় নিদ্রিত—আর তুমি এখানে প্রেম-অভিনয় ক'র্ত্তে এসেছ? তোমার কি মনুষ্যত্ব নেই ?

মাহো। সব হারিয়ে ফেলেছি। এতদিন গোপন ক'রে রেখেছিলুম্‌ —আর পার্চ্ছি না। আমায় রক্ষা কর রাজকুমারি, আমার প্রাণ যায়।

বিজ। তুমি আমায় রক্ষা কর। তোমায় মিনতি ক'চ্ছি, তোমার কুদৃষ্টি ফিরিয়ে নাও। (প্রস্থানোদ্যতা হইল)

মাহো। কোথা' যাও—আমার প্রাণের ভেতর রূপের দাবানল জ্বালিয়ে—(বিজ্‌লীর হস্ত ধারণ করিবার চেষ্টা)

বিজ। সাবধান কাপুরুষ! (বিজ্‌লী ছুরী বাহির করিতেই মাহোলী পিছাইয়া দাঁড়াইল ; বিজ্‌লী কক্ষ হইতে চলিয়া গেল)

মাহো। (কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া) না, ভুল ক'র্লুম্‌—মিষ্ট কথায় একে বশীভূত ক'র্ত্তে হবে। বলপ্রয়োগে, ভয় দেখিয়ে এ বিজ্‌লীকে ধ'র্ত্তে পার্ব্বো না। (প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

চিতোর—প্রাসাদ-প্রাঙ্গণ।

কথা কহিতে কহিতে জগমল ও যশোবর্ম্মের প্রবেশ।

জগ। ভগবান যখন মুখ তুলে চান—তখন সব দিকেই মঙ্গল হয় মন্ত্রিবর! দেখুন না, অবমানিত কচ্ছদেশবাসীগণ কেমন আমাদের সঙ্গে যোগদান ক'রে ফেল্লে।

যশো। সে তো নিশ্চয়ই—ভগবান সহায় না হ'লে মানুষ কোনো কাজই ক'র্ত্তে পারে না, রাওসাহেব! আর অদৃষ্টে যেদিনকার যা' আছে, তা' ঘ'ট্‌বেই। নইলে সর্ব্বগুণে গুণান্বিত রাণা সঙ্গের পুত্র বিক্রমজিৎই বা এমন হঠ্‌কারী হবেন কেন! আর বনবীরই বা বাপ্পারাওয়ের সিংহাসনে ব'স্‌বে কেন!

জগ। কি আশ্চর্য্য মন্ত্রিবর! বনবীরের আগেকার চরিত্র আর এখনকার চরিত্র পাশাপাশি দাঁড়ালে মনে হয় দেবতার পাশে যেন এক দৈত্য দাঁড়িয়ে আছে। অদ্ভুত প্রকৃতি! ঐশ্বর্য্য যে দেবতাকে পিশাচ ক'র্ত্তে পারে—এই বনবীর হ'তেই তা' আমাদের উপলব্ধি হ'ল।

(সহিদাস, সঙ্গ ও পৃথ্বীরাজের প্রবেশ)

জগ। কি সংবাদ সহিদাস?

সহি। বনবীরের পক্ষের একজন সেনানীও এখন দুর্গের মধ্যে নাই; সকলকেই বহিস্কৃত ক'রে দিয়েছি। যারা আমাদের বাধা দিতে এসেছিল—তাদের বধ ক'রেছি। দুর্গের সকল দ্বারই এখন আমাদের সৈন্য কর্ত্তৃক বেষ্টিত।

জগ। বনবীরের কোনো সন্ধান পেলে?

সঙ্গ। শুনছি সে উন্মাদ হ'য়ে চিতোরের বিশাল দরীখানায় একা সিংহাসন আঁকড়ে ধ'রে ব'সে আছে।

পৃথ্বী। আর আপনার মনে অনবরত ব'ল্‌ছে "উদয়সিংহকে কিছুতেই এ সিংহাসন দোব না।"

জগ। ওঃ! অনেক রাজ্যলোলুপের কথা শুনেছি বটে, কিন্তু এর মত এমন মজ্জাগত রাজ্যের লোভ কারুর থাকতে পারে ব'লে আমার ধারণা ছিল না।

সঙ্গ। চল, আমরা বনবীরকে বন্দী করি!

যশো। উন্মাদকে বন্দী ক'রে আর লাভ কি।

জগ। মেবার-ইতিহাসে এ একটা নূতন অধ্যায় সন্নিবিষ্ট হ'ল।

সহি। মেবার-ইতিহাসের প্রত্যেক অধ্যায়ই তো নূতন জগমল! এত বিবর্ত্তন, এত ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য ক'রে যে এ দেশ এখনও শির উন্নত ক'রে দাঁড়িয়ে আছে—সেই টুকুই আশ্চর্য্যের বিষয়। গৃহশত্রু তো আছেই, তার ওপর বাইরের শত্রুর অত্যাচার এ দেশের মত জগতের আর কোনো দেশেরই ওপর বোধ হয় এতটা হয় নি।

জগ। আচ্ছা, মাহোলীকে কেউ দেখেছ?

সঙ্গ। না, আমরাও তাকে খুঁজ্‌ছি—সকাল থেকে তাকে দেখ্‌তে পাচ্ছি না।

জগ। গেল কোথায়? দুর্গ অবরোধ কর্ব্বার পর আমরা যখন গাল্‌চে বিছিয়ে বিশ্রাম ক'চ্ছিলুম্—তখন তো আমাদের সঙ্গে বেশ গল্প ক'র্ত্তে লাগ্‌লো, বীরা চর্ব্বণ ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে ভূরা খেতে লাগ্‌লো—তারপর হঠাৎ গেল কোথায়?

পৃথ্বী। লোকটার একটু মাথা খারাপ আছে।

সঙ্গ। একটু নয়—খুব বেশী রকমই। সেদিন কমলমীরে রাণার

অভিষেকের সময় কি রকম ছুটতে ছুটতে গেল—তারপর কাউকে না ব'লে, না খেয়ে দেয়ে হঠাৎ সেখান থেকে পালিয়ে এল।

জগ। আমার ওকে সন্দেহ হয়, ও বোধ হয় এখনও বনবীরের পক্ষেই আছে।

পৃথ্বী। থাক্‌লেও আর বিশেষ কিছু হ'চ্ছে না, রাওসাহেব! বনবীরই এখন উন্মাদ।

যশো। যাক্‌, এখন আর ও সব চিন্তার প্রয়োজন নেই। পান্না এবং সামন্তদের নিয়ে শোণিগুরুসর্দ্দার অনেকক্ষণ কমলমীরে গেছেন; রাণাকে নিয়ে এখুনি এসে প'ড়বেন! চলুন, রাণাকে অভ্যর্থনা কর্ব্বার জন্য আমরা তোরণ-দ্বারে দাঁড়িয়ে থাকি গে'। ঐ বাদ্যধ্বনি হ'চ্ছে—তাহ'লে রাণা চিতোরের খুব নিকটবর্ত্তী হ'য়েছেন।

পৃথ্বী। বোধ হয় এতক্ষণ পোশোলার কাছাকাছি।

যশো। চলুন, চলুন—আমাদের আকাঙ্ক্ষার নিধি ফিরে আস্‌ছে—আর দেরী ক'র্ব্বেন না। (সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

চিতোর—সূর্য্যপোল তোরণ।

তোরণটি বিবিধ পত্র-পুষ্প-পতাকা এবং দীপাবলীতে সুসজ্জিত। তোরণের মধ্যে ও বাহিরে বিচিত্র বসন ভূষণে ভূষিত সকল বয়সের নরনারী, চারণ, ভট্ট প্রভৃতি উৎকণ্ঠিত ভাবে দণ্ডায়মান। তাহাদের কাহারও হস্তে শঙ্খ, কাহারও হস্তে কুঙ্কুম, কাহারও হস্তে পুষ্পমালা। প্রহরীগণ প্রহরণায় নিযুক্ত। অনেকে গাহিতেছিল।

(গীত)

উজ্জ্বল-দীপমালা-শোভিতা-নগরী,
উৎসব-মগন নরনারী রে !
পত্র-পুষ্প-সুসজ্জিত-তোরণ,
গীত-বাদ্য-মুখরিত রে !

১ম ব্যক্তি। আঃ, চুপ্ ক'রে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পাচ্ছ না ? ঠেলাঠেলি ক'র্চ্ছ কেন ?

প্রহরী। এই-ও, হঠো—

২য় ব্যক্তি। ঐ মহারাণা আস্‌ছেন্।

সকলে। (ব্যস্ত ভাবে) কই, কই ?

প্রহরী। এই-ও—

২য় ব্যক্তি। ঐ যে নাক্‌রা বাজ্‌ছে ! (দূরে নাক্‌রা ধ্বনি)

(যাহারা গাহিতেছিল তাহারা আবার গাহিতে লাগিল)

(গীত)

সমীর-সুরভিত কুসুম-গন্ধে,
শঙ্খ নিনাদিত কর মহানন্দে,
মেবার-ঈশ্বর, আসিছে মেবারে
লাজ, কুসুম বরিষ রে !

১ম ব্যক্তি। ঐ ঐ নিশেন দেখা যাচ্ছে !

২য় ব্যক্তি। ঐ যে ঘোড়সওয়ার আস্‌ছে ! (নেপথ্যে এক সঙ্গে বহু সংখ্যক অশ্বের পদধ্বনি)

(যশোবর্ম্ম, জগমল, সহিদাস, সঙ্গ এবং পৃথ্বীরাজের তোরণ-সমীপে আগমন)

সকলে। জয় মহারাণা উদয়সিং কি জয় ! জয় রাণী মাইকি জয় !

১ম ব্যক্তি। ঐ, ঐ মহারাণা।

২য় ব্যক্তি। কই, কই ?

প্রহরী। এই-ও—হঠো—হঠো—

১ম ব্যক্তি। ঐ যে দেখ্‌তে পাচ্ছ না ?

জগ। ওকি, ঐখানেই যে মহারাণা নেমে প'ড়্‌লেন !

যশো। তাইতো ! আহা ! দেখুন, দেখুন—মহারাণা পদব্রজেই মহারাণীর সঙ্গে আস্‌ছেন। আহা হা, কি রূপ ! মেঘমুক্ত পূর্ণ শশধর যেন রোহিণীর সঙ্গে মিলিত হ'য়েছেন !

জগ। গাও, মেবারবাসীগণ, প্রাণ খুলে আজ তোমরা "সুহেলা" গান কর। মেবারের এমন দিন আর হবে না।

(যাহারা গাহিতেছিল তাহারা আবার গাহিতে লাগিল)

(গীত)

উড্ডীন কর সুখে পতাকারাজি,
অবনতমস্তক হও সবে আজি,
ভকতি-প্রীতি-পূরিত-পরাণে,
নরমণি-সম্মুখে রে !

(উদয়সিংহ, ধীরা, চামর ব্যজন করিতে করিতে চামর-ধারিণীদ্বয়, অখিলরাও, পান্না, সুদর্শন, নিশানহস্তে সানুচর মাহু, বাদ্যকরগণ ও অন্যান্য সামন্তগণের প্রবেশ)

সকলে। জয়, রাণাজী কি জয় ! জয়, রাণী মাই কি জয় !

যশো ও জগ। স্বাগতঃ, স্বাগতঃ, রাণা !

(তোরণমধ্যে সকলের প্রবেশ, ক্রমে ক্রমে কোলাহল ও সঙ্গীতরোল থামিয়া গেল)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

চিতোর—সূর্য্য-মহল।

অভিষেককালীন পরিচ্ছদে ভূষিত বনবীর রাজদণ্ড হস্তে লইয়া একাকী সিংহাসনে উপবিষ্ট। সিংহাসনের পশ্চাদ্দিকের দেওয়ালে সোণালীরঙ্গের খুব বড় একটী সূর্য্য অঙ্কিত। সিংহাসনের দক্ষিণপার্শ্বের ভূমিতলে মেবারের রাজচিহ্ন (ছেঙ্গি) ও রাজছত্র (কিরণ) অযত্নে পতিত। রাত্রি হওয়ার জন্য সমস্ত অন্ধকার—ভাল করিয়া কিছু দেখা যাইতেছিল না।

বন। এ সিংহাসন আমার; আমি আঁকড়ে ধ'রে ব'সে থাক্‌বো। উদয়সিংহ আমায় ফেলে দিয়ে আমার সিংহাসন কেড়ে নেবে? ও, ভারী তার সাধ্যি। তাহ'লে তার টুঁটি ছিঁড়ে ফেল্‌বো না! সামন্তরা তার সঙ্গে আসবে? আসুক্ না—এই রাজদণ্ড দিয়ে সব ব্যাটার মাথা ফাটিয়ে দোব। সিংহাসন আমি ছাড়্‌বো না। কিছুতেই না। ও কে! মা! ঘুম ভাঙ্গলো? দেখ—দেখ—আকাশটা কি কালো হ'য়ে গেছে, মা! ঝড় হবে না কি? উঃ, বড্ড শীত ক'চ্ছে! বিজ্‌লী কোথায় গেল? ওহো—মনে প'ড়েছে—আমিই যে তাকে গলা টিপে মেরে ফেলেছি। যাক্ মা, তুমি তো নিশ্চিন্ত হ'য়েছ—বিজ্‌লী আর তোমাকে চোখ রাঙ্গাতে আস্‌বে না। ওকি মা, তুমিও ম'রে গেলে? এত ক'রেও তোমাকে তুষ্ট ক'র্ত্তে পার্‌লুম্ না! যাও, যাও, সব যাও -আমি কাউকে চাই নি। আমি শুধু সিংহাসন আঁকড়ে ব'সে থাক্‌বো। কিছুতেই উঠ্‌বো না। উঠ্‌লেই উদয়সিংহ এসে ব'সে প'ড়্‌বে। না, আমি কিছুতেই উঠ্‌বো না। এ সিংহাসন আমার বুকের পাঁজ্‌রা—আমার দেহের রক্ত—আমার প্রাণ। উঃ, চোখ জড়িয়ে আস্‌ছে—

বড্ড ঘুম পাচ্ছে! রাণা হ'য়ে অব্ধি একদিনও ভাল ক'রে ঘুমুইনি, আজ একটু ঘুমিয়ে নিই। (সিংহাসনে বসিয়াই ঘুমাইয়া পড়িল)

(দূরে বিজলীর প্রবেশ)

বিজ। তাইতো কোথায় গেল! প্রাসাদ থেকে কি তবে পালিয়ে গেল! আমি প্রাসাদ তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজলুম্—কোথাও তো বাবাকে দেখ্‌তে পেলুম্ না! তাইতো কি হবে! মস্তিষ্কের ঠিক নেই—বাবা কি আমার রাস্তায় রাস্তায় বেড়িয়ে বেড়াবে! কোথায় থাক্‌বে! কি খাবে! কত লোকে তাঁর ওপর অত্যাচার ক'র্ব্বে! একি ক'র্ল্লে! ভগবান! না, তোমায় কেন দোষ দি'! তোমার তো বিচারের কখনও ভুল হয় না প্রভু! সব খুঁজেছি—কেবল এই সূর্য্য-মহল বাকী। উঃ, কি অন্ধকার! এই অন্ধকারের মধ্যে কি তিনি ব'সে থাক্‌বেন! আশ্চর্য্য নেই! দেখি, একবার ডেকে। বাবা! বাবা!

প্রতিধ্বনি। বাবা! বাবা! বাবা!

বিজ। কই, কেউ নেই! প্রতিধ্বনি আমাকে ব্যঙ্গ ক'র্ল্লে!

(মাহোলীর প্রবেশ)

মাহো। রাজকুমারি!

বিজ। কে? তুমি আবার এসেছ?

মাহো। আমি তোমাকে বিরক্ত ক'র্ত্তে আসিনি, রাজকুমারি! আমি তোমার কাছে মার্জ্জনা ভিক্ষা ক'র্ত্তে এসেছি, আমায় ক্ষমা কর। আমি আত্মবিস্মৃত হ'য়ে তোমার সঙ্গে এরূপ অসৎ ব্যবহার ক'রেছিলুম্।

বিজ। আচ্ছা যাও, আমি তোমাকে ক্ষমা ক'রেছি। দাঁড়িয়ে রইলে কেন? যাও।

মাহো। আমায় তাড়িয়ে দিয়ো না রাজকুমারি! ভৃত্যের মত তোমার কাছে আমাকে থাক্‌তে দাও। আমি তোমাকে বড় ভালবাসি।

বিজ। উত্তম, ঘরে গিয়ে আমার স্মৃতি পূজা কর গে'। যাও, দাঁড়িয়ে থেকো না; এই নির্জ্জন স্থানে আমার কাছে তোমাকে কেউ দেখ্‌লে মনে ক'র্ব্বে কি? যাও,—তোমার এতে কিছু ক্ষতি হবে না—কিন্তু আমি নারী,—আমার যে—

মাহো। রাজকুমারি—

বিজ। কি?

মাহো। আমি তোমাকে অত্যন্ত ভালবাসি।

বিজ। সে তো অনেকবার শুন্‌লুম্। আর আমার শোন্‌বার অবসর নেই—আমাকে যেতে দাও। আজ আমি বড়ই বিপন্না—তুমি আমাকে আর অস্থির ক'র না—

মাহো। আমি তোমাকে বুক দিয়ে ঘিরে তোমার সকল বিপদ থেকে তোমায় রক্ষা ক'র্ব্ব। আমাকে ঘৃণা ক'র না—আমি তোমার শত্রু নই। প্রয়োজন হ'লে তোমার জন্য আমার এ জীবন দান ক'র্ত্তেও আমি প্রস্তুত।

বন। (হঠাৎ তন্দ্রাভঙ্গে চমকিত হইয়া) ঐ, ঐ সব এসেছে। (রাজদণ্ড নিক্ষেপ করিল এবং মাহোলীর মস্তকে তাহা লাগিল)

মাহো। ওঃ! (ভূপতিত হইল)

(অন্ধকারে বিজ্‌লী রাজদণ্ড নিক্ষেপাদি দেখিতে পাইল না, অকস্মাৎ মাহোলীর পতনশব্দে চমকিত হইয়া উঠিল)

বিজ। এ কি!

(আলোক হস্তে ভীলগণ, মাহু, সুদর্শন, সূর্য্যাঙ্কিত রক্তপতাকা হস্তে অখিলরাও, পান্না, উদয়সিংহ, ধীরা, তাঁহাদের চামর বাজন করিতে করিতে চামরধারিণীদ্বয়, জগমল, সহিদাস, সঙ্গ, পৃথ্বীরাজ, যশোবর্ম্ম ও অন্যান্য সামন্তগণের প্রবেশ। হঠাৎ আলোক সম্পাতে এবং লোকসমাগমে বিজ্‌লী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিল)

অখিল। কে, রাজকুমারী! (অখিলরাওয়ের মুখ একটু গম্ভীর হইল)

বিজ। (অপ্রস্তুত ভাবে) আমার বাবাকে খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে আমি দরীখানায় এসেছিলুম্—ইনি আমাকে একলা পেয়ে আমার প্রতি অসদাচরণ ক'র্ত্তে এসেছিলেন—

মাহো। (উত্থিত হইয়া) আমায় মার্জ্জনা করুন রাজকুমারি! আমি মূর্খ—তাই আপনাকে চিন্‌তে পারি নি; বামন হ'য়ে চন্দ্রসুধার আকাঙ্ক্ষা ক'রেছিলুম্।

অখিল। তুমি দেখ্‌ছি একটা মানুষ মাহোলী! অপরাধ ক'রে যে আত্মদোষ মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ ক'র্ত্তে পারে—আমি তাকে পূজা করি।

মাহো। ঘৃণা করুন রাওসাহেব, ঘৃণা করুন। খুবই কু-অভিসন্ধি নিয়ে আজ আমি এঁর কাছে এসেছিলুম্—অকস্মাৎ কি একটা আঘাতে আমি ভূতলে পতিত না হ'লে—আর আপনারা এখানে এসে না প'ড়্‌লে—আজ আমি যে কি নরকে নাম্‌তুম্ তা' জানি না!

জগ। (বনবীরনিক্ষিপ্ত রাজদণ্ড দেখিয়া) এ কি! রাজদণ্ড! এখানে কে ফেল্লে! (রাজদণ্ডটি কুড়াইয়া লইল)

(বনবীর অট্টহাস্য করিয়া উঠিল)

বিজ। ও কে, বাবা? তুমি এখানে ব'সে? তুমিই কি তবে এঁকে আঘাত ক'রেছ! (বনবীরের নিকট গমন করিতে লাগিল)

মাহো। বিদায় রাজকুমারি,—আমাকে ক্ষমা ক'র্ব্বেন। রাণা, সামন্তগণ, আপনারাও আমাকে মার্জ্জনা ক'র্ব্বেন। (প্রস্থানোদ্যত হইল)

অখিল। কোথা' যাও মাহোলী, কেউ তোমাকে মার্জ্জনা ক'র্ব্বে না। রাণার প্রধান পার্শ্বচর হ'য়ে তোমাকে আজীবন থাক্‌তে হবে—এই তোমার শাস্তি। (উদয়সিংহের প্রতি) আমার এই শাস্তি-বিধান আপনি মঞ্জুর করুন রাণা!

উদয়। শোলাঙ্কিসর্দ্দার! আজ হ'তে আপনি আমার প্রধান পার্শ্বচর।

(মাহোলীর মুখ লজ্জায় আরক্ত হইল, সে আর কথা কহিতে পারিল না, মস্তক অবনত করিয়া রহিল)

বিজ। (বনবীরের নিকট গিয়া) বাবা, বাবা!

বন। কে কার বাবা! চ'লে যা', চ'লে যা'।—আমার পুত্র কন্যা নেই—আমার কেউ নেই। আমার থাক্‌বার মধ্যে আছে শুধু এই সিংহাসন। আর আমার কেউ নেই—কিছু নেই। এ সিংহাসন আমি কাউকে দোব না—কিছুতেই ছাড়্‌বো না।

(মাহোলীর হস্তধারণ করিয়া অখিলরাও ও সঙ্গে সঙ্গে অপর সকলের বনবীরের নিকট আগমন)

উদয়। এই বনবীর!

সুদ। হাঁ রাণা, এই সেই রাক্ষস বনবীর।

উদয়। এই বনবীর! আমার দাদাকে হত্যা ক'রেছে? এই আমার ধাইমার নয়নমণি সহদেবকে খুন ক'রেছে?

সুদ। এই সেই শয়তান্।

বন। ঐ, ঐ এল! না, আমি কিছুতেই উঠ্‌বো না।

উদয়। আমি মনে ক'রেছিলুম্ ওর ওপর একটা খুব বড় রকমের প্রতিশোধ নোব, কিন্তু তা' আর হ'ল না; ওর অবস্থা দেখে আমার অনুকম্পা হ'চ্ছে।

পান্না। এই তো রাণা সঙ্গের পুত্রের যোগ্য কথা! এই তো মানুষের মত কথা!

সহি। পান্না, তুমি ওকে ক্ষমা ক'র্বে? যে তোমার পুত্রহন্তা—তুমি তাকে—

পান্না। কি ক'র্ব্ব সর্দ্দার! আমার অদৃষ্টে যা ছিল—তাই হ'য়েছে।

অখিল। তুমি দেবতাকেও ছাপিয়ে গেছ পান্না! তুমি ওকে ক্ষমা ক'রেছ, কিন্তু দেবতা করেন নি। দেখ, হতভাগ্যের আজ কি অবস্থা—জ্ঞানহীন, উন্মাদ।

বন। উদয়সিংহ ম'র্ল্লো না! ছুরীখানা কোথায় গেল! শীগ্‌গীর—শীগ্‌গীর দাও মা! আমি ওর বুকে বসিয়ে দিই।

বিজ। বাবা, উদয়সিংহ এসেছেন—তাঁকে তাঁর পিতৃ-সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে চল আমরা মেবার ত্যাগ ক'রে চ'লে যাই।

বন। তোর কথাতে নাকি? কে তুই? তোর ইচ্ছে হয় তুই মেবার ত্যাগ ক'রে চ'লে যা'। আমি যাব না—কিছুতেই না।

জগ। এস, এস, ওর হাত ধ'রে ওকে গদী থেকে নামিয়ে দিই। নীচেয় দাঁড়িয়ে যত ইচ্ছে পাগ্‌লামী করুক্। (বনবীরের হস্তধারণ করিয়া) আর কেন, এইবার নেমে এস।

বন। না, না—আমি নাম্‌বো না।

সহি। বড় মায়া ব'সে গেছে—না? ওঠ্ শয়তান্ (বনবীরের হস্তাকর্ষণ করিয়া তাহাকে সিংহাসন হইতে নামাইয়া দিল)

সঙ্গ। (তাড়াতাড়ি বনবীরের মস্তক হইতে মুকুট খুলিয়া লইয়া) বাপ্পারাওয়ের "মোর" তোমার মাথায় থেকে আর কলঙ্কিত হ'তে দোব না।

বিজ। আমার বাবাকে আপনারা আঘাত ক'র্ব্বেন না।

বন। বিজ্‌লী, আমার সিংহাসন?

বিজ। চল বাবা, তোমাকে এর চেয়ে আমি ভাল সিংহাসন দোব—তুমি সে সিংহাসনে চিরকাল সুখে রাজত্ব ক'র্ত্তে পার্ব্বে—কেউ তোমার সে সুখস্বপ্ন ভেঙ্গে দিতে আস্‌বে না।

বন। চল্, চল্ বিজ্‌লী, তাই চল্।

সকলে। (উদয়সিংহের প্রতি) উঠুন্ রাণা, আপনার পিতার সিংহাসনে আরোহণ করুন।

অখিল। ছেঙ্গি কই? বাপ্পারাওয়ের ছেঙ্গি?

যশো। ঐ যে ছেঙ্গি, কিরণ ধূলিধূসর হ'য়ে অযত্নে প'ড়ে র'য়েছে।

(উদয়সিংহ ও ধীরা সিংহাসনে আরোহণ করিল; মাহোলী ও পৃথ্বীরাজ তাড়াতাড়ি ধূলা ঝাড়িয়া একজন ছেঙ্গি ও একজন কিরণ রাজমস্তকে ধারণ করিল; সঙ্গ রাণার মস্তকে মুকুট পরাইয়া দিল; জগমল রাণার হস্তে রাজদণ্ড দিল)

সকলে। জয়, রাণা, উদয়সিংহের জয়!

বন। চল্ বিজ্‌লী, এখান থেকে পালিয়ে চল্। এ দৃশ্য আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি না।

বিজ। চল বাবা, বিজ্‌লী এতদিন কেবল তোমাকে তিরস্কার ক'রে এসেছে, আজ থেকে তোমার সেবা ক'রে সে তার জীবন সার্থক ক'র্ব্বে। (অখিলরাওয়ের প্রতি) আমার দাদী—রাওয়ালায় মৃতাবস্থায় প'ড়ে আছেন—আপনারা দয়া ক'রে তাঁর সৎকার ক'র্ব্বেন—আপনাদের কাছে আমার এই মিনতি। (বনবীরকে লইয়া প্রস্থান)

(মাহোলী কি বলিতে গিয়া যেন বলিতে পারিল না)

অখিল। আহা! কি দৃশ্য! এ যে স্বর্গীয়!

ঐশ। অখিলরাও, এই জগদ্ধাত্রী পান্নার জন্যই আজ আমরা আবার রাণা সঙ্গের পুত্রকে চিতোরের রাজগদীতে দেখ্‌তে পেলুম। আমার ইচ্ছা, পান্নার একটি প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়ে মেবারে রাখা হ'ক্—তাতে পান্নার নাম অক্ষয় হবে।

সহি। আমারও তাই ইচ্ছা।

সকলে। আমাদেরও সেই ইচ্ছা।

অখিল। আপনাদের ইচ্ছায় আমার আপত্তি কর্ব্বার কিছুই নাই। কিন্তু আমার বিবেচনায় পান্নার নাম রাখার জন্যই যদি প্রস্তর-মূর্ত্তি গড়ানোর প্রয়োজন হয়—তাহ'লে তার আবশ্যকতা নাই। পান্না তার নিজের নাম নিজেই রেখেছে। ইতিহাসের কণ্ঠে যুগযুগান্তের লোক পান্নার নাম শুনতে পাবে। তবে যদি তার আকৃতি রাখ্‌বার প্রয়োজন হয়—

পান্না। আমি পুত্রঘাতিনী জননী—আমি করযোড়ে আপনাদের কাছে এই প্রার্থনা ক'র্চ্ছি—যেন ভবিষ্যজগৎ আমার কোনো মূর্ত্তি দেখতে না পায়।

অখিল। পান্না, তুমি দেবীও নও—মানবীও নও। তুমি ত্রিভুবনে অপূর্ব্ব, অতুলনীয়, দুর্ল্লভ!

যবনিকা।

সংস্কৃত-পরিচয়-দীপিকা

(অষ্টম মানের জন্য)

অধ্যাপক শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রণীত
'সংস্কৃত পরিচয়' পুস্তকের বোধিকা [illegible]
[illegible] পুস্তক

জনৈক অভিজ্ঞ হেড্ পণ্ডিত

[illegible]

জে. চট্টোপাধ্যায় এম. এ.

ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ

প্রদীপিকা ঃ পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক

৬এ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২